পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত

(ঐতিহাসিক নাটক)

[ষ্টারথিয়েটারে অভিনীত ।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

২৮নং বিডন রো, উইলকীন্স প্রেসে

জে, এন বসু দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩১৩ সাল ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র ।

মুখবন্ধ।

বহুকাল পূর্ব্বে "জন্মভূমি" পত্রিকায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত "পলাশী" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বপোষিত ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই সময়েই সিরাজ-উদ্দৌলার পতন সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিতে অভিলাষ জন্মে। ন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ ।ববর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "সিরাজউদ্দৌলা" টকখানি প্রকাশিত হওয়াতে সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নাটকখানি লিখিয়াছি। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে ইহার ইতিহাসাংশে বিহারী বাবুর "ইংরাজের জয়", শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "মুরশিদাবাদ কাহিনী" ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের "মীরকাসিম" নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

মীরজাফর	.	মুরশিদাবাদের নবাব।
মীরণ	...	মীরজাফরের পুত্র।
মীরকাসিম	.	রংপুরের ফৌজদার। (মীরজাফরের জামাতা)
বাহার		মীরকাসিমের পুত্র।
মহম্মদ তকী খাঁ		সৈন্যাধ্যক্ষ।
সমসের খাঁ	..	ওমরাও। (মীরকাসিমের বন্ধু)
আদেম শা	.	ফকীর।
রাজা রাজবল্লভ		মীরজাফরের দেওয়ান।
রাজা রামনারায়ণ		পাটনার ফৌজদার।
রাজা মোহনলাল	.	সিরাজের সেনাপতি।
রাজা রায়দুর্লভ	.	
মহাতাব চন্দ	.	জগৎ শেঠ।
মিষ্টার ভ্যান্সিটার্ট		কলিকাতার গভর্ণর।
ঐ হলওয়েল		কাউন্সিলের সদস্যগণ
ঐ আমিয়ট		
ঐ এলিশ		
ঐ হে		
ঐ এ্যাডাম্‌স		ইংরাজ সেনাপতি।
ঐ সমরু	..	মীরকাসিমের সেনানায়ক।
গুরগণ খাঁ	.	সেনাপতি।
মহম্মদী বেগ	..	ঘাতক।
লাহোরী বেগ	..	রামনারায়ণের অনুচর।

ভৃত্য, ওমরাওগণ, মাঝি, পারিষদ, সুবাদার, নহবত রায়, কর্ম্মচারী, চাপরাশী, প্রহরীগণ, ইংরাজ ও মুসলমান সৈন্যগণ ও ঘাতক।

স্ত্রী।

লুৎফ্‌উন্নিসা	..	সিরাজউদ্দৌলার বেগম।
কুলফন্‌	...	ঐ কন্যা।
মনিবেগম	...	মীরজাফরের বেগম।
জিন্নতমহল	...	মীরকাসিমের বেগম।
মতি বিবি		মোহনলালের কন্যা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

আলিবাবা	(রঙ্গনাট্য)	..	..	৷৹
প্রমোদ রঞ্জন	(নাটীকা)	...	...	৷৹
কুমারী	(ঐ)	...	...	৷৵৹
বভ্রুবাহন	(নাটক)	...	...	৷৹
জুলিয়া	(ঐ)	...	...	৷৹
সপ্তম প্রতিমা	(ঐ)	...	...	৷৹
সাবিত্রী	(ঐ)	...	...	৷৹
বেদৌরা	(গীতিনাট্য)	...	..	৷৹
প্রতাপাদিত্য	(নাটক)	...	...	১৲
বৃন্দাবন বিলাস	(গীতিনাটিকা)	...	...	৷৵৹
রঞ্জাবতী	(নাটক)	...	...	১৲
কবি-কাননিকা	(রঙ্গন্যাস)	...	...	১৲
রঘুবীর	(নাটক)	...	...	৷৹
উলূপী	ঐ	...	..	৷৷৵৹
নারায়ণী	(উপন্যাস, বিলাতী বাঁধা)		...	১৷৹
পদ্মিনী		...	...	১৲
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত		...	...	১৲

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ নবাবের উদ্যান।

সমসের ও তকী খাঁ।

তকী। কি করলে মীরজা! গোরার সঙ্গে ঝগড়া করলে!

সম। কি করব! রক্তমাংসের শরীর, চোকের ওপর খাদবী সহ্য করতে পারিনি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে রা মুরশিদাবাদের পথে ভয়ে ভয়ে মাথা গুঁজে একপাশ দিয়ে চলে যেত, আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে দু'শো সেলাম ক'রে আদব দেখাতো, তারা কিনা পথের মাঝে সকল লোকের সুমুখে আমার অপমান করে!

তকী। কে সে?

সম। কে আবার! ক্লাইবের পলটনের সামান্য একজন গোরা! কাশিম বাজার থেকে চকে বেড়াতে এসেছিল। পথে আমাকে দেখে আমাকে বলে—"এই! সিরাজউদ্দৌলাকা কবর কাঁহা হায় দেখলাও।" আমিও অমনি তার ঘাড় ধ'রে মাটীর দিকে মুখ করিয়ে কবর দেখিয়ে দিলুম। প্রথম বারে আর কবরে পাঠালুম না—দেখিয়েই ক্ষান্ত হলুম। এবার হ'লে পাঠাব—তাতে জান থাক্, আর যাক্।

তকী। তা বটে! কিন্তু ভাই সাবধান হ'য়ে চলাই এখন হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। বুঝতেইত পারছ, ক্লাইবই এখন প্রকৃতপক্ষে বাঙলার নবাব। মীরজাফর ক্লাইবের গোলাম মাত্র।

সম। সে আপনারা বুঝুন। আপনারা বড় চাক্‌রে, আপনাদেরই তাতে ভয়ের কথা।

তকী। ভয়ের কথা সবারই। যদি একথা ক্লাইবের কানে ওঠে, আর সে যদি তোমার শাস্তি দিতে নবাবকে অনুরোধ করে, তা'হলে নবাব বিচার পর্য্যন্ত করতে সাহস করবেন না।

সম। শাস্তি ত আজ কাল ঘরে মাথা গুঁজে বসে থাকলেও পাবার সম্ভাবনা। তা'হলে ঘা কতক দিয়েই না হয় শাস্তি পেলুম।

তকী। থাক্—নবাব আসছেন বুঝতে পারছি ভাই—কি যে দুরবস্থা হয়েছে—সব বুঝতে পারছি—তবে কি জান ওগ্‌রাবারও যো নেই, ফোক্‌রাবারও যো নেই।

(মীরজাফরের প্রবেশ)

মীর। কিহে সমসের! তুমি দিন দিন হচ্ছ কি?

সম। কি হয়েছি জাঁহাপনা?

মীর। আরকি, আমার চেয়েও উঁচু হয়ে গেলে!

তকী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! বোধ হয় গোরার অপমানের কথা নবাবের কানে উঠেছে।

সম। সে কি জাঁহাপনা! আস্‌মান আপনার চেয়ে এক পইঠে নাচু—আমি নফর আপনার চেয়ে কেমন ক'রে উঁচু হব!

মীর। হয়ে পড়লে আর কি! ক্লাইব সাহেবের লোককে তুমি অপমান করতে যখন সাহস ক'র, তখন তুমি আর আমার

চেয়ে নীচু কেমন ক'রে বলব। কার্ণেল সাহেবের পায়াটা কত বড় তা জান ?

সম। সে কি হুজুরালি! তা আর জানি না। আপনি আমার মনিব—আপনার অন্নে আমি দেহ ধারণ ক'রে আছি। কার্ণেল সাহেবের কতবড় পায়াটা তা আমি জানি না! আমি রোজ সকালে উঠে ক্লাইবের গাধাকেই তিনবার ক'রে সেলাম করে থাকি।

মীর। বস্—বস্—ঠিক জবাব দিয়েছো। আমি ক্লাইবের গর্দ্দভই বটে—শুধু কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে, ইংরেজের সুখ সম্ভোগের জন্যই মসনদে বসেছি। ঠিক বলেছ। ভাল, তুমি একবার রাজা রাজবল্লভের কাছে যাও—আমার সঙ্গে শিগ্‌গির দেখা করতে বল।

[সমসেরের প্রস্থান।

মহম্মদ তকী!

তকী। জাঁহাপনা!

মীর। জান আমি তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছি। আমার জামাতা মীরকাসীম তোমার এই পদের জন্য লালায়িত ছিল, আমি তাকে না দিয়ে তোমাকে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক করেছি। কিন্তু তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ, সমস্ত সৈন্যকে উত্তেজিত করে তুলেছো!

তকী। আমি উত্তেজিত করেছি, একথা আপনাকে কে বললে জাঁহাপনা ?

মীর। তবে কাল তারা হঠাৎ আমার বাড়ী ঘেরাও করলে কেন ?

তকী। আমি করিনি হুজুরালি। তাদের পেটের জ্বালাই তাদের উত্তেজিত করেছে। এক বৎসর ধ'রে তারা তঙ্কা পাইনি। কি খেয়ে তারা সরকারের নকরী করে!

মীর। ঘাস খেয়ে। আমি কি ঘরে পয়সা লুকিয়ে রেখে তাদের ফাঁকি দিচ্ছি!

তকী। তারা গরীব—শুধু পেটের দায়ে প্রাণ দিতে এসেছে—তারা কি অতশত বোঝে! খেতে না পেলেই চীৎকার করে। কিছু না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের তঙ্কা চুকিয়ে দিতে হুকুম দিন। নইলে তাদের আমি বুঝিয়ে রাখতে পারছি না।

মীর। আপাততঃ এক পয়সাও পারবো না। কোম্পানীর পাওনা যতক্ষণ না চুকিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ আর কাউকেও এক পয়সা দিতে পারবো না।

তকী। তা'হলে জাঁহাপনা গোলামের ইস্তফা মঞ্জুর করুন।

মীর। কি মুখের সামনে! জান আমি তোমাকে শূলে দিতে পারি!

তকী। তাই দিতে হুকুম দিন। আমি সিপাই, মরণের ভয় করি না—সিপাইদের কষ্ট দেখা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা। জাঁহাপনা এখনি আমার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হোক্।

মীর। তকীখাঁ! তোমাকে আমি সাঁচ্চা লোক বলেই জানি। কিন্তু তুমি আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়। আমার অবস্থার দিকে তোমার দৃষ্টি নেই।

তকী। কি করব হুজুরালি! জেনেও যে আমাকে হতভম্ব হতে হচ্ছে। ফৌজ সন্তুষ্ট না থাকলে শৃঙ্খলা থাকবে কি করে!

মীর। তাতো বুঝি। কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়েও যে আজও

পর্য্যন্ত বজ্জাত্‌দের দেনা শুধতে পারলুম না। তারা আমায় বলে চোর। আমি সমস্ত টাকা অন্দরে পুরে রেখে তাদের ফাঁকি দিচ্ছি। বুঝতে পারছ আমার অবস্থা? তোমার সামনে সমসের কি বললে শুনলে না! আমি ক্লাইবের গাধা। ও যদি সত্যি না বলতো, তখনি আমি ওর শির নিতুম।

তকী। আজ্ঞে তা'লে তাদের কি বলব?

মীর। রাজবল্লভকে বলেছি, তাদের অন্ততঃ একমাসের তঙ্কা চুকিয়ে দেবে। বাদবাকী যা থাকবে, এই পুণ্যে'র সময় চুকিয়ে দেবো।

তকী। দেখুন, ও কলকেতার সওদাগরদের বিশ্বাস করবেন না।

মীর। বিশ্বাস করবো! এখনি তারা আমার জামাইয়ের সঙ্গে কথা চালাচালি করছে।

তকী। তাহ'লে আগে ফৌজ সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য।

মীর। তাই রাখবো। এই রামনারাণের কাছে হিসেবের তলব করেছি—তার কাছে আমার যথেষ্ট পাওনা। সেইটে পেলেই আমি আগে দিয়ে দেবো। যাও, দু'চোদিন তাদের বুঝিয়ে রাখগে। পুণ্যে'র সময় কারো কিছু রাখবো না।

[তকীর প্রস্থান।

(সমসেরের পুনঃ প্রবেশ)

সম। আলিজাঁহা দেওয়ান সেলাম জানিয়ে বললেন, তাঁর আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে।

মীর। কেন?

সম। তিনি বাড়ী থেকে বেরুবার উদ্যোগ করছেন, এমন

সময় রাজা রামনারাণ এসে তাঁর ঘরে অতিথি হয়েছেন। তিনি তাঁর পরিচর্য্যার ব্যবস্থা ক'রে আসছেন।

মীর। রামনারাণ এসে রাজবল্লভের ঘরে উঠলো! আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

[সমসেরের প্রস্থান।

এরা চারদিক থেকে পাকাপাকি ক'রে তুলছে দেখতে পাচ্ছি।

(মীরণের প্রবেশ)

মীরণ। তুলবে না কেন! অত নরম হয়ে থাকলে গোলামেরা আস্কারা পাবে না। যে কাজ করবেন মনে করবেন, তার জন্য আর ইতস্ততঃ করবেন না। যাকে শত্রু মনে করবেন, তখনি তার শেষ করুন। তা না করলে মুরশিদাবাদ সহরে আপনি একদিনের জন্যও টেঁকতে পারবেন না। এসব কাজে একটু তাড়াতাড়ি চাই। আগু পাছু ভেবে কাজ করতে গেলে, আপনি কি এতদূর এগুতে পারতেন বিশ্বাস করেন? যার ওপর সোবে করবেন, তাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন। ও আর দেখা শোনা নেই।

মীর। তাতো জানিরে বাবা! কিন্তু এদিকে যে বোঝা চেপে যাচ্ছে। খুন খারাপীত তুমি বড় কম করলে না। রক্তে যে ভাগীরথী লাল হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদ সহরের মাটী বর্দ্ধমান সহরের মাটীর সঙ্গে সমান হ'ল।

মীরণ। কিছু ভয় নেই বাবা!

মীর। দেখো যেন মাথা ভারি ক'রে গোড়া আলগা ক'র না। কাজটা করবার সময় কলকেতার দিকে নজর রেখো।

মীরণ। সে দিকে নজর না রেখে কি আমি কাজ করছি! তাদের মন জুগিয়ে যদি আপনি চলতে পারেন, তাহ'লে মুর্শিদাবাদ সহরে আপনি যা খুসী তাই করে যেতে পারবেন—কেউ আপনার দিকে চোক তুলে চাইতে পর্য্যন্ত সাহস করবে না।

মীর। সেইটে বুঝে কাজ করতে পারলেই হল। নইলে কে রইল কে গেল, ও আর আমার জানবার বড় দরকার নেই। যদি আমার মসনদ বজায় থাকে, তাহ'লে দুপাঁচজন গেলেও আমার দুঃখ নেই - দুপাঁচজন থাকলেও আমার আপত্তি নেই।

মীরণ। আমি যতদিন বেঁচে আছি বাবা! ততদিন আপনাকে মসনদ হারাবার ভয় করতে হবে না, এটা আপনি স্থির জেনে রাখবেন। আপনি সেপাইয়ের কথা ভাববেন না। ক্লাইব সাহেব আপনার সহায়। ঘরের সৈন্য বিদ্রোহী হ'লে, কোম্পানীর তেলিঙ্গা সেপাই দিয়ে আপনার সহর রক্ষা করবো। আমি এই ক্লাইবের সঙ্গে কথা কয়ে আসছি। তিনি বললেন, আর কাউকেও কিছু না দিয়ে আপনি কোম্পানীর দেনাটা শোধ করে ফেলুন।

মীর। বেশ, তাহ'লে আমাকে এখন কি করতে হবে।

মীরণ। আপনি কেবল এই ক'টা হুকুমনামাতে সই করুন।

মীর। কোনটা কি বল?

মীরণ। ঘাসিটীবেগম আর আমিনা বেগমকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া।

মীর। বেশ।

মীরণ। লুৎফউন্নিসা কে—

মীর। ওর নাম আর তুলনা।

মীরণ। সে কি!

মীর। সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রীর ওপর আর অত্যাচার ক'রনা।

মীরণ। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

মীর। সে স্ত্রীলোক—

মীরণ। হলেই বা স্ত্রীলোক। ঘাসিটী বেগমও ত স্ত্রীলোক। তবে তার ভয়ে আপনাকে অস্থির হ'তে হয়েছিল কেন? সে যে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল, তাতে ত আমরা যেতে যেতে রক্ষা পেয়ে গেছি।

মীর। ঘাসিটীবেগম আর লুৎফউন্নিসা কি এক? ঘাসিটী বেগম নবাব আলিবর্দ্দীর মেয়ে। তোমার বাপকে কতদিন তার সম্মুখে হাঁটুগেড়ে বসে কুর্ণিস করতে হয়েছে। আর লুৎফউন্নিসা বাঁদী বেগম—তার ক্ষমতা কি—আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তার সাহস হবে কেন? তার সহায় কোথায়?

মীরণ। শত্রুর শেষ রাখতে চাচ্ছেন কেন?

মীর। লুৎফউন্নিসা থাক্।

মীরণ। আপনি আর আপনার ওমরাওয়ের দল সবাই সিরাজকে মারতে সাহস করেন নি। কিন্তু আমিত আপনাদের কারো কথা না শুনে সে কাজ নিষ্পন্ন করলুম। তাতে আপনার কি ক্ষতি হ'ল! থাকলে ভয়ে ভয়ে আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ শুকিয়ে যেতো।

মীর। তার সঙ্গে একথার তুলনা হয় না।

মীরণ। মেয়ে থাকলে কালে জামাইও ত হ'তে পারে।

মীর। সবে পাঁচ বছরের মেয়ে—বাঁচে কি মরে তার

ঠিক্ সেই—আর যদি বাঁচে, সে সাদী দেওয়াতো আমারই হাত।

মীরণ। আমি রাখবো না।

মীর। কেন একশোবার কথা কাটাকাটি করছ মীরণ! ক্লাইব সাহেব আমাকে বারম্বার নিষেধ ক'রে গেছেন।

মীরণ। বেশ ছিঁড়ে ফেললুম। নিন্ এইটেতে সই করুন।

মীর। কি ওতে বল।

মীরণ। রামনারাণ!

মীর। কি করবে!

মীরণ। ওকে আর দরবার করতে এতদূর আসতে দেওয়া কেন? আসবার পথেই শেষ ক'রে দেওয়া যাক্।

মীর। ও হবে না।

মীরণ। কেন?

মীর। সে ব্যক্তি রাজা রাজবল্লভের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তার বাড়ীর ভেতরে অস্ত্র নিয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেবনা।

মীরণ। সেত নকর—তাকেও ভয়!

মীর। তুমি আমাকে একেবারে নির্ব্বোধ মনে করনা মীরণ! কি বুদ্ধি করে, আর কাদের বুদ্ধি নিয়ে আমি এ মুলুক হস্তগত করেছি, তা তুমি জাননা। আজ তুমি নবাবজাদা হয়ে তাদের ওপর চোক রাঙ্গাতে চলেছো, কিন্তু কিছুদিন আগে ঐ বাঙ্গালি হিন্দুদের মোসাহেবী করতে পারলে, আপনার জন্ম সফল মনে করতে। তাদের কি শক্তি তুমি কিছুই জান না। এদিকে তুমি যা খুসী করতে চাও, করতে পার, কিন্তু ওদিকে

হাত বাড়ালে তুমি দুদিনের জন্যও মুরশিদাবাদে টেকতে পারবে না।

মীরণ। আমি যদি তার মত করতে পারি?

মীর। পারবে না। রামনারাণ তার বাড়া এসে আশ্রয় নিয়েছে।

মীরণ। বেশত পথে?

মীর। যতদিন সে দেওয়ানের ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাকবে, ততদিন কোথাও নয়। স্বেচ্ছায় অন্যস্থানে বাসা করে তবে স্বতন্ত্র কথা।

মীরণ। তবেত আপনি তাকে বরখাস্ত করতেই সাহস করবেন না দেখ্‌ছি।

মীর। সে আলাদা কথা।—নাও, আর তোমার সই করবার কি আছে বল।

মীরণ। কাসিমআলিকে আর রংপুরে রাখবার দরকার কি? তাকে কাছে এনে রাখুন না।

মীর। দূরে আছে ক্ষতি কি?

মীরণ। আত্মীয়, তাকে অতদূরে রাখা ভাল দেখায় না।

মীর। দেখ, সেব্যক্তি বুদ্ধিমান—এখানে কিছুদিন বাস করলে, নানা কুচক্রীর সঙ্গে মিসে, সে তোমার আমার অনিষ্ট করতে পারে।

মীরণ। ভগিনী যে কেঁদে সারা হচ্ছে। সে বলে বাবা আমার নবাবনাজিম হলেন, আমি দেখ্‌তে পেলুম না!

মীর। বেশত, মীরকাশিমের মত ক'রে, তাকে আনতে পার আনাও না।

মীরণ। তাকে পাঠাবে কিনা বলতে পারি না।

মীর। তাহলে কাশেমকে পুর্ণিয়ার ফৌজদারীটে দিয়ে দাও। আমার জামাই, রংপুরও তার থাক, পুর্ণিয়াও থাক্।

মীরণ। বেশ, তাই ভাল—পুর্ণিয়াতেই আসতে তাকে লিখে দি।

মীর। দাও।

মীরণ। আসবার সময় সে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না ?

মীর। তা আসতে লিখতে পার। – তার পর কি ?

মীরণ। (স্বগতঃ) তাহলেই পথে তাকে শেষ কচ্ছি। (প্রকাশ্যে) তার পর মোহনলাল।

মীর। সে তুমি যা খুসী তাই করতে পার।

মীরণ। তা হ'লে দি'ন কাগজ খানায় সই ক'রে।

মীর। কি করবে ?

মীরণ। যা করব, সে কথা শোনবার আপনার দরকার কি ?

মীর। তবু শুনি না !

মীরণ। একেবারে উচ্ছেদ।

মীর। না মীরণ, একেবারে উচ্ছেদ ক'রনা। মোহনলাল বীর।

মীরণ। তাই জন্যেইত এত উদ্বেগ।

মীর। এ তুমি করছ কি মীরণ ?

মীরণ। আপনি কি ঠাওরালেন এ আমি করছি !

মীর। তবে –তবে –

মীরণ। দি'ন সই করে !

মীর। তার একটা কন্যা আছে!—শুনেছি মোহনলালের ভগিনী ফৈজীর মতনই তার রূপ।

মীরণ। তাকে এনে দেব।

মীর। একান্তই যদি উচ্ছেদ করতে হয়ত সেটীকে বজায় রেখো—আর লুকিয়ে ন্যাকাব ঢাকা দিয়ে এইখানেই পাঠিয়ে দিয়ো।

মীরণ। যো হুকুম।

মীর। তাহ'লে আমি এখন আসি?

মীরণ। আজ্ঞে আর আমার কোন কাজ নেই।

মীর। রাজবল্লভ এলে আমাকে খবর দিয়ো।

[মীরজাফরের প্রস্থান।

মীরণ। আমি এত কাণ্ড করতে চলেছি, ওঁকে মতিবিবি দেবার জন্যে! মরতে যান, তবু রস মরেনা। (রাজবল্লভের প্রবেশ) কি খবর—দেওয়ান?

রাজ। হুজুর নফরকে তলব করেছেন কেন?

মীরণ। রামনারাণ কি করতে এসেছে জান?

রাজ। সরকার থেকে তার কাগজ পত্র তলব হয়েছে।

মীরণ। তা যদি জান, তবে তাকে ঘরে জায়গা দিলে কেন?

রাজ। তিনি স্বেচ্ছায় আমার গৃহে অতিথি হয়েছেন।

মীরণ। অন্যত্র স্থান গ্রহণ করতে তোমার বলা উচিত ছিল।

রাজ। সেটা পারিনি খোদাবন্দ, আর পারবার কোনও প্রয়োজন দেখিনি।

মীরণ। প্রয়োজন দেখনি। জান তাকে বরখাস্ত করা

হবে, আর তার জায়গায় চাচা সাহেবকে বাহাল করা হবে। এসময় তুমি যদি তাকে ঘরে জায়গা দিয়ে রাখ, তা'হলে সেটা তোমার বিদ্রোহিতা হবে তা জান?

রাজ। আলির্জাহা! আমি আপনাদের এখানে নকরি করি বটে, কিন্তু আমি নবাবের নকর। নবাবজাদার কাছে যদি আমার মর্য্যাদা না থাকে, ত অন্যে রাখবে কেন?

মীরণ। তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছিনা।

রাজ। আপনার পিতা ও আমি উভয়ে নবাব নাজিম সিরাজউদ্দৌলার অধীনে চাকরা করেছি—আমরা উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলুম। তার পর এখন তিনি আমার মনিব। তিনিও আমার মর্য্যাদা রেখে কথা কন। আপনি এরূপ উদ্ধত ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলে আমি জবাব দিতে পারবো না।

মীরণ। বেশ, তুমি রামনারায়ণকে অন্যত্র থাকতে বলে দাও। নইলে নবাব নাজিমের অপমান হয়।

রাজ। যদিও আমি বিশেষ জানি, আপনার পিতা আমাকে কখন এরূপ আদেশ করবেন না, অথবা আমার এই আচরণে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করবেন না, তথাপি যদি আমার দুর্ভাগ্য-বশে তিনি নিজেকে অপমানিতই বোধ করেন, এবং সেইজন্য আমাকে এই অন্যায় অনুরোধ করে বসেন, আমি তাঁর অনুরোধও রক্ষা করতে পারবো না। নকরী এক, ধর্ম্ম আর।

মীরণ। বৃদ্ধ তুমি একথা বলতে সাহস কর! প্রাণের মমতা রাখ না।

রাজ। মমতা রাখি না একথা কেমন ক'রে বলব। তবে

আপনারা রাজা, আমি কর্ম্মচারী, দিবারাত্রি আপনার আয়ত্তেই বাস করছি। শুধু কলম আর কাগজ নাড়া চাড়া করা আমার কাজ। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষা করা আমার সাধ্যও নেই —প্রবৃত্তিও নেই। সুতরাং আপনি যদি এখনি আমার প্রাণ নিতে চান, নিন্—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মীরণ। এখন বুঝছি, সিরাজউদ্দৌলা কেন তোমার ওপর এত চটা ছিল।

রাজ। সিরাজউদ্দৌলা আমার ওপর চটা ছেলেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি কখন আমাকে আপনি ভিন্ন তুমি বলে সম্বোধন করেন নি।

মীরণ। আচ্ছা আমিও তোমাকে আপনি বলতে পারি, যদি রামনারায়ণকে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দাও।

রাজ। ও! আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝেছি! এখন তিনি যদি নিজেও ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার বাড়ীছেড়ে অন্যত্র থাকতে চান, আমি তাও যেতে দেবে না।

মীরণ। আচ্ছা দেখি, কতদিন তুমি তাকে বাড়ীতে রাখ।

রাজ। আর কিছু বলবার আপনার প্রয়োজন আছে?

মীরণ। না!

[প্রস্থান।

(মীরজাফরের প্রবেশ)

মীর। ও নিরেট মূর্খ; ওর সঙ্গে কেন কথা কচ্ছিলে রাজা! আমি আপনাকে আসতে বলেছি। আমার হয়ে ওকে ক্ষমা করুন। আসুন আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেপাইদের গোলমাল কতক মেটাতে পারবেন?

রাজ। কতক পারবো।

মীর। সেইটে শিগ্‌গির মিটিয়ে ফেলুন। শিগ্‌গির আপনাকে রংপুর যেতে হবে।

রাজ। কেন?

মীর। খবর পেলুম, আমার জামাতা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সে রংপুরে নেই। এই সুযোগে আপনি সেখানে গিয়ে, তার স্ত্রী ও পুত্রকে এখানে উপস্থিত করুন। নইলে তাকে জব্দ করতে পারবো না।

রাজ। যথা আজ্ঞা।

মীর। রামনারায়ণকে ঘরে জায়গা দিয়েছেন কেন?

রাজ। সে আপনি এসেছে।

মীর। তার জন্য কোনও অনুরোধ করবেন না—থাকবে না।

রাজ। তার প্রাণ?

মীর। আপনার ঘরে যখনি সে আশ্রয় নিয়েছে, তখনই সে রক্ষা পেয়েছে। চলে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মোহনলালের উদ্যান।

মতি বিবি ও মোহনলাল।

মতি। হাঁ বাবা! যখনই তুমি একা হও, তখনি কি বসে বসে কাঁদ?

মোহন। আমি কাঁদি! তুমি কখন আমাকে কাঁদতে দেখলে মা!

মতি। যতক্ষণ তুমি বাড়ীতে থাক, ততক্ষণ তুমি একরকম। যখন বাগানে এস, তখন আর একরকম। আবার যখন তুমি একা—কেউ তোমার কাছে থাকে না, বাড়ীর গোলমাল তোমার কানে ঠেকেনা, তখন তুমি আর একরকম। তোমায় দেখলে মনে হয়, যেন গভীর দুঃখে তোমার মনটা ভরে আছে।

মোহন। দুঃখ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছেত মা! দুঃখে যে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি এই আশ্চর্য্য! তবে যখন বললি মতি, তখন বলি, চোখের জল ফেলিনা বটে, কিন্তু কাঁদবার জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। ভাবি ভিতরে যখন পদ্মার তরঙ্গ, তখন কেন মুখে আবরণ দিয়ে আত্ম-প্রতারণা করি।

মতি। তা আমি বুঝতে পারি। অনেক দিন জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম, কিন্তু বলতে পারিনি। দুঃখ করবে কেন? তুমিত আর বেইমানি করনি। প্রাণপণে মানবের জন্য লড়েছ। নবাবের বরাত মন্দ, তাই তাকে রাখতে পারলে না।

মোহন। এক একবার মনে হয়, বুঝি রাখতে পারতুম।

মতি। কিক'রে রাখতে?

মোহন। যেভাবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, আর আধঘণ্টা যদি সেই ভাবে এগিয়ে যেতে পারতুম, তাহ'লে বুঝি পলাশীর যুদ্ধ আর একরকম ইতিহাসে চিত্রিত হ'ত! মীরজাফরের আদেশ আর কিছুক্ষণ কানে না তুললে, ইংরেজকে জাহাজে করে দেশে ফিরে যেতে হ'ত। মুর্শিদাবাদের মসনদে ক্লাইবের গাধাকে আর বসতে হ'ত না। বড়ই ভুল করে ফেললুম মা,

বড়ই ভুল করে ফেললুম। লড়াই জিতে হেরে এলুম। তখন কি বুঝেছিলুম, পাপিষ্ঠেরা মিশে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ভাবলুম, ক্লাইব বুঝি প্রাণ বাঁচাবার জন্ম নবাবের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছে, তাই মীরজাফর আমাকে লড়াই বন্ধ করতে হুকুম দিলে। উঃ! কি দুঃখ মতি, কি দুঃখ! প্রাণের বন্ধু মীরমদন যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তার সুমুখের শত্রু পলটন ছারখার করে প্রাণ দিলে, আমি তার মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিলুম না!

মতি। প্রতিশোধ নিতে গেলে তোমাকেও হয়ত প্রাণ দিতে হত। কেননা আমি বাঙ্গলার অদৃষ্টের মজা দেখছি, যে ভাল সেই মরেছে, আর যে বেইমানি করেছে সেই বেঁচেছে, শুধু বেঁচে নয়, সুখে আছে।

মোহন। ম'লেও যে বাঁচতুম! তাহ'লে সব রকমেই মর্য্যাদা থাকতো। এখন প্রাণ কখন যায় কখন যায়—অথচ মর্য্যাদাও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়।

মতি। প্রাণ যায় যাবে, মর্য্যাদা যাবে কেন? আমার জন্যে? সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মনের কোণেও ওকথার ঠাঁই দিও না। আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো, তবু গোলাম মীরজাফরের ঘরে কখন যাবো না।

মোহন। তোমার বিবাহটা দিতে পারতুম!

মতি। না পারলে তাতে কি! আমরা নাচওয়ালীর জাত, আমাদেরত অনেকেরই বিবাহ হয় না। তবে ধর্ম্ম? তা আমি রাখবো।

মোহন। বংশ মর্য্যাদা নাই—ভগিনী ফৈজী, এই সহরেই

বাইয়ের পেশা করে গেছে। উচ্চবংশীয় কেউত তোমায় নেবে না! অথচ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনুগ্রহে আমি এখানকার একজন প্রধান ওমরাও। তোমাকে সামান্য ঘরে দিয়েওত মাথা হেঁট করতে পারবো না।

মতি। কে করতে বলছে? তুমি তার জন্য ভাবছ কেন?

মোহন। তাহ'লে নিশ্চিন্ত থাকি?

মতি। থাক। তোমাকে আজ বেশী রকমের ভাবিত দেখছি। তুমি কি জীবন সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করছ?

মোহন। আশঙ্কা বহুদিন থেকে করে আসছি! সিরাজ-উদ্দৌলার আত্মীয়ের মধ্যে যখন কেউ রইল না, তখন আমি কি থাকবো?

মতি। তাই কি আজ তোমাকে বেশী রকমের ভাবিত দেখছি?

মোহন। আজকের প্রাতঃকালটা দেখেছ?

মতি। বাপ্! কি ভয়ানক কোয়াসা। সমস্ত বাগানটা যেন একটা ঘন ধূসরবর্ণ মশারীর ভেতর প্রবেশ করেছিল।

মোহন। পলাশীর সেই শোচনীয় প্রভাত এই রকম মূর্ত্তিই ধারণ করেছিল। আজ আবার সেই প্রাতঃকালের নব মূর্ত্তি দেখে, পলাশী-প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার মৃত্যু-দৃশ্য নূতন যাতনার রাশি নিয়ে আমার দুর্ব্বল প্রাণকে ঘেরে ধরেছে। মা! একদিন বঙ্গলক্ষ্মীকে সাগরে ভাসিয়ে দিতে, দেবতা মানুষে একত্র হয়ে, পলাশীর মাঠে একত্র হয়েছিল। কিন্তু পাছে কেউ দেখে, তাই প্রকৃতি লজ্জায় একটা পাঁশুটে ওড়নার আবরণে দেবতাদের দীপ্তিময় মুখ ঢেকে ফেলেছিল। আজ দেখি আবার তাই।

সন্ধ্যাকালের সূর্য্য ওই দেখ চোরের মতন একটা জলদকুঞ্জের অন্তরাল থেকে, আর একটা কুঞ্জের অন্তরালে চুপি চুপি লুকুতে চলেছে। মতি! সে দিনও ঠিক্ এই রকম সূর্য্যদেব মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সরে গিয়েছিল।

মতি। আবার যখন নির্লজ্জ প্রকৃতি পলাশীর মাঠে তার খেলাঘর সাজিয়ে বসেছে, চাঁদনীর রাত যখন তার কোমল হাসি দিয়ে পলাশীর আম্রকাননকে স্নিগ্ধ করেছে, তখন দেবতাদের আবার লজ্জা কেন? কারে দেখে লজ্জা? যাদের দেখে লজ্জা হবে, তারা সবাই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। এক আছ তুমি। আর যারা আছে, তারা বিশ্বাসঘাতিনী প্রকৃতির আপনার জন। যারা সাধু তারা মরে গেল কেবল বেইমানে বাঙ্গলা ভরা। তবে আজ এখনি সূর্য্যদেবের লজ্জা কেন?

মোহন। লজ্জা নয়—আজ আমি নিজের সংসারের জন্য কিছু চিন্তিত হচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন একটা বিষম বিপদ রক্তমুখী হয়ে আমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। আমার এক আত্মীয় আমাকে আজ সাবধানে থাকতে বলে গেছে। তাইতেই বুঝেছি, এইবারে আমার প্রাণই পাপিষ্ঠ মীরণের লক্ষ্যস্থল হয়েছে।

মতি। তা যদি বুঝতে পারছ, তাহলে শুধু হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছ কেন?

মোহন। অস্ত্র নিয়ে কি করব? তাতে কিছুক্ষণের জন্য আত্মরক্ষা হতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত মুর্শিদাবাদ যদি আমার ঘাড়ে চেপে পড়ে, তাহ'লে কতক্ষণ আমি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবো। না মতি! পলাশীর রণপ্রাঙ্গণে বাঙ্গালী

জাতিকে রক্ষা করতে অপারগ হয়েছি, নিজের ক্ষণভঙ্গুর দেহ রক্ষা করতে সেই পবিত্র সামগ্রী আবার হাতে করবো। আর কার ওপরেই বা অস্ত্র ধরবো? যারা আমাকে মারতে আসবে, তারা পশু হ'তেও হতভাগ্য—প্রাণহীন। তারা কি করে নিজেই জানে না। যন্ত্রের মতন চালকের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তারা চালিত হয়। সামান্য দুটী উদরান্নের জন্য ভগবান তাদের এমন দুর্দ্দশায় ফেলেছেন যে, মনিব যদি হুকুম করে, তা'হলে তারা নিজের রক্তপান করতেও পেছপাও নয়। তারা যখন আমাকে মারতে আসবে, তখন তাদের দেখে আমি কাঁদবো, না তাদের মারতে অস্ত্র ধরবো। তারা সব দেবতার মন্দির গড়বার এক একখানি ইট। শুধু চুণ শুরকী মসলার অভাবে হতভাগ্যেরা রাজপথে, গভীর খাদে, এমন কি নরককুণ্ডে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। না মতি! তাদের মারতে আমি অস্ত্র ধরতে পারবো না। তবে তুমি যদি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র চাও, তাহ'লে গ্রহণ করতে পার।

মতি। তাই দাও।

মোহন। আমাকে রক্ষার চেষ্টা করবে?

মতি। যদি পারিত তোমায় রক্ষা করবো না?

মোহন। কতক্ষণ রক্ষা করবে।

মতি। আধ ঘণ্টার ভুলে বাঙ্গলা মুলুকটো সমুদ্রে ডুবে গেল। আধঘণ্টা সময় কি কম! আধ ঘণ্টাও যদি তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহ'লে যে অদৃষ্ট ফেরাতে না পারি, এ কথা কে বলতে পারে?

মোহন। একটা খটকা যখন মনে উঠলো, তখন যাবার

সময় একটা কথা বলে যাই। যদি আপনাকে আত্মরক্ষার অনুপযোগী মনে কর, তাহ'লে দেখো যেন কোন গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় নিয়ে, তাকে শুদ্ধ বিপদগ্রস্থ ক'র না।

মতি। করবো না।

[মোহনলালের প্রস্থান।

তুমি সেজন্য ভেবো না, এত প্রাণের মায়া আমার নেই। যাতে আমার জন্য পরের সর্ব্বনাশ করবো। বেঁচে থাকতে আমার এত সাধ কেন, যখন বুঝেছি মাথার ওপর রক্ষক তুমি থাকবে না, কোন উচ্চবংশে আমার বিবাহ হবে না, আমিও প্রাণ থাকতে নবাবের বাঁদী হব না -তখন আবার আমার বাঁচতে সাধ কেন! তাতে বাবা তোমাকে এইমাত্র বলতে পারি যে আমার কেবল সাধ। সাধটা না মিটলে আর মরছিনি, তুমি আমায় অস্ত্র এনে দাও। আমরা নটীর জাত, পিসি আমায় কথায় কথায় বলত, মানুষকে ভোলাবে, ভুলবে না। প্রাণ ঢেলে দেবে, কিন্তু ছেড়ে দেবে না। কাশ্মীরে থাকলে পিসির মতন বাইজী হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হ'ত -মুর্শিদাবাদে বাবার সঙ্গে এসে পিসির কল্যাণেই ওমরাও পুত্রী হয়েছি। ওমরাও পুত্রীর ধর্ম রাখবো বলেছি রাখবো। তাহ'লে, বংশানুগত সম্পদ্, বাইজীর প্রাণ- কঠোরতা ছেড়ে দেবো কেন?

কই, বাবা অস্ত্র আনতে কি বুড়ো হয়ে গেল! আচ্ছা আমিই বা কি পাগল—নিজেই গিয়ে নিয়ে আসিনা কেন! কখন বিপদ আসবে, আসবে কি না আসবে তার ঠিক নেই—আগে থাকতে বিপদ ভেবে, বাপে ঝীয়ে মনে ছবি গড়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি—

বাবা অস্ত্র আনতে গেল, আর আমি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। (নেপথ্যে কোলাহল) তাইত বাড়ীর ভেতরে গোলমাল উঠলইত বটে।

মোহন। (নেপথ্যে) মতি পালা—পালা।

মতি। তাইত! বাবা যা বললে তাইত!

মোহন। আর দেরি করিসনি মতি—পালা—পালা।

মতি। তাইত বাবাকেত মেরে ফেললে! বাবাকে ফেলে কেমন ক'রে পালাব—পালিয়ে কি করবো!

মোহন। আমি আর অস্ত্র সাহায্য করতে পারলুম না। বহুলোক মোহাড়া আগলেছে—

মতি। আমি বাবা তোমার কাছে যাই, তোমার সঙ্গে মরি।

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

সিপাহী। ভয় নেই—ভয় নেই—মোড় আগলেছি।

মতি। তুই বেটা তালপাতার সেপাই, তুই আমাকে আগলাবি কি।

[ভূমিতে ফেলিয়া প্রস্থান।

(মহম্মদীর প্রবেশ)

মহ। হারামজাদ! আওরাৎটাকে ধরতে পারলি না।

সিপাহী। হুজুর! কথা কইবেন না—দেরি করলে ধরতে পারবেন না।

সকলে। ধর—ধর—(সকলের প্রস্থান)

(মীরকাসীম ও ফকীর সা আদেমের প্রবেশ)

ফকীর। করকি উদ্ধত যুবক! কোথা যাও?

কাসিম। একটা স্ত্রীলোককে বিপন্ন দেখছি। যদি উদ্ধার করতে পারি, একবার চেষ্টা দেখবো না!

ফকীর। তুমি একটাকে বিপন্ন দেখছ, আর আমি ন'শো নিরেনব্বুইটেকে বিপন্ন দেখছি। একটাকে রাখতে চাও, না সব ক'টাকে রাখতে চাও?

কাসিম। তাহ'লে যাব না?

ফকীর। না। চলে এস। তার চেয়ে রাজা রামনারায়ণকে রক্ষা কর। তাকে রক্ষা করবার যে সকল উপায় অবলম্বন করতে পার, শীঘ্র কর। আমিয়ট ও ক্লাইব দু'জনেই কাসিম বাজারে আছে, শীঘ্র তাদের কাছে যাও। সমসের রাজধানীতে আছে, তার সাহায্য গ্রহণ কর। তারপর কার্য্যসিদ্ধ হ'লে রংপুরে ফিরে যাও।

কাসিম। মনটা যে বুঝছেনা গুরু।

ফকীর। তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

কাসিম। ক্রোধ করিবেন না।

ফকীর। দেখ কাসিম আলী, দেশের মুখ চাও ত মোহ পরিত্যাগ কর। তুমি ভাবছ, এ তোমার দয়া, কিন্তু আমি দেখছি মোহ। একটা কোথাকার কে তুচ্ছ স্ত্রীলোকের মোহে আকৃষ্ট হবার এ সময় নয়।

কাসিম। মোহ বুঝলেন কি ক'রে?

ফকীর। আমি বুঝছি দুর্ব্বল! আমি তোকে কৈফিয়ত দিতে আসিনি।

কাসিম। ক্ষমা করুন হজরৎ, এই আমি ফিরলুম।

ফকীর। এই নাও—যতক্ষণ মুর্শিদাবাদে থাকবে, ততক্ষণ

এই ফকীরের বেশ পরিধান কর। কার্য্যসিদ্ধ হ'লে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রনা—রংপুরে ফিরে যেয়ো। [প্রস্থান।

কাসিম। একি আমার মোহ! কেন মোহ? যাক্, গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলুম না।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবল্লভের গৃহ।

রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ।

রাজ। রাজা আপনার উপকার করা দূরে থাকুক, বোধ হয় আমি আপনার আরও অপকার ক'রে এসেছি।

রাম। আপনা হ'তে আমার অপকার হবে, আমি ধারণাতেও আনতে পারি না রাজা।

রাজ। সময় গুণে আনতে হয় বই কি! আমি আপনার জন্য বড়ই চিন্তিত।

রাম। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি জেনে শুনে সর্প বিবরে প্রবেশ করেছি। সুতরাং বুঝতে পারছেন, সকল বিপদের জন্যই আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

রাজ। কিন্তু আপনি আমার ঘরে অতিথি। আমার ঘরে এসে যদি আপনার বিপদ হয়, তাহ'লে আমার কলঙ্ক রাখবার স্থান থাকবে না।

রাম। আপনি কি আমার জীবনের আশঙ্কা করেছেন?

রাজ। নরপিশাচ মীরণ যেখানে শাসনকর্ত্তা, সেখানে পদে পদেই জীবনের আশঙ্কা করতে হয়।

রাম। আপনি কিছু ভাববেন না রাজা—আমি নিজে ওর জন্য ভাবি না।

রাজ। নিজের জন্য হলে আমিও ভাবতুম না। আমি যদি আপনার আশ্রয় নিতুম, তাহ'লে কি আপনাকে আমার জন্য ভাবতে হ'ত না।

রাম। তা হ'ত।

রাজ। তা হ'লে বুঝুন দেখি রাজা, আমার মনের অবস্থা কি! পাষণ্ড আমার কাছে তার মনোভাব গোপন করতে পারে নি। আপনার প্রতি তার বিষম আক্রোশ। সে যদি আমার গৃহে প্রবেশ ক'রে আপনাকে হত্যা করতে পারতো, তাহ'লে এতক্ষণ আপনাকে মেরে ফেলতো। সুতরাং আপনি বাড়ী থেকে কোথাও যাবেন না। এইটী আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আমি এখনি একবার দরবারে যাব। আমি দুই এক দিনের জন্য অন্যস্থানে যেতে নবাব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। কিন্তু যতক্ষণ না আমি আপনাকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিতে পাচ্ছি ততক্ষণ এখান থেকে যেতে পাচ্ছিনা।

রাম। তাহ'লে রাজা অনুমতি করুন না, আমি অন্যত্র যাই।

রাজ। ও কথা মনেও আনবেন না।

রাম। শেষকালে কি আমার জন্য পাপিষ্ঠ নরঘাতকদের সংস্পর্শে আপনার পবিত্র গৃহ কলঙ্কিত হবে।

রাজ। সহজে হবে না। কাপুরুষ সহজে আমার ঘরে প্রবেশ করতে সাহস করবে না। তবে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য ব'লেই যা ভয়। তাহ'লে অনুমতি করুন, আমি একবার

আসি। ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না --বাগানেও বেড়াতে বেরুবেন না।

[প্রস্থান।

রাম। নিজের জন্ত আমার যত না মনোকষ্ট, রাজা রাজ-বল্লভের জন্ত তত কষ্ট হচ্ছে। কেন আমি না ভেবে চিন্তে রাজবল্লভের গৃহে অতিথি হলেম ! কে আপনি ?

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। আপনিই কি রাজা রামনারাণ ?

রাম। তাকে কি প্রয়োজন ?

সম। অবশ্য, প্রয়োজন না থাকলে আসবো কেন।

রাম। আমিই।

সম। আপনিই ! এই পত্র নিন্—কাছে রাখুন।

রাম। কিসের পত্র ?

সম। পড়লেই জানতে পারবেন। এ পত্র নয়, আপনার রক্ষা-কবচ।

রাম। একি আশ্চর্য্য ! এ যে দেখছি জেনারেল ক্লাইবের চিঠি।

সম। চিঠি কাছ ছাড়া করবেন না। জেনারেল সাহেব আমিয়ট সাহেবকে কাল পাঠিয়ে দেবেন। আপনি তার সঙ্গে দরবারে হাজির হবেন। প্রাণের ভয়ত করতেই হবে না— হিসেব নিকেশও আপনাকে দিতে হবে না—পাটনাও বোধ হয় আপনাকে ছাড়তে হবে না।

রাম। এ কি হেঁয়ালী না সত্যি ?

সম। এত কথা আপনার জানবার দরকার কি! আপনি ত অমনি অমনিই গিয়ে রয়েছেন।

রাম। আপনি কে মহাপুরুষ?

সম। আমি কেউ নই—মহাপুরুষের ভৃত্য।

রাম। দোহাই ভাই! হাতে ধরি কে আমাকে রক্ষা করলেন বলুন।

সম। এক ফকীর! আর কিছু বলতে পারবোনা—আর দাঁড়াতে পারবো না—চল্লুম—সেলাম।

[সমসেরের প্রস্থান।

রাম। হে অজ্ঞাত নামা মহাপুরুষ! তুমি কে? আমি কি এমন ভাগ্য করেছি যে, তোমার কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হলুম দেখা নেই, শোনা নেই কখন' যে দেখতে পাব তার আশা নেই—কোথা থেকে আমার দুঃসময়ে দেবতার ন্যায় আমার অলক্ষে থেকে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর হুজুর—

রাম। ব্যাপার কি!

ভৃত্য। আজ্ঞে কিসের শব্দ—

রাম। কিসের শব্দ! দেখ—দেখ—বারাণ্ডা থেকে দেখ।

ভৃত্য। আজ্ঞে দেখেছি—ধুপধাপ শব্দ—গোঁ গোঁ শব্দ—

রাম। তাইত! শব্দইত বটে! কারা যেন বাগানের ভেতর দিয়ে এই বাড়ীর দিকেই ছুটে আসছে।

ভৃত্য। তাইত কি হবে হুজুর! মনিব যে আমার চলে গেলেন!

রাম। নীচের তালায় শব্দ হচ্ছে—সিঁড়িতে লোক ছুটে ওপরে আসছে। যা শিগ্‌গির যা—আমার বরকন্দাজ লাহোরী বেগকে ডেকে দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

তাইত! পাপিষ্ঠেরা আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি! এ চিঠি জাল নাকি!

(মতিবিবির প্রবেশ)

মতি। রক্ষে করুন মহারাজ! রক্ষে করুন।

রাম। কে আপনি বিবিসাহেব?

মতি। আমি মোহনলালের কন্যা - পাষণ্ডেরা আমার বাড়ীর সমস্ত লোককে হত্যা করেছে, আমাকেও হত্যা করতে আসছে। আমায় আপনি বাঁচান।

রাম। তাইত বিবি! আমি নিজেই যে এখানে অসহায় - নবাবজাদার হাত থেকে কি ক'রে তোমাকে বাঁচাবো?

মতি। য়্যা—তা হ'লে কোথায় যাই!—কে আমাকে রক্ষা করে! হাঁগা! পথ বলে দাওনা কোন দিকে যাব।

রাম। যেয়োনা! দাঁড়াও। বাড়ীর বাইরে বেরুলেই ধরা পড়বে। রাজবল্লভের বাড়ী ব'লেই তারা এখানে প্রবেশ করতে সাহস করছে না। যেয়োনা—— লাহোরী!

(লাহোরীবেগের প্রবেশ)

লাহোরী। হুজুর!

রাম। তুমি এই বিবিকে আমার বজরায় তুলে দিয়ে এস। এই ঘরের পথ দিয়ে যাও—ঘরের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি আছে—

সিঁড়ি একে বারে গঙ্গাজলে নেমেছে। তার গায়েই বজরা বাঁধা। মাঝীদের বলে দাও—এই বিবিকে নিয়ে এখনি যেন রওনা হয়ে যায়। যেন পলমাত্র সময় না দেরী করে। অন্ধকারে অন্ধকারে—কোথায় গেলে তুমি নিরাপদ হতে পার বিবিসাহেব?

মতি। দুনিয়াতে আর ত জায়গা নেই।

রাম। আপাততঃ বড়নগরে আমার বাটীতে পৌছে রেখে এস।

লাহোরী। যো হুকুম। এস বিবি—সঙ্গে এসো।

[মতি ও লাহোরীবেগের প্রস্থান।

(মহম্মদীবেগের প্রবেশ)

মহ। কে তুই?

রাম! চোঁপরাও বেয়াদব, সেলাম কর্।

মহ। কে আপনি?

রাম। রাজা রামনারাণ।

মহ। (স্বগত) বটে! তুমি!—তুমি রাজা রামনারাণ—আচ্ছা তোমার জবাব কাল দেব কমবখ্‌ত। তুমিও ত আমার খাতায় আছ! (প্রকাশ্যে) সেলাম রাজা সাহেব।

রাম। অস্ত্র নিয়ে রাজা রাজবল্লভের ঘরে প্রবেশ করেছ কেন?

মহ। ভুলে ঢুকেছি।

রাম। রাজা না জানতে জানতে চলে যাও।

মহ। এখানে একটী স্ত্রীলোক প্রবেশ করেছে।

রাম। তাতে তোমার কি?

মহ। নবাবজাদার আদেশ তাকে গ্রেপ্তার করা।

রাম। তাহ'লে নবাবজাদাকে আসতে বল।

মীরণ। (নেপথ্যে) মহম্মদীবেগ!

মহ। এই হুজুর এইখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মীরণ। দেওয়ান দরবারে গেছে—এই সময়—খবরদার—দেরী করনা—দেরী করলে আর পারবে না।

মহ। পারছিনা আপনি ব্যবস্থা করুন।

মীরণ। কেন?

(মীরণের প্রবেশ)

মহ। এই লোকটা আটকে রেখেছে।

মীরণ। কে তুই! য়্যাঁ! কে'ও—রাজা রামনারাণ!

রাম। হাঁ নবাবজাদা—আমি! আপনি রাজবল্লভের ঘরে অস্ত্র হাতে প্রবেশ করেছেন কেন?

মীরণ। তুমি গোলাম, তোমায় সে কথা বলতে আমি বাধ্য নই।

রাম। কিন্তু মনিবেরত একটা ধর্ম্ম আছে।

মীরণ। তুমি কি আমাকে ধম্ম শিখাতে এসেছ?

রাম। মনিবের ভুল দেখলে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় বই কি।

মহ। গোলামের সঙ্গে তকরার্ ক'রে সময় নষ্ট করছেন কেন হুজুর। দেরি করলে মতি বিবিকে কি আর ধরতে পারবেন!

মীরণ। তাইত! যে বিবি এইখানে এসেছে, সে কোথায়?

রাম। একজন অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার—নবাব পুত্রের শোভা পায় না।

মীরণ। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দাও।

রাম। নবাবজাদা! আপনাকে অনুরোধ করি, এবার থেকে আপনি সংযত হ'ন। প্রজার প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষাই রাজার ধর্ম্ম।

(লাহোরীবেগ ও মতিবিবির পুনঃ প্রবেশ)

মহ। হুজুর! ওই ওই—ছাড়লে আর পাবেন না।

মীরণ। পাকাড়ো—পাকাড়ো।

মহ। (অগ্রগমন)।

রাম। এগিও না।

মহ। চোপরাও গোলাম।

রাম। লাহোরী! বিবিকে আমার ঘরের ভেতরে নিয়ে যাও: আমি দোর আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি।

লাহোরী। হুজুর আপনি চলে আসুন, আমি দোর আগ্‌লে দাঁড়াচ্ছি।

রাম। কথা কাটিও না!

লাহোরী। আপনার শুধু হাত।

রাম। তাহোক্।

লাহোরী। চলে আসুন বিবি সাহেব।

[মতিবিবি ও লাহোরীর প্রস্থান।

মহ। হুকুম করুন, কমবখ্‌তকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই।

মীরণ। তাইত কি করি! রাজবল্লভের বাড়ী—নবাবের হুকুম নেই।

রাম। কি ভাবছেন নবাবজাদা! আমাকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করছেন কেন?

মীরণ। দোর ছেড়েদে।

রাম। আমার এই অরক্ষিত বক্ষ আছে—তোমাদেরও অস্ত্র আছে ভেদ ক'রে প্রবেশ কর। বেঁচে থাকতে ঘরের ভেত্তর ঢুকতে দিচ্ছিনি।

মীরণ। দেখ্ রাজা তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। রাজবল্লভের বাড়ীতে রয়েছিস্ বলে তোর এত সাহস যে, তুই আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করিস্ বেয়াদব! মনে করেছিস্ কি, এখানেও আমি তোর মাথা নিতে পারি না।

রাম। রাজবল্লভের বাড়ী ব'লে আমিও তোকে কিছু বলতে পাচ্ছিনা। নইলে যে দণ্ডে তুই আমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করেছিলি, সেই দণ্ডেই মূর্খ পশু! লাথী মেরে তোর আমি দাঁত কঁটা ভেঙ্গে দিতুম।

মহ। হুজুর! আর আমি সহ্য করতে পারছি না। –হুকুম!

রাম! ঠরো সয়তান! একি নিরীহ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পেয়েছিস্ যে, আমাকে নিরস্ত্র একা দেখে হত্যা করতে আস-ছিস্। বেইমান তাঁর অন্ন খেয়ে হাতে বল করেছিলি, তাই সে দয়া ক'য়ে তোর অস্ত্র মুখে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তা ব'লে দিচ্ছি না। এই দেখ, আমি তোদের এত ঘৃণিত মনে করি, এত নীচ মনে করি, এত অপদার্থ কাপুরুষ মনে করি যে, তোদের কাছে আত্ম রক্ষার জন্ম আমি অস্ত্র পর্য্যন্ত হাতে করিনি।

মহ। (স্বগত) তাইত রে বাবা! এ শুধু হাতে বলে কি! এ কি মন্তর তন্তর জানে না কি!

রাম। তুমি ভাগ্য বশে নবাবজাদা হয়েছো, তুমি আমাকে অমর্য্যাদা করতে পার, কিন্তু তোমার খুড়ো মীর কাজেম এখনও

আমার তাঁবে চাকরী করে তোমার ভগিনীপতি মীর কাসিমকে এখনও আমার কাছে হিসেব নিকেশ দিতে হয়।

মীর। বেশ, সাহস থাকে বাইরে আয়।

রাম। এখনি যাচ্ছি—আমিও ত তাই যেতে চাচ্ছি। বাইরে গেলে অন্ততঃ তোমাকে ত আমি শেষ করবো। মুরশিদাবাদ-বাসী হিন্দু মুসলমান তোমার ভয়ে ভীত হয়ে দিবারাত্রি যে শান্তি-হীন হয়ে থাকবে, তা আর হতে দেবোনা। নাও, চল—তা হ'লে আর বিলম্ব কেন? (মহম্মদী বেগের প্রতি) নে চল, নেমক-হারাম, প্রভুঘাতী শয়তান—তোর খেঁকশিয়ালী মনিবকে কি ক'রে রক্ষে করবি চল।

মীরণ। আচ্ছা তুমি কি ক'রে মতি বিবিকে রক্ষা কর দেখে নেবো। চলে আয় মহম্মদী?

মহ। আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা!

(লাহোরীবেগের প্রবেশ)

লাহোরী। কি হ'ল হুজুর!

রাম। কিছু নয়! দু'টো কুকুর একটা ক্ষুদ্র শশকী দেখে তেড়ে এসেছিল, বাঘ দেখে পালিয়ে গেল। —বিবিকে রাখতে গিয়ে চলে এলে কেন?

লাহোরী। আজ্ঞে গিয়ে দেখলুম, নবাবজাদার লোক লৌকোয় চেপে ঘাটী আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

রাম। আজ রাত্রির মধ্যে তাকে যে কোন প্রকারে স্থানান্তরিত করতেই হবে!

লাহোরী। আজ্ঞে হুজুর হুকুম করলে আমি নিয়ে যেতে

পারি, তবে এত ঘাটী আগলানোর মধ্যে থেকে, তাকে নিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন।

রাম। তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আর বেশিক্ষণ রাখলে রাজা রাজবল্লভকে বিপদগ্রস্ত হ'তে হবে।

(মতি বিবির প্রবেশ)

মতি। আজ্ঞে! আর আমি এখানে থাকবোনা।

রাম। কোথায় যাবে?

মতি। কোথায় যাবো, তা জানিনা—তবে আপনাদের বিপদগ্রস্ত করতে আর আমি এখানে থাকবো না।

রাম। আমার বিপদ যা হবার তা হয়ে গেছে, আমার জন্য ভাবছি না। ভাবছি রাজা রাজবল্লভের জন্য। কেন না আমি তার ঘরে অতিথী। তার মঙ্গল দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মতি। আপনি অতি মহৎ।

রাম। সুন্দরী! আগে তোমায় রক্ষা করি, তার পর সুখ্যাতি ক'র।

মতি। রক্ষার জন্য যে কার্য্য করেছেন, এইতেই আমার আপনার কাছে বাঁদী হয়ে থাকা কর্ত্তব্য।

লাহোরী। হুজুর এমন বিপদ থেকে যখন বিবি সাহেব রক্ষা পেয়েছে, খোদা যখন আজকের মুস্কিলে আশান করেছেন। তখন বোধ হচ্ছে, আর তার মার নেই। তাহ'লে অনুমতি করুন। আমি বিবি সাহেবকে একেবারে পাটনায় নিয়ে যাই।

রাম। অতদূর লম্বা পাড়ি দেবে, আর মাঝে লোকে জানতে পারবে না, এওকি কখন হয়।

লাহোরী। আজ্ঞে বেয়ে চেয়ে দেখি না—বিবি সাহেব এমনিও গেছে, তেমনেও গেছে।

মতি। তা ঠিক বলেছ—আমার যখন সব গেছে, ওমরাও-য়ের কন্যা হয়ে যখন ভিখারিণী হয়েছি, তখন আর বাঁচবার প্রয়োজন কি!

রাম। বেশ, তা হলে বজরা প্রস্তুত কর।

লাহোরী। আজ্ঞে বজরায় উঠলুম ত বিবি সাহেবকে দুস-মনের হাতে তুলে দিলুম। বজরায় যাব কেন? জেলেডিঙ্গিতে বিবিসাহেবকে টোকা চাপা দিয়ে নিয়ে যাব। পথে দুটো একটা ইলিস মাছ যদি পাওয়া যায় ধরা যাবে। বিবি সাহেব ভাজবে আমি খাব। আর কোন বেটা টোকার গায়ে হাত দিলেই বোটে পেটা কত্তর দফা শেষ করে দেবো।

রাম। তাতে কি সুবিধা হবে।

লাহোরী। ওইত বললুম হুজুর। নইলে আর উপায় নেই।

রাম। বেশ, যাবার ব্যবস্থা কর।

লাহোরী। এস বিবি সাহেব!

[উভয়ের প্রস্থান।

রাম। মোহন লালের কন্যা! ফৈজির ভ্রাতুষ্পুত্রী! ভ্রাতু-ষ্পুত্রীকে দেখেই বুঝতে পারছি, সিরাজ একটা নাচওয়ালীর রূপে এত উন্মত্ত হয়েছিল কেন? ফৈজী নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, একটা কূপের অন্ধকারে আপনার অপ্সর বিনিন্দিত স্ব-রূপ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই কি দেখাদেখি তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ভাগী-রথীর উছলিত তরঙ্গে আপনার অতুল সৌন্দর্য্য মিশিয়ে দিতে চলেছে! নইলে রক্ষা পাবার তার ত কোন সুযোগ দেখতে পাই

না। যাক্--তার অদৃষ্ট। আমার যতটুকু করবার আমি করলুম। এর অধিক আর আমি ভাবতে পারি না। আমি আত্মরক্ষা করতে এসেছি—এ সময়ে ঐ চোখ ঝলসানো রূপের চিন্তায় আমার সমস্ত সদবুদ্ধি ডুবিয়ে দিতে পারি না।

চতুর্থ দৃশ্য।

নবাবের কক্ষ।

মীরণ ও মীরজাফর।

মীরণ। যদি একটা গোলামের ভয়েই আপনি অস্থির, তখন কেন আমাকে আপনার হুকুম তামিল করতে পাঠান?

মীর। কি, হয়েছে কি?

মীরণ। হয়েছে কি, এ জবাব একশোবার দেওয়া আমার ক্ষমতা নয়। কাল কি হুকুম দিয়েছিলেন, মনে আছে কি?

মীর। কি হুকুম দিয়েছিলুম?

মীরণ। মোহনলালকে শাস্তি দিতে।

মীর। তাতো দিয়িছি।

মীরণ। কিন্তু তার শতগুণ শাস্তি পেয়েছি।

মীর। কি রকম?

মীরণ। এক গোলামের লাথী খেয়ে এসেছি।

মীর। সে কি!

মীরণ। সে কি! এখন আমার মরতে ইচ্ছা হচ্ছে—এরূপ অপমান আমায় পেতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনি।

মীর। এ কি বলছ মীরণ!

মীরণ। মনে করেছিলুম আপনার কাছে আর আসবনা। আত্মহত্যা ভিন্ন আমার প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হবে না। আপনার কাছে এলেও তার প্রতিবিধান হবে না। মরণ! মরণই এখন আমার মঙ্গল।

মীর। কি, আমায় বুঝিয়ে বল। বুঝতে না পারলে কেমন করে প্রতিকার করবো। আমার মুল্লুকে বসে কেউ আমার ছেলের অপমান করতে পারে, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করবো!

মীরণ। তবে কি আপনি মনে করেছেন, আমি মিথ্যা বলছি?

মীর। কে অপমান করলে? জাহান্নমে যাবার জন্ম কে পা বাড়ালে?

মীরণ। রামনারাণ।

মীর। তুমি কি রাজবল্লভের বাড়ীতে ঢুকেছিলে?

মীরণ। ঢুকে ছিলুম।

মীর। মীরণ! আমার কথা পর্য্যন্ত তুমি রাখতে চাও না, এইটাই তোমার দোষ।

মীরণ। আপনার কোন্ কথা রাখবো? আপনি এখন এক বলেন, আবার খানিক বাদে তা ভুলে যান। মোহনলালের বাড়ী লুঠ ক'রে কি আনতে বলেছিলেন, তা আপনার মনে আছে?

মীর। কি বলেছিলুম?

মীরণ। তাইত বলি, আপনার কথনকার কথা রাখবো।

মীর। ও! মতি বিবিকে নিয়ে আসতে বলেছিলুম বটে।

মীরণ। তাই আনতে গিয়েই আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে! মতিবিবি রাজবল্লভের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়, আমি তাকে আনতে যাই। পাছে রাজবল্লভ আপনাকে অপমানিত বোধ করে, তাই আমি শুধু হাতে মাথা হেঁট ক'রে তার বাড়ীতে উপস্থিত হই। এমন সময় কোথা থেকে রামনারাণ এসে—উঃ! কি অপমান!

মীর। কি করলে?

মীরণ। এই যে বললুম—লাথি মারলে। লাথি মেরে মতিবিবিকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে।

মীর। আর আমার ছেলে হয়ে তুই লাথি খেয়ে চলে এলি!

মীরণ। কি করব! তুমি নিজে যে আমাকে রাজবল্লভের বাড়ী অস্ত্র ধরতে বারণ করেছ! নইলে শয়তান এতক্ষণ কি ছুনিয়ায় থাকতে পেত।

মীর। বেশ, তুমি শিগ্‌গির নিজে গিয়ে তকীখাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস।

[মীরণের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা আমিয়ট সাহেব!

মীর। আমিয়ট সাহেব! আঃ! এ শয়তানদের হাত থেকে কেমন ক'রে নিস্তার পাই! আসতে বল।

(আমিয়টের প্রবেশ)

আমি। সেলাম নবাব সাহেব।

মীর। আসুন সাহেব আসুন। কি জন্য এমন অসময়ে আমার এখানে আসা হ'ল!

আমি। আপনিই ত আসতে লিখেছেন!

মীর। (স্বগত) আমি আসতে লিখেছি! এ কি! কখন লিখলুম!

আমি। রাজা রামনারাণ সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা করিবার জন্য আপনি গভর্ণর সাহেবের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে আপনার কাছে ফৌরণ পাঠাইয়াছেন।

মীর। রামনারাণ সম্বন্ধে ত এক রকম ঠিকই হয়ে গেছে।

আমি। না নবাব, ঠিক হয়নি। আমি ঠিক করিবার জন্যই আসিয়াছি।

মীর। আমি তাকে আগেই বরখাস্ত করেছি।

আমি। তাই যদি আপনি করিয়াছেন, তাহইলে গভর্ণর সাহেবকে আবার সালিসি মানিবার আপনার কি প্রয়োজন ছিল?

মীর। কই, সালিসি তো মানিনি।

আমি। তবে কি আপনি বলিতে চান, আমি সত্যের উল্টা করিতেছি।

মীর। না, তা বলব কেন? কিন্তু কবে এ কাজ করেছি, তাতো আমার মনে আসছে না সাহেব!

আমি। আপনার মনে না আসিলে ত আমি অপরাধী হইতে পারি না।

মীর। বেশ, এখন কি করা কর্ত্তব্য আপনিই বলুন।

আমি। বরখাস্ত করা হইবে না।

মীর। তা হ'তে পারে না সাহেব! আমি যা যা করবার, আগেই ঠিক করেছি। ভাইকে আমার আজিমাবাদে রওনা করবার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি। শুধু রামনারাণের কাছে হিসেব নিতে বাকী।

আমি। তাহ'লে আমি গভর্ণর সাহেবকে এই কথাই বলি?

মীর। কোথাকার কে রামনারাণ হবে আজিমাবাদের ফৌজদার, আর নবাব নাজিমের ভাই হবে কি না তার নফর!

আমি। তাতে কি হয়েছে? আমাদের মুলুকে রাজার ভাই জেনারেলের অধীনে চাকরী করে—তাতে রাজা কিম্বা তার ভাই কখন অপমানিত বোধ করেন না।

মীর। কিন্তু আমাদের অপমান বোধ হয়।

আমি। তবে তাই হ'ক।

মীর। আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত কথা বলবো।

আমি। তাহ'লে চিঠি লিখিবার আগেই দেখা করা উচিত ছিল।

মীর। সাহেব! চিঠি লেখা আমার স্মরণ হয় না। আর এ রকম অন্যায় চিঠি কেন লিখবো তা বুঝতে পারি না।

আমি। তবে এটা কার সই মোহর করা চিঠি? এ কি গভর্ণর সাহেব জাল করিয়াছেন?

মীর। (স্বগত) তাইত এ কি?

আমি। আমাদের সহিত আপনার এরূপ সম্বন্ধ হইবে, এটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। পলাশীতে

আমাদের প্রাণ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? শুধু আপনারই মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

মীর। সাহেব! আপনি ক্রোধ করবেন না।

আমি। ক্রোধ আমি করিবার কে? আমি শুধু পত্রবাহক আসিয়াছি। আমি আপনার মুখে যা শুনিলাম, তাই গভর্ণর সাহেবকে বলিতে চলিলাম। তবে রাজাকে আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাহাকে যাহাতে আমি নিরাপদে রাজা রাজবল্লভের বাটীতে পৌঁছিয়া দিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করিবেন। তাহাকে হত্যা করিতে হয়, আমি চলিয়া গেলে করিবেন।

মীর। হত্যা করবো কে বললে সাহেব!

আমি। কে আর বলবে—আপনার পুত্রত তাকে হত্যা করিয়াই ছিল। কেবল গভর্ণরের চিঠিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

মীর। সেই ব্যক্তিই আমার ছেলেকে অপমান করিয়াছে।

আমি। একথা কোন্ বুদ্ধিমান বিশ্বাস করিতে পারে? বেশ, তাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সম্মুখে হত্যা করিবেন না। আমি আপনার বন্ধুত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি।

মীর। না সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—রাজা রামনারাণের কোনও অনিষ্ট হবে না।

আমি। বহুত আচ্ছা।

[প্রস্থান।

(মীরণের প্রবেশ)

মীরণ। কি হল বাবা! আমিয়ট সাহেব কি করতে এলো?

মীর। মীরণ! রামনারাণকে মারা হ'ল না।

মীরণ। সে কি!

মীর। এখন ত পারলুম না।

মীরণ। তা হ'লে অপমান সয়ে চুপ করে থাকবো ?

মীর। যতদিন এই ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে নিস্কৃতি না পাচ্ছি, ততদিন সয়ে থাকতেই হবে।

মীরণ। না বাবা! এ অপমান আমি সইবো না—

মীর। না বাবা! পাগলের মত কথা কয়ো না।–(চরের প্রবেশ) কি খবর!

চর। জাঁহাপনা! খবর আচ্ছা নয়। বাদশার পুত্র সাআলম স্বসৈন্যে বাঙ্গালা জয় করতে চলে আসছেন। আপনি ইংরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করেছেন—বাদশার অনুমতি গ্রহণ করেননি।

মীর। তারপর ?

চর। তারপর জাঁহাপনার যা অভিরুচি; বহু সৈন্য নিয়ে তিনি বাঙ্লায় আসছেন। পথে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা যোগদান করেছেন।

[প্রস্থান।

মীর। মীরণ! কর্ত্তব্য কি ?

মীরণ। তাইত—তাইত।

মীর। আর বিলম্ব ক'রনা। সাহেব না চলে যেতে যেতে তাকে ধর—রাজা রামনারাণের কাছে এখনি গিয়ে, তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব কর।

মীরণ। তাইত! তাইত!

মীর। আর তাইত তাইত নয়—শিগ্‌গির যাও—যদি বাঁচতে চাও, তাহ'লে শিগ্‌গির যাও। রামনারাণকে সঙ্গে করে

আমার কাছে নিয়ে এস।—বাদশার বিশাল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার ক্ষমতা নয়। (মীরণের প্রস্থান) সমসের! (সমসেরের প্রবেশ) আমার হাতের সই মোহরী চিঠি ক্লাইব সাহেবকে দিলে কে ?

সম। কি রকম চিঠি ?

মীর। এই। এ চিঠিত আমি কখন লিখতে বলিনি।

সম। তাইত কেউ জাল করেনিত!

মীর। জাল কেমন ক'রে বলব, এইত আমারই মোহর ছাপ!

সম। তাইত দেখছি--আপনি মোহর দিলেন না--ছাপ হ'ল কেমন করে!

মীর। সেদিন ক্লাইব সাহেব শীকারে যাবার জন্য এক হাতী চেয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। আমি তোমাকে তার জবাব লিখতে বলি।

সম। তা' আমি কি হাতীর জায়গায় রামনারাণ লিখে ফেললুম! এতটা তফাৎ হবে! কোথায় বারোহাত উঁচু মাথ্না হাতী, আর কোথায় খুচরো রামনারাণ! তা হুজুর কি চিঠি না শুনে সই করেছিলেন ? তা যদি করে থাকেন হুজুর, তাহলে যে বড় অপরাধী তাকে আগে শাস্তি দিন।

মীর। আমাকে মূর্খ ঠাউরে ঠকিয়েছে, লিখেছে এক পড়েছে আর।

সম। আপনি মূর্খ না সে আহাম্মক মূর্খ। এমন যদি সে আপনার অবস্থা জানতো তাহ'লে সে নবাবীটে সই করিয়ে নিলে না কেন ?

মীর। ঠিক বলেছ, চেপে যাও সমসের,—চেপে যাও। শালা ভারি ঠকে গেছে।

সম। শালা ভারি ঠকে গেছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশিম বাজার—রাজপথ।

মীরকাসিম।

.কাসিম। মুরশিদাবাদের মসনদ—তাতে বসা এখন নবাবী না গোলামী? নবাবী সিরাজ-উদ্দৌলার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। নবাব নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে শুধু নিজের প্রাণ দেয়নি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার প্রাণটা পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। সমস্ত বাঙ্গালীর মূর্খতায় উপার্জ্জিত গোলামী এখন স্তূপীকৃত হয়ে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে পড়ে আছে। কাসিম! আলি! তুমি যদি সেই সিংহাসনে বসতে অভিলাষ কর, তাহ'লে তোমাকে সেই গোলামী রত্নভরা বেণের পুঁটুলিটী মাথায় ক'রে সিংহাসনে বসতে হবে। পুঁটুলিটী রাখতে গেলে সিংহাসনে তোমার জায়গা থাকবে না। নিক্ষেপ করতে গেলে কেউ তা গ্রহণ করবে না। তোমার আসন পার্শ্বের পারিষদ তোমার জয়গানে দরবার ঘর প্রতিধ্বনিত করবে, এমন কি তোমার গোলামী করবে, কিন্তু তোমার গোলামীটী গ্রহণ করবে না। মূর্খ মীরজাফর অনেক নিরীহের রক্তে হস্ত রঞ্জিত ক'রে এই গোলামী গ্রহণ করেছে। আর আমি মূর্খ তাই গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত হয়েছি। মুষ্টিমেয় ইংরাজের

ইচ্ছায় চলা ফেরা করবার জন্য আমি স্ত্রী পুত্রকে ফেলে ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদের উপকণ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ছি! ছি! ঘৃণার কথা! ফকীর সাহেব আমাকে রংপুরে ফিরে যেতে আদেশ করলেন; কিন্তু রাজ্যলোভে আমার তা পছন্দ হ'ল না। আমি আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খানসামার মত এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করছি। না আর কাজ নেই—যা আছি তাই ভাল। ক্ষুদ্র রংপুরই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

(ফকীর আদেমশার প্রবেশ)

ফকীর। একি মীরকাসিম! রংপুরে গেলেনা! এখনও তুমি নগরোপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আছ!

কাসিম। ক্ষমা করুন গুরু, আপনার আদেশ পালন না ক'রে বড়ই গর্হিত কাজ করেছি। এই আমি রংপুর চললুম।

ফকীর। কার্য্যনষ্ট ক'রে আর রংপুরে গিয়ে কি করবে?

কাসিম। কার্য্যনষ্ট কিসে হল?

ফকীর। নবাব তোমার উপর সন্দেহ করেছেন। তুমি রংপুরে আছ কি না আছ, জানবার জন্য সেখানে লোক পাঠাচ্ছেন। সে যদি তোমাকে সেখানে দেখতে পেতো, তা'হলে সন্দেহ দূর হবার সম্ভাবনা ছিল।

কাসিম। এখন গেলে হয় না?

ফকীর। সন্দেহ। সে ব্যক্তি বোধহয় তোমার আগেই রংপুরে পৌছিবে।

কাসিম। তাহলে কি কর্ত্তব্য প্রভু!

ফকীর। তুমি কিসের জন্য এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? রামনারাণকে রক্ষা করেছ?

কাসিম। করেছি।

ফকীর। তবে এখানে রয়েছ কেন ?

কাসিম। আপনি না জানেন কি !

ফকীর। সাহেব, কে ?

কাসিম। আমিয়ট।

ফকীর। তার ক্ষমতা কি ?

কাসিম। এখন নেই। তবে ক্লাইব সাহেব শিগ্‌গির বিলাত যাচ্ছে। সে গেলেই আমিয়ট কলকেতার গভর্ণর হবে।

ফকীর। সে হবে জানলে কি করে ?

কাসিম। সাহেবদের মুখেই এই কথা শুনেছি।

ফকীর। হুঁ ! টাকা ?

কাসিম। আপনি জানেন ত সিরাজমহিষীর কাছ থেকে কতকগুলো অলঙ্কার গ্রহণ করেছিলুম, তার মূল্য প্রায় ন'লাখ টাকা হবে। আর কিছু আমার স্ত্রীর কাছে আছে।

ফকীর। আমিয়ট কি গভর্ণর হতে পারবে ?

কাসিম। না হবার কারণ কি ! আমিয়ট একে মুরুব্বি, তার ওপর ক্লাইবের সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব।

ফকীর। মীরকাসিম ! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলুম না। যেহেতু তুমি আজও এ বণিক জাতিকে চিনতে পারলে না। তোমাদের ভাব আর ওদের ভাবে কিছু পার্থক্য আছে ! স্বজাতির যাতে অপকার হয়, ওরা সে কার্য্য কখন করে না। ভালবাসার লোক হ'তে যদি জাতির অনিষ্ট হয় বোঝে, তাহ'লে তারা ভালবাসার পাত্রকে দূরে ফেলে, শত্রুকেও আলিঙ্গন করে যদি বোঝে সে শত্রু হ'তে তাদের স্বার্থ রক্ষা

হয়। আমিয়ট মুরুব্বি হ'লে কি হবে—আমিয়ট গর্ব্বিত উদ্ধত—নীতিজ্ঞ নয়। আমি জানি কলকেতার ভার নিতে মাদ্রাজ থেকে ভান্সিটার্ট আসছে।

কাসিম। আপনি এত সংবাদ রাখেন!

ফকীর। দায়ে প'ড়ে রাখতে হয়। ফকীর হয়েছি ব'লে বাঙ্গালীর স্বভাবজাত মমতা ত ত্যাগ করতে পারিনি। তোমার ভালবাসায় কতকটা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি, বাঙ্‌লার দুঃখে কাতর হয়ে তুমি একটা নিজশক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করছো। তাই মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিকের একটু খবর রেখে থাকি।

কাসিম। তাহ'লে আর মিছে এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন!

ফকীর। 'কারজন্য দাঁড়িয়ে আছ?

কাসিম। আমিয়টেরই অপেক্ষায়। সে শীকারের নাম ক'রে কাসিমবাজারের কুঠীথেকে বেরিয়েছে। গুর্‌গণখাঁ কেবল তার সঙ্গে আছে।

ফকীর। অপেক্ষায় যখন রয়েছ, তখন দুটো কথা কয়েও দেখতে পার।

[প্রস্থান।

কাসিম। না আর কথা কয়ে কাজ নেই। আমি চলে যাই। যখন তার ক্ষমতাই থাকবে না, তখন তার সঙ্গে কথা কয়ে মুখনষ্ট করব কেন? ওই সাহেব আসছে না! হাঁ ওই যে সঙ্গে গুরগণ্। তাহ'লে একটু পাশে গিয়ে দাঁড়াই, ওরা না দেখে চলে যাক্।

[প্রস্থান।

(আমিয়ট ও গুর্‌গণের প্রবেশ)

আমি। আগে টাকার কথাটা ঠিক করিতে হইবে।

গুর্। হবে সাহেব, ঠিক হবে। 'টাকার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না।

আমি। আরে তুমিত বলছো ভাবতে হবে না। কিন্তু শেষকালেত কেউ কথা রাথতে পারছে না। মীরজাফর আজও টাকা দিতে পারলে না।

গুর্। মীরজাফর দিতে পারবে না।

আমি। মীরজাফর পারছে না, মীরকাসিম পারবে? এ গ্রেগরী! এত আমি বুঝতে পারছে না।

গুর। বলি দিলেই ত হ'ল! আর না যদি দিতে পারি, তাহ'লে ত তোমাদের কাসিমবাজারের গুদোমে আমার দুলাখ টাকার মলমলের গাঁট পড়ে রয়েছে, তাই তোমরা নিয়ো।

আমি। তাহলে তুমি ফাঁকি দিয়ে কাজ সারবে ঠিক করেছ! Oh look here Gregory! ওতে কিছুই হবে না। ক্যালক্যাটার কাউনসিল হাঁ করিয়া আছে। ও তোমার গাঁটকে গাঁট গপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিবে। ও পাঁচ বকরা করিতে গেলে, আমার কিছু থাকিবে না। আমার বড় টাকার টান পড়িয়াছে।

গুর। হিসেব করলে, এথনও তোমাদের কাছে আরও দুলাখ পাওনা।

আমি। হিসেবে আমি কিছু শুভঙ্কর আছে। দেথলে না— সিরাজ-উদ্দৌলার তোষাথানা লুঠ হইল, আমি কিছু পেলো?

হিসাবের ফাঁকি দিয়ে মুনসী ক্রোর টাকা ফাঁক করিল, রামচাঁদ ফুলিয়া কেলা গাছ হইল। হিসেবে আমি কিছু শুভঙ্কর আছে।

গুর। কেন ভয় পাচ্ছ সাহেব, টাকা পাবে।

আমি। আচ্ছা চলো।

(মীর কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। না সাহেব! টাকা কড়ি নেই, অমনি অমনি পারত দেখ।

আমি। তোম কোন হ্যায়।

গুর্। হাঁ হাঁ—কারে কি বল সাহেব! উনিই নবাব মীর কাসিম।

আমি। এই মীর কাসিম! আমি কি এতই বোকা আছে Gregory! ও Beggar (ভিখারী) আছে। ওরোজ আমার কুঠীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—আমি তথন একটা বড় দরকারি কাজে বড় ব্যস্ত ছিলো। পয়সা পয়সা ক'রে সেরোজ আমাকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। যথন কুকুর লেলাইয়া দিল, তথন ভাগলো। a veritable rogue, a thief in the garb of a mendicant. আউর জানেকো মতলব হ্যায়?

(ফকীরের প্রবেশ)

ফকীর। কারে কি বলছ সাহেব! সে উনি নন আমি।

আমি। টুমি! টুমি!—আমি তবে কাণা আছে—টুমি! আমাকে চোক দিতে আসিয়াছ। (প্রহারে উদ্যত)

কাসিম। কি কর সাহেব! নিরীহ ফকীর তোমার কি অপরাধ করেছে যে, তাকে মারতে যাচ্ছ?

আমি। নিরীহ! গোয়েন্দা। আমাদের মন্ত্রণা শুনিতে

ভিখারী সাজিয়া আমার কুঠীতে গিয়াছিলো। সে দিন ধরিতে পারিলে গুলি করিতাম।

গুর্। দোহাই সাহেব! রক্ষা কর, উদ্ধত হয়ে সব মাটি ক'র না।

আমি। টুমি চুপ কর--

ফকীর। মন্ত্রণা ক'রে কি করবে সাহেব, তোমার গভর্ণর হওয়া অসম্ভব। ক্লাইব সাহেব তোমার মতন নিরেটের হাতে বাঙ্‌লা দিচ্ছে না।

আমি। ড্যাম ইউ—কেয়া বোলতা হায় রে।

কাসিম। তাহ'লে ক্লাইব কেন আমিই তোমাকে বাঙ্‌লার মাটী পাইয়ে দি।

(আমিয়টকে ভূমিতে পাতিত করণ)

আমি। বস্--হামারা ইয়াদ হুয়া।

ফকীর। সাহেবকে ত্যাগ কর মীর কাসিম।

আমি। Excuse me Nawab. Excuse me, sir. It was a mistake pure and simple.

কাসিম। গুরগণ! সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

গুর্। কথাটা কইবেন না?

কাসিম। না। যে নিজের মর্য্যাদা রাখতে না জানে তার সঙ্গে এরূপ গুরুবিষয়ে কথা কইতে নেই।

গুর্। কি কর্‌লে সাহেব!

আমি। কি আর করবে। তোমার কাসিম নবাব হইত, হইল না।

[গুরগণ ও আমিয়টের প্রস্থান।

ফকীর। কাসিম আলি! আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়!

কাসিম। না প্রভু! আর এখানে থাকবো না।

ফকীর। কোথায় যাবে?

কাসিম। যদি রংপুরেই যাই।

ফকীর। তাহ'লে আর পথে বিলম্ব করনা। বিলম্ব করলে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা।

[ফকীরের প্রস্থান।

কাসিম। এখনিই যদি এই, তখন মীরজাফরের হাতে আর দশ বৎসর বাঙ্‌লা থাকলে বাঙ্‌লার অবস্থা হবে কি! শুধু কি এই দেখতে নবাব আলিবর্দ্দীর বংশে জন্ম গ্রহণ করলুম! হা ঈশ্বর! ফকীরীর বেশে নবাব সন্তান হয়ে যখন আমাকে আত্ম-গোপন করতে হ'ল, তখন আমাকে একেবারে ফকীর ক'রেই দুনিয়াতে পাঠালে না কেন? নেপথ্যে সঙ্গীত) এ কি; নির্জ্জন কানন-দেশে কোথা থেকে কে রমণী সহসা কেঁদে উঠলো! শুনেছি এই স্থানেরই সন্নিকটে সিরাজ-উদ্দৌলার সমাধি হয়েছে। একি, তাঁরই স্ত্রী বেগম লুৎফ্ উন্নীসার রোদন-ধ্বনি! দেখতে দেখতে সুধাস্বরের আবেগে সমস্ত কানন-ভূমি যেন প্লাবিত হয়ে উঠলো। হিল্লোলে মাখামাখি হয়ে এ করুণ সঙ্গীত যেন দূরে কোথায় কার কাছে, কার মর্ম্ম-বেদনা বয়ে নিয়ে চললো। কোথায় সেই অজানা দেশের অজানা প্রেমিকের মধুময় হৃদয়! যার উদ্দেশে নীলাম্বু-হৃদলক্ষ্যে মুক্তবেণী তরঙ্গিণীর ন্যায় এই মধুময় সঙ্গীত ধারা আবেগ ভরে ছুটে চলেছে। একবার আমাকে দেখতে হ'ল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমাধিস্থল।

লুৎফ উন্নীসা।

গীত।

ধরণী-শয়নে শুয়ে।

যদি সুখে থাক, তবে শুয়ে থাক,
দেখোনা হে আর চেয়ে॥
ধরণীর পথে ধরণী চোলেছে তার বুকে শুয়ে তুমি,
তার সনে যাও স্বপনের দেশে ওহে ধরণীর স্বামী ;—
আকাশ কুসুমে রচিতে হার সময় গিয়েছে ব'য়ে॥
জেগেছো যেমনি, ফুটেছে অমনি,
শত দিক হ'তে শত দামিনী ;
সজল নয়নে ভাসায়ে ধরণী বিষাদের ছবি ল'য়ে॥

গুল্। হাঁ মা। বাবা কত দিন ঘুমুবে ?

লুৎফ। তোমার বাপ্ দুনিয়ার মালিক। তাঁর ইচ্ছার কথা আমরা কেমন ক'রে বলবো মা!

গুল্। এত কাল ত এত ঘুমুতেন না. এখন বাবা এত ঘুমোন কেন মা ?

লুৎফ। তোমার মা তোমার পিতার বাঁদী - সেই জন্য যে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতে সাহস করিনা মা।

গুল। বাবা আর জাগবে না।

লুৎফ। তোমার বাবা যত দিন ঘুমিয়ে ছিলেন, ততদিন

সবাই তাকে দূর থেকে সেলাম করতো--কেউ তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে সাহস করতো না। যখন নবাব জেগে উঠলেন তখন দেখলেন বেইমানরা তার সিংহাসন ঘেরে বসে আছে। যে দিকে চান সেই দিকেই দেখেন বেইমান—ঘরে বেইমান, বাইরে বেইমান। চোক মুছে যত চান, ততই সমস্ত বাঙলা মুলুকটা এমন কি সমস্ত দুনিয়াটা ভরা, তিনি কেবল বেইমান দেখতে লাগলেন। বেইমান দেখে তার চোখের জ্বালা হ'তে লাগলো ব'লে, তিনি আবার চক্ষু বুজেছেন।

গুল। আমরাও কি বেইমান?

লুৎফ। বোধ হয় কি বেইমানী করেছি, নইলে তিনি আমাদের পানেও চান না কেন?

গুল। তুমি একবার ডাকনা মা!

লুৎফ। না গুল্‌ফন -ডেকোনা। তাঁর সুখের ঘুম ভাঙ্গিও না। জেগে উঠলে. তাঁর বড় কষ্ট হবে।

গুল। আমাদের যে কষ্ট হয় মা।

লুৎফ। তা হোক তিনি ত সুখে আছেন। আমাদের কিসের কষ্ট—আমরা ত তাঁর কাছে আছি।

গুল। তা বাবা মাটীর ভেতরে ঘুমুবেন কেন—সোনার পালঙ্কে উঠে ঘুমোন না কেন!

লুৎফ্। সোনার পালঙ্ক চোরে চুরি করে নিয়েছে, মাটীত আর কেউ চুরি করতে পারবে না—তাই তিনি মাটীর ভেতরে চোরদের লুকিয়ে শুয়ে আছেন।

গুল। মা আমার কান্না পাচ্ছে।

লুৎফ্। কেন মা!

গুল। বাবা আর জাগবে না।

লুৎফ্। না জাগেন, আমরাও তাঁর পাশে শুয়ে ঘুমুবো। তা হ'লে আর দুঃখ হবেনা।

গুল। সে ঘুম যে আমাদের আসেনা মা—ঘুমুতে ঘুমুতে বাবাকে দেখি। প্রাণটা অমনি কেমন ক'রে ওঠে—ধড় ফড়িয়ে জেগে উঠি উঠে আর বাবাকে দেখতে পাইনা।

লুৎফ্। তুমি একটু এখানে বস। আমি গোটা কতক ফুল তুলে আনি।

গুল। আন।

লুৎফ্। এখান ছেড়ে কোথাও যেয়োনা

[লুৎফ-উন্নীসার প্রস্থান।

গুল। বাবা—বাবা! জাগলে তোমার কষ্ট হয়, তুমি ঘুমোও। এই আমি তোমার বুকে শুয়ে আছি। এই তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঘুমোও।

গীত।

বাবা আদর কর না মোরে।
আদরের আশে, র'য়েছি যে পাশে;—
তবু কেন আজ ঘুম ঘোরে॥
দিবানিশি পাশে কাঁদিছে মা,
তবু কেন তুমি জাগিলে না;—
কিসের দুঃখে ঢেলেছ গা বলনা বলনা মোরে॥
একবার জাগো একবার চাও, একবার কোলে তুলে নাও;
তারপর যদি ঘুমাতে চাও, আবার ঘুমাও আবার ঘুমাও;—
আর না কাঁদিব, আর না ডাকিব, (শুধু) সাজাব ফুলের হারে॥

(মীর কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। এ বুঝি সিরাজ কন্যা! নইলে এমন সময়ে এই সমাধির পার্শ্বে কোন্ ভাগ্যবানের কন্যা উপস্থিত হয়! আহা! বালিকা শোকের ভারে বাপের সমাধির গায় ঢলে পড়েছে। যার পায় দুদিন পূর্ব্বে দেশ বিদেশ হ'তে জগতের লোক এসে মণি মাণিক্য উপহার দিতো, আজ তাকে সম্মান করবার লোকের মধ্যে একমাত্র পত্নী ও তার শিশু কন্যা অবশিষ্ট। আর সিরাজের কাছে তুচ্ছ মৃত্তিকাজাত মণির আদর নেই। তাই চিরসুপ্ত নবাব, প্রিয় কন্যার চক্ষের দু এক বিন্দু জলের পতন স্থানে বুক পেঁতে শুয়ে আছে। বিদ্ধ বক্ষে নিক্ষিপ্ত সে অমৃত বিন্দু বুঝি সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান করেছে। তাই বুঝি এস্থান এত শান্তিময়, এত মধুর! কিন্তু আমার আর এখানে অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নয়। যদি এ বালিকা সিরাজ কন্যাই হয়, তাহলে সিরাজমহিষীও অদূরে কোথাও না কোথাও অবস্থান করছে। আমি তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছি। আমাকে দেখলেই মাতা ও কন্যা উভয়েই ভয় পাবে। একদণ্ডে এখানকার শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

লুৎফ। গুল্‌ফন্।

গুল্। কেন মা।

লুৎফ। এখানে কেউ এসেছিল কি?

গুল। কই, কেউ ত আসে নি—না—না! হাঁ এসেছে। ঐ কে দাঁড়িয়ে আছে।

কাসিম। (স্বগত) যা ভয় করলুম, তাই হল!—ভয় নেই, আমি ফকীর।

লুৎফ্। ফকীর! সেলাম। গুল্‌ফন ফকীরকে সেলাম করে চলে আয়।

কাসিম। আপনারা সমাধি গাত্রে ফুল দিতে এসেছেন দেখছি। আমাকে কোন ভয় করিবেন না। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনারা ফুল ছড়িয়ে দিন।

লুৎফ। আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?

কাসিম। বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব কোথায় শুয়ে আছেন দেখতে এসেছি।

লুৎফ। তা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—এগিয়ে আসুন।

কাসিম। না, এইথান থেকেই আমি বেশ দেখছি।

লুৎফ। মাপ করবেন ফকীর সাহেব! আপনাকে দেখে আমি সন্দেহ করেছিলুম।

কাসিম। আপনার সন্দেহ করবার অপরাধ নেই। ফকীরও পর্য্যন্ত আপনার স্বামীর কাছে বেইমানী করেছে।

লুৎফ। হাঁ ফকীর সাহেব! সেইজন্য ফকীরকেও আমি বিশ্বাস করিনা।

লুৎফ-উন্নীসা ও গুল্‌ফন কবরে পুষ্প দিয়া
আস্তরণ দিতে লাগিল।

কাসিম। আমার বড় সৌভাগ্য, সিরাজমহিষী আমাকে ফকীরই স্থির করেছেন। বুঝতে পারেন নি, এই পবিত্র আবরণের ভিতরে তার অলঙ্কার চোর আপনাকে লুকিয়ে রেখেছে। বেগম সাহেব আস্তরণটী অতি জীর্ণ বলে বোধ হচ্ছে না।

লুৎফ। ভাল আস্তরণ আর কে দেবে? সমস্ত চোরে একত্র

হয়ে নবাবের যেখানে যা ছিল, সব বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। আমারও যা কিছু অলঙ্কারাদি ছিল, তা এক নিষ্ঠুর সয়তান আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

কাসিম। কে সে বেগম সাহেব ?

লুৎফ। এ পবিত্র স্থানে আর তার নাম করবোনা।

কাসিম। আমার বোধ হচ্ছে সে কাসিম আলি।

লুৎফ। উঃ! সে কি দিন! তিন দিন স্বামীর অনাহার। চারটি অন্ন রেঁধে দেবো বলে নবাবকে জোর করে বজ্‌রা থেকে তীরে আনলুম। পার্শ্বে ক্ষুধার্ত্ত কন্যা অন্নের জন্য মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করছে। ক্ষুৎপিপাসাতুর নবাব, নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে কন্যার সান্ত্বনা করছেন। এমন সময় দুরাত্মারা তাকে বন্ধন করলে। চারটী খাইয়ে নিয়ে যাবার জন্য কত অনুরোধ করলুম— পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম, শুনলে না।

গুল। হাঁ মা, বাবাকে সেই ধরে নিয়ে যাবার কথা বলছ। বাবা। সেই অবধি ঘুমুচ্ছে।

লুৎফ। ফকীর সাহেব। ফকীরে আমার স্বামীকে ধরিয়ে দিলে। সেই অবস্থায় কাসিম আলি আমার যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়ে এক দণ্ডে আমাকে ভিখারিণী করে দিলে।

কাসিম। সব নিলে ?

লুৎফ। কিছু রাখলে না ;—বুঝতে পারছেন না ফকীর সাহেব! যদি আমার কিছু থাকৃত, তাহ'লে কি নবাবের দেহ এই আবরণে আবৃত করি!

কাসিম। আপনার এখন চলে কেমন ক'রে ?

লুৎফ। অতি কষ্টেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

কাসিম। তাতো দেখেই বুঝতে পারছি, তবু চলে কেমনক’রে?

লুৎফ। ছুঁচের কাজে কোনও রকম ক’রে দিন গুজরাণ করি। মল্‌মলে ফুল তুলি। এই মেয়েও আমার ফুল তুলতে শিখেছে—মেয়েও আমার সাহায্য করে। এই দীন বস্ত্রে যে ফুল তোলা দেখছেন, এ সমস্ত আমার কন্যার তোলা।

কাসিম। এখন দেখছি, এ দীন বস্ত্র নয়—নবাবের যোগ্য বস্ত্রেই এ পবিত্র সমাধি আচ্ছাদিত হয়েছে। মতি জহরৎ দিয়ে ফুল তুললে, তাতে অহঙ্কারের মূর্ত্তি প্রকাশ হতে পারে বটে, কিন্তু বেগম্ সাহেব! সে পুষ্প প্রাণহীন—আপনার কন্যা রচিত এ পুষ্পে সৌরভ আছে

লুৎফ। আপনি ফকীর; আপনার পবিত্র দৃষ্টিতে এ আচ্ছাদন সুন্দর দেখাতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষে এ দৃশ্য দেখা যে বড়ই কষ্টকর।

কাসিম। বুঝতে পারছি, আপনার হাতে যদি অর্থ থাকতো তাহ’লে এ সমাধি আপনি সুন্দররূপে সাজাতে পারতেন।

লুৎফ। আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি সাজাতে পারতুম ত তাও করতুম।

কাসিম। আপনার অপহৃত সমস্ত সম্পত্তি যদি ফিরে পান, তা’হলে বোধ হয় পারেন।

লুৎফ। আপনি আপনার মনের যোগ্য কথা কইলেন, কিন্তু হজরৎ! চোরে জিনিস চুরি ক’রে কখন কি আপনা আপনি ফিরিয়ে দেয়?

কাসিম। কাসিম আপনার সম্পত্তি চুরি করেছিল বটে, কিন্তু সে নিজের জন্য করেনি।

লুৎফ। নিজের জন্য করেনি তবে কার জন্য, হজরৎ!

কাসিম। আমি বোধ করি দেশের জন্য। আপনার স্বামীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য।

লুৎফ। এ যে বুঝতে পারলুম না! নবাবের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে নবাব পত্নীর সর্ব্বস্ব অপহরণ! এ রহস্য যে বুঝতে পারলুম না হজরৎ!

কাসিম। আপনি কাসিমকে দেখেছেন?

লুৎফ। চোরের মুখ আবার দেখে কে! আমি চোক বুজে সমস্ত তাকে ফেলে দিয়েছিলুম।

কাসিম। কাসিম আপনার সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন।

লুৎফ। বলেন কি!

কাসিম। তিনি যে জন্য আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ছিলেন, তা আর সিদ্ধ হ'ল না।

লুৎফ। কি আমার স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ?

কাসিম। তাই।

লুৎফ। প্রতিশোধ হ'ল না কেন?

কাসিম। শত্রু বড় বলবান। তাকে বাঙ্‌লা থেকে দূর করতে হ'লে অগাধ অর্থ চাই। সে অর্থ কাসিম আলির নেই। নবাবকে বন্দী করবার অব্যবহিত পরেই তার ধনাগারের সমস্ত অর্থ লুন্ঠিত হ'য়েছিল। কোনও স্থানে টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই জেনে তিনি আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, আপনি কিছুতেই সম্পত্তি কাছে রাখতে পারতেন না। অথচ বোঝাবার সময় ছিল না!

লুৎফ। এত আশ্চর্য্য কথা! তা হ'লেত দেখছি, কাজ দেখে মানুষ চেনা যায় না।

কাসিম। না বেগম সাহেব! কাজ দেখে মানুষ চেনা যায় না। যিনি মন দেখতে জানেন, তিনিই মানুষ চেনেন। কাসিম নিরুপায়ে আপনার সব কেড়ে নিয়েছিলেন। আবার নিরুপায়ে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। আপনার সম্পত্তিতে তার কোনও উপকার হবে না। লাভের মধ্যে বিধবার সম্পত্তি অনর্থক নষ্ট হবে। প্রথমেই আপনার স্বামী দত্ত অমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করুন, এই তা আমি আপনার কন্যাকে অর্পণ করলুম।

লুৎফ। বুঝতে পেরেছি—আপনি এ অঙ্গুরীয় নিজের কাছেই রাখুন। আমি এখনও ভিখারিণী, তখনও ভিখারিণী। কাছে রাখলেও থাকবে না। আমার কাছে কিছু নেই জেনে পিশাচেরা নিশ্চিন্ত আছে। জানলে কেড়ে নিয়ে যাবে। শুধু এইটী দেখবেন জনাব! তেজস্বী নবাব আলিবর্দ্দীর এই ক্ষুদ্র প্রতিনিধিটী যেন অন্নাভাবে না মরে। এটীকে আমি আপনার পায়ের কাছে রেখে দিলুম। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি মন থেকে দূরে গেছে—এখন দুটী অন্ন-জনাব! দুটী অন্নের জন্য নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কন্যাকে যেন কোন গোলামের বাঁদী না হ'তে হয়।

কাসিম। বেশ, যথাসাধ্য আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষা করবো।

লুৎফ। আমার মর্য্যাদা এই সমাধিস্তূপের ভিতরে লুকান আছে। কোন বেইমান তা নষ্ট করতে পারবে না। আপনি আমার কন্যাকে রক্ষা করুন।

কাসিম। ভাল আমি মীরকাসিমকে অনুরোধ করবো।

লুৎফ। আর আমাকে গোপন করবেন না—আমি সমস্ত

বুঝেছি। আপনিই মীরকাসিম। আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেছি, আপনি কন্যাকে মাফ করুন—কারা আসছে, বুঝি আমাদের হত্যা করতে আসছে। জনাব! কন্যাটীকে আমার রক্ষা করুন।

কাসিম। আর আপনি?

লুৎফ। দোহাই জনাব! বিলম্ব করবেন না। আমি বেঁচে নেই জেনে রাখুন। আমি জীবন্ত এই সমাধির অভ্যন্তরে নিহিত আছি।

কাসিম। এস মা! আমার কোলে এস।

গুল্। কোথায় যাব মা!

লুৎফ। ইনি তোমার আশ্রয় দাতা পিতা। এঁর সঙ্গে যাও।

কাসিম। বেগমসাহেব! নিরুপায়ে বড় অনিচ্ছায় আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে চল্লুম। তবে এটা জেনে রাখুন বেগমসাহেব! যে ভার কাঁধে নিলুম, এ ভার যদি স্কন্ধচ্যুত হয়, তখন জানবেন, মীরকাসিম জীবিত নেই।

[গুলফন্নেকে লইয়া প্রস্থান।

(মীরণ ও মহম্মদীর প্রবেশ)

মহ। এই যে এই যে বেশি আর খুঁজতে হ'ল না। এস বিবিসাহেব! চলে এস।

মীরণ। মেয়ে কই?

লুৎফ। কোথায় আমায় যেতে হবে?

মহ। ঘাষিটীবেগম, আমনাবেগম, আর তোমাকে ঢাকায় যেতে হবে। তারা বজরায় উঠেছে, তুমি এস।

মীরণ। মেয়ে রাখলি কোথায়?

লুৎফ। আমায় যেতে হয়, আমি যাচ্ছি। মেয়ে কোথায় যাবে ?

মীরণ। যাবে না—তোর ইচ্ছেতেই কাজ হবে কি না।

লুৎফ। তা হ'লে আমি বলব না—তুমি খুঁজে নাও।

মীরণ। মহম্মদী! তুই বেটীকে ধরে নিয়ে যা। মেয়েটা বাগানের ভেতর কোথায় লুকিয়ে আছে—খুঁজি।

লুৎফ। ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করতে সময় দেবে না ?

মীরণ। আর ঈশ্বরের নাম নেয় না। যা মহম্মদী, বেটীকে ধরে নিয়ে যা।

লুৎফ। প্রভু! চল্লুম—বাঁদীর শেষ সেলাম গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গা-বক্ষ।

লাহোরীবেগ ও মতিবিবি।

লাহোরী। আচ্ছা বিবি এস এস। এই খানে জেঁকে বইস।

মতি। রাত্তিরেও যদি তোমার টোকা চাপা থাকতে হবে, তা হ'লে আর বেঁচে সুখ কি। আ! একটু নিশ্বেস ছেড়ে বাঁচলুম।

লাহোরী। আহা! দম ছাড়লে যদি জান বাঁচে, বিবি তা হ'লে এই খানেই বসে দম ছাড়।

মতি। দু'দিন একটা টোকার ভেতর থেকে মানুষে কি কখন বাঁচে! আমার নাকি বড়ই কঠিন প্রাণ, তাই এখনও বেঁচে আছি। কতদূর এসেছি বেগসাহেব?

লাহোরী। অনেক দূর এসেছি বিবি। বড় টান না হ'লে এতক্ষণে তোমায় ডেরায় হাজির করে ফেলতুম। আজ দিনমানে যে লা' চালাতে ভরসা করলুম না। কাল যেমন দিন রাত চলেছিলুম, তেমন আজ পারতুম।

মতি। আজ পারলে না কেন?

লাহোরী। বাপ্! আজ গাঁঙে যে লায়ের ভিড়।

মতি। বড় নগর আর কতটা পথ আছে?

লাহোরী। ও আল্লা! বড় নগর যে অনেক কাল ছাড়িয়ে এসেছি।

মতি। তা করলে কেন? তোমার মনিব যে আমাকে বড় নগরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন!

লাহোরী। তাতো বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে তোমায় নিয়ে যেতে পারলুম কই। নিয়ে যাবত মনে করলুম। কিন্তু ঘাটে গিয়ে দেখি যে রাণীভবানীর আমলা সব ঘাটে বসে চৈতন ঝাড়ছে। একটা মাটীর ডেলার গায়ে ব্যালের পাতা, আর আলো চাল ঢালতে ঢালতে মুখে ক্যাবা দিচ্ছে। তাইতে আর সে ঘাটে লা ভিড়ুতে পারলুম না।

মতি। রাণীভবাণী ত নাটোরে থাকেন, তা বড়নগরে তার কি?

লাহোরী। ও বাবা! বড়নগরে তার কি! বড়নগরে তার মস্ত কাণ্ড—প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী, প্রকাণ্ড ভাণ্ডারা, হঁ্যাদু মুসলমান বিচার নেই, যে আসে সেই পেট্‌টা পুরে খেতে পায়—রোজ হাজার অতিথ অন্ন পায়। তাই কি যেমন তেমন অন্ন। খাসা মাখমমারা ঘী দিয়ে—বুঝেছ বিবি—তাতে বুঝেছ বিবি! তোফা পাটনেয়ে পেঁয়াজ।--

মতি। দূর! হিন্দুর ঠাকুরকে কি কখন পেঁয়াজ দেয়?

লাহোরী। আরে। আমিই কি দিতে বলছি—মনে করনা দিলে! একদিন তার খোস্‌বো আমাদের হুজুরের কুটী পর্য্যন্ত ছুটে ছিল। আমি তার খোসবো না সামলাতে পেরে, বুঝেছ বিবি!—

মতি। বুঝতে পেরেছি বলে যাও।

লাহোরী। সে খোসবোতে ভর হয়ে, চুপি চুপি মাথাটা না ঢেকে—সেখানে ছুটলুম গিয়ে অতিথ হলুম।

মতি। তুমি মুসলমান হয়ে কেমন ক'রে ঢুকলে?

লাহোরী। আমি কি আর মুসলমান কবুল করলুম—তারা আমায় পুছ্ করলে তুমি কি জাত? তুমি হ'লে বিবি একেবারে থতমত খেয়ে যেতে। আমিত আর থতমত খাবার ছেলে নই, একেবারে তড়াক ক'রে কয়ে দিলুম—বদ্যিনাথের বক্‌রা।

মতি। বেছে বেছে ঐ জাতটাই মনে এলো কি করে বেগসাহেব?

লাহোরী। আর কি করি বিবি! চেয়ে দেখি কোন শালার দাড়ী নেই। সবার মাথায় এক এক মুর। দাড়ীতে হাত ঠেকতেই মনে পড়ে গেল যে, অন্য কোন জাত কইলেই শালারা মুসলমান ব'লে ধ'রে ফেলবে। মনে করলুম বলি এঁড়ে। কিন্তু এতখানি চৈতন এঁড়ে বলতে ভরসা পেলুম না বিবি! কাজেই ওইটেই কয়ে দিলুম। মনে করলুম শালারা জাত ঠীক করতে না করতে আমি তিনহাঁড়ি খিচুড়ী পাচার ক'রে দেবো।

মতি। তারা তোমার জাতের কথা শুনে কি বললে?

লাহোরী। মাথা ঘুরে গেল, আর বলবে কি! খানিকক্ষণ আপনা আপনি কি হিসির ফিসির করলে, বার কতক চৈতন চটকালে, তারপর বললে ওই কোনে বসো। মনে মনে বললুম, দে শালা, কোনেই দে। বদ্যিনাথের বক্‌রা—আমার বার কতক জাবর কাটা নিয়ে কথা।

মতি। কি খেলে?

লাহোরী। সে যাওয়ার কথা আর ব'লনা বিবি! সে কি খাওয়া—যেমন ক্যালাপাতাটা পেতেছি,—অমনি বলে বাইরে যা, বাইরে যা! আমি বস্তিনাথের বকরা আমি কি অমনি উঠি। প্রথমেইত, ঢিপ করে পিঠে একঘা লাঠী খেলুম।

মতি। কেন—এমনটা করলে কেন?

লাহোরী। শালারা বলে আমি ক্যালাপাত উলটে পেতেছি। আমি মুছুলমান। ধরে ফেললে—বিবি! চৈতনের ভারি বুদ্ধি—ধরে ফেললে। —অমনি হৈ চৈ পড়ে গেল।—শেষে দেওয়ানজী কোথায় ছিল, সে কি হয়েছে কি হয়েছে ক'রে এসে পড়ল—এসে দেখে আমি উলটো ক্যালাপাত সুমুখে পেতে পিঠে নাদনা খাচ্ছি। দেওয়ানজী হাঁ হাঁ করে উঠলো। বললে—হলেই বা মুসলমান, অতিথ দেবতা। বেশ ক'রে পেটভরে ওকে খেতে দাও। আমি বললুম—বলুন ত কর্ত্তা! তোমরা খোদার দরগায় সিরনী খেতে গেলে, আমরা কি নাদনা পেটা করি?

মতি। তারপর?

লাহোরী। তারপর আবার কি—খাওয়া। পিঠের কাজ হয়ে গেল, আবার পেটের কাজ সুরু হ'ল। আ! সে কি খাওয়া বিবি সে কথা মনে হ'লে!—(গীতে—

পরাণ ফাটি বেইরে যদি গেলরে চাচী!
আমার লিকে হয়ে লাভটা হল কি!

বিবি! আসমানে তারাগুলো তোমায় দেখে পিট পিট করে চাচ্ছে—তুমি শালাদের একটা গান শুনিয়ে দাও। শালারা গলে যাক্।

মতি। কি খেতে দিলে তাতো বললে না।

লাহোরী। আবার সে খাবার কথা। পেটে ঠেসে বেগুনের কাবাব—তাতে পাটনেয়ে প্যাজের বুকনী।

মতি। আবার পাটনেয়ে প্যাজ!

লাহোরী। আরে দূর ছাই—ওই পেঁজের কথাই মনে আসে। আচ্ছা ওছাই খাওয়ার কথা থাক্—তুমি একটা গান গাও।

মতি। এই কি আমার গানের সময়?

লাহোরী। কেন কি হয়েছে—গান গাইতে আবার সময় অসময় কি!

মতির গীত।

আপন মনে চলে তটিনী।
আপন ভাবে বিভোর হয়ে,
আপন কথা নেযায় বোয়ে,
কোথায় কে তার শুনবে আপন জানে আপনি॥
মাথার তরঙ্গ-বেনী, এলিয়ে দেছে, কল্লোলিনী;
জড়িয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে তারার গাঁথনী॥
গরব ভরে সুখের ঘরে চলেছে ধনী॥

বা! বা! তোমার সাদী হয়েছে?

মতি। না।

লাহোরী। এতবড় জোয়ানটা সাদী হয়নি!

মতি। আমাদের সাদী হওয়া বড় ঝঞ্ঝাট।

লাহোরী। সেকি বলছ বিবি! এই আমি তো তোমার কাছে ছাবাল টা। এরি মধ্যে তিন চারটে নিকের বিবি কবরে দিয়ে এখন ও কাজের হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আর তোমার একবারও সাদী হ'লনা।

মতি। আমরা জাতে নটী। আমাদের ভাল ঘরে বে হবার যো নেই।

লাহোরী। নটী সে কি?

মতি। নাচওয়ালী।

লাহোরী। ও! আসল দিল্লীর ঠুংরী!—বাইজী?

মতি। এই—ফয়জান বিবির কথা শুনেছ?

লাহোরী। তার কথা আর শুনিনি! তার সঙ্গে আমার মামুর নিকে হয়েছিল।

মতি। সে ফয়জান নয়, এ দেশ প্রসিদ্ধ ফৈজি বিবি! নবাব সিরাজউদ্দৌলার বেগম।

লাহোরী। নবাব যারে ঘরেপুরে দেয়াল ঠেসে মেরেছিল?

মতি। হাঁ সেই--আমি সেই ফৈজি বিবির ভাইঝী।

লাহোরী। আরে বাপরে বাপ্! তাই তোমার চেহারায় এত জোলস। আমার হুজুরেরও সাদী হয়নি, আমি তার সঙ্গে তোমার সাদি দিয়ে দেবো।

মতি। তোমার হুজুরের নাম কি?

লাহোরী। আরে বাপ্‌রে বাপ্! আমার হুজুরের নামে বাঘে গরুতে জল খায়—তুমি জাননা!

মতি। আমি পরদানসীন—আমি কেমন ক'রে জানবো।

লাহোরী। তা বটে—তুমি কেমন ক'রে জানবে! হুজুরের নাম রাজা রামনারাণ।

মতি। ওই উনি!

লাহোরী। ওই উনি। প্রতাপটা দেখলে ত? শুধু শুনে একটা তাল ঠুক্‌লে, আর শালাদের হাতের তলোয়ার খসে গেল।

মতি। তা উনি এখনো বিবাহ করেন নি কেন?

লাহোরী। এই দেখছি তোমার জন্তে।

মতি। ছি! ওকথা কইতে নেই।

লাহোরী। কেন কইতি থাকবে না? অত চেকনাই নিয়ে যদি সাদী না কর, তাহ'লে খোদার এজলাসে গুণাগারী হয়। তোমায় দেখে হাজার আদমীর পরাণ রি রি করতে থাকুক, আর তুমি মজা করে চোখ ঘুরিয়ে চলে যাও। তা হবে না বিবি, সাদী তোমায় করতে হবে।

মতি। তোমার প্রভু উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়। তিনি আমাকে বিবাহ করবেন কেন?

লাহোরী। হুজুর আমার কথা না করে না।

মতি। উনিই রাজা রামনারাণ! আমার বাবার কাছে ওঁর কথা কতবার শুনেছি।

লাহোরী। তবে আর কি—শোনাটা আগে হয়ে গেছে—চেনাটা বাকী ছিল—তাও হয়ে গেছে। তাহ'লে হুকুম কর এইবার সাদীর নেসবৎট। পাকিয়ে ফেলি।

মতি। না বেগ সাহেব। কিছু তুমি জাননা। তোমার মনিবের অন্তঃপুরে আমি ঢোকবার অধিকারী নই।

লাহোরী। তাহ'লে তুমি পাটনায় যাচ্ছ কেন?

মতি। আমি যাচ্ছি, না তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। রাজা ত আমাকে তোমাদের বড় নগরের কুটীতে রাখতে বলে দিয়েছিলেন।

লাহোরী। কি তোমাদের জাতের ব্যাপার, ও কিছু বোঝলাম না বিবি!

মতি। ও তোমার বোঝবার যো নেই।

লাহোরী। বেশ, ফিরে চল।

মতি। চল।

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। ওরে মাঝী!

লাহোরী। সরে যাও, সরে যাও।

সম। ওরে মাঝী!

লাহোরী। কি কর্ত্তা!

সম। তোর ও টোকার ভেতর কি?

লাহোরী। আজ্ঞে কর্ত্তা এগুলা বাগ্‌দো চিংড়ি।

সম। সত্যি বলছিস্?

লাহোরী। সত্যি নাত কি মিছে!

সম। জীয়ন্ত না মরা?

লাহোরী। আজ্ঞে কর্ত্তা ধড়ফড় করছে।

সম। তাহ'লে জলের মাছ এখনি জলে ছেড়ে দে। দেরি করিস্‌নি।

লাহোরী। কেন কর্ত্তা?

সম। চিলে ছোঁ মারবে।

লাহোরী। টোকার ভেতর থেকে!

সম। দেরি করিস্‌নি বোকা, দেরি করিস্‌নি।

লাহোরী। ছাড়তে যে মায়া হচ্ছে কর্ত্তা। বড় নাচওয়ালী বাগ্‌দো চিংড়ি এই দেখ টোকা শুদ্ধু নাচিয়ে তুলছে।

সম। তবে মর্।

লাহোরী। হাঁ হাঁ—

মতি। আর হাঁ বোকা এখনও বুঝতে পারলে না! কোথায় যাব মহাশয়! অপরিচিত দেশ—পথ ঘাট যে কিছু জানিনা!

সম। আর একটু এগিয়ে যান গেলেই গ্রামের পথ—সেই পথের ধারে চটী। বলবেন স্বীরজা সমসেরের আত্মীয়া। দেরি করবেন না—দেরি করবেন না।

[সমসেরের প্রস্থান।

মতি। ও পায়ের ওই ঘাটে লাগিয়ে দাও।

লাহোরী। তোমায় একলা ছেড়ে দেবো?

মতি। ছেড়ে না দিলে রক্ষা করতে পারবে না। বুঝতে পারছ না, আমায় ধরতে নবাব লোক পাঠিয়েছে।

লাহোরী। তারপর?

মতি। তারপর সুবিধে বুঝে সন্ধান ক'র। কিন্তু দেখো ভাই সাহেব আমায় ভুল না। খুঁজো।

লাহোরী। আর কি তোমায় খুঁজে পাব? তা পাই না পাই—তুমি জান বাঁচাও।

মতি। একখানা ছোরা আমায় দিতে পার?

লাহোরী। শুধু ছোরা নয়। তোমার হাতে কিছু নেই-- তাই হুজুর পথ খরচ করবার জন্য এইটে দিয়েছেন।

মতি। একি!—আংটী!

লাহোরী। তখন তাড়াতাড়ি—আর কিছু দেবার ছিলনা।

মতি। বেশ দাও।

লাহোরী। তুমি চটী ছেড়ে যেয়ো না। মোর ফেরবার জন্তে নিদেন একটা দিনও দেরী ক'র।

মতি। আচ্ছা।

লাহোরী। চলে যাও—চলে যাও!

(মতি বিবির প্রস্থান।

লাহোরীর গীত।

ওরে নায়ের মাঝী।
ভরা গাঙে ভাঙা তুফোন চ'ল্‌বেনা তোর কারসাজি॥
সুমুখে যৌবনেরি বান, পাছে তোর পিরিতের তুফান;
মাঝে আছে পান্‌সী ডিঙ্গি হাল ধরে তার সেখের ঝি॥
আশার বাতাস এলোমেলো ধাক্কা লাগ্‌লে ক'র্‌বি কি॥

(মহম্মদী ও অনুচরগণের প্রবেশ)

মহ। এই মাঝী!—(লাহোরীর গীত) এই ও উল্লুক!

লাহোরী। কি কর্ত্তা!

মহ। লা ভিড়িয়ে আন্‌।

লাহোরী। এ মাছের ডিঙ্গি কর্ত্তা—খেয়ার লা নয়?

মহ। আমরা মাছই নেবো—

লাহোরী। মরা কোটালে মাছ পাব কোথা! পেটের মাছই জোগাড় করতে পারি না।

মহ। লা ভিড়িয়ে আন্‌ হারামজাদ! নইলে গুলি মেরে মাথার ঘী বার করে ফেলবো। তোর টোকায় কি আছে দেখবো।

লাহোরী। দেখ—

মহ। কাছে আন্‌—

লাহোরী। কর্ত্তা ভারী টান। একজন লোক পাঠিয়ে দাও। (জনৈক অনুচরের নৌকায় গমন) নৌকায় আর দেখবে কি। ···একটা এক ডিমোলা চিংড়ী ছিল। সে জলের মাছ জলে গেছে—

অনু। হুজুর— হুজুর! এ সেই লাহোরী।

মহ। পাকড়া শালাকে পাকড়া।

অনু। উলটে গেল—না উলটুলো—হুজুর রক্ষে কর—ডুবিয়ে মারলে।

সকলে। ধর্—ধর্—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন-পথ।

মীরকাসিম ও সমসের।

সম। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! এমন অসময়ে এমন স্থানে যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

কাসিম। খবর কি সমসের?

সম। আপনার খবর কি?

কাসিম। আমার খবর এই যা দেখছ। এই ফকীরীর পরিচ্ছদই আমার সমস্ত সংবাদ। আমার স্ত্রীপুত্র রংপুর থেকে মুর্শিদাবাদে নীত হয়েছে। ইংরেজের সঙ্গে পরামর্শের কিছুই মীমাংসা হ'ল না। আমিয়ট প্রধান শত্রু। সে আর পাঁচ জনকে তার মতাবলম্বী করবার চেষ্টায় আছে। তা যদি করতে পারে, তা হ'লে সমস্ত আশা নির্ম্মূল। এক জন কেবল আমার পক্ষ। সে ভান্সিটার্ট। কিন্তু সে একা আমার পক্ষে থেকে কি করবে?

সম। তবেত একেবারে বসিয়ে দিলেন।

কাসিম। এক উপায় অগাধ টাকা। কিন্তু তা আমার কই! সিরাজের মহিষীর কাছ থেকে যে টাকা অপহরণ করে-

ছিলুম, তাও আমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মীরজাফরের আয়ত্তে। সুতরাং আশা আর নেই। তবে এক সুখের সংবাদ—সিরাজ-কন্যাকে রক্ষা করতে পেরেছি। তাকে ভান্সিটার্টের হাতে দিয়ে দিয়েছি।

সম। আমিও সিরাজমহিষীকে রক্ষা করেছি।

কাসিম। রক্ষা করেছ! আ! মনের একটা বড় যন্ত্রণা দূর ক'রে দিয়েছো! আমার চোখের ওপর ঘাতকেরা সে অভাগিনীকে ধ'রে নিয়ে গেল, আমি তার কোন উপকার করতে পারলুম না। কোথায় তিনি?

সম। আমি এই নিকটের একটা চটীতে তাকে আশ্রয় নিতে বলেছি। তারপর এই নিজে চলেছি।

কাসিম। তুমি এখানে এলে কেমন ক'রে?

সম। গঙ্গার বুকে বজরার সার দেখতে পেলেন না?

কাসিম। পেয়েছি।

সম। মীরণ ক্লাইবের সঙ্গে সাজাদার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে। আমার দুর্ভাগ্য আমি তার সঙ্গে যেতে নবাব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। আপনার মুখ চেয়ে আমি ওই সকল পাপিষ্ঠের মোসাহেবী করছিলুম। আপনি যখন নিরাশ হ'লেন, তখন আমি আর শয়তানদের চাকরী করব না—আমিও ফকীরী নেব।

কাসিম। একেবারে নিরাশ হইনি। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা জীবনের সঙ্কল্প করেছি, সেই জন্ত বারম্বার আমার গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করলুম। হতাশ হ'লে বাঁচবো কেন। তবে স্ত্রী পুত্র—বুঝি হারালুম! কি করব? মানুষে অতি আগ্রহেও ত পরম প্রিয়সামগ্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

তুমি আর বিলম্ব ক'র না—যাও, বেগম সাহেবকে সঙ্গে নাও—এস, এই অবকাশে তাঁকে ভান্সিটার্টের আশ্রয়ে রেখে আসি।

(মতিবিবির প্রবেশ)

মতি। এই যে মীরজা সাহেব! আপনার মুদীত আমাকে ঘরে স্থান দিলে না।

কাসিম। এ কে! একি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী! এ তুমি কাকে রক্ষা করলে সগসের!

সম। তাইত হুজুর আমি এঁকেইত রক্ষা করেছি।

কাসিম। এখনও রক্ষে করতে পারনি। এস বিবিসাহেব, সঙ্গে এস।

মতি। আপনি ত ফকীর, আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?

কাসিম। যেখানে নিয়ে যাব, সেই খানেই যাবে।

মতি। আপনি যান। আমার আর যাবার প্রয়োজন নেই।

কাসিম। ফকীর দেখে কি, আমার শক্তিতে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মতি। ভেতরে কি আছে বলতে পারি না। বাইরে দেখেত কিছু আছে বলে বোধ হচ্ছে না। সন্ন্যাসী ফকীর! যদি মন্তর তন্তর জানেনতো স্বতন্ত্র কথা।

কাসিম। বেশ আমার সঙ্গে চলেই দেখ।

মতি। না ফকীর তুমি যাও।

সম। কেন বিবি সাহেব ভয় পাচ্ছ! তোমার জন্ত যদি প্রাণ দিতে হয় ত প্রাণ দেবো।

মতি। তাতেত আমার বিপদ যাবে না। বিপদ উপস্থিত হলে আমি নিজেই প্রাণ দিয়ে তোমাদের রক্ষা করতে পারি।

সম। একি বলছ বিবি!

মতি। আমি এমন পিতার ঔরসজাত নই যে, প্রাণের জন্য আমাকে অতিথ ফকীরের আশ্রয় নিতে হবে।

কাসিম। আপনি কার কন্যা?

মতি। সে কথা জানবার প্রয়োজন নেই সা'জি! তবে বড়ই দুঃসময়ে পড়েছি, তাই আজানা দেশে, আজানা পথে আপনাদের ন্যায় নিরীহ জীবের কাছে আমাকে প্রাণের জন্য দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রাণের মমতা রেখেছি বলেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা। আজ আমি সেই মমতা ছাড়লুম—একেবারে ছাড়লুম। সুতরাংএখন আমি সব দুর্দ্দশার জন্য প্রস্তুত। ফকীর্জ! আপনি আপনার পথে গমন করুন, আমিও আমার পথে গমন করি।

(বেগে লাহোরীর প্রবেশ)

লাহোরী। আয় শালারা কত ছুটবি ছোট্।

(মহম্মদীর ও অনুচরগণের প্রবেশ)

মহ। আর তুমি কোথায় যাবে! তুমি আমার অর্দ্ধেক সঙ্গী ডুবিয়ে মেরেছ। মারো মারো।

মতি। আর তোর মারতে হবে না গোলাম! এই আজ নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যার প্রতিশোধ।

সকলে। মার—মার—

মহম্মদীকে আক্রমণ। মহম্মদীর পতন।

কাসিম। খবরদার শয়তান!

সকলে। ও বাবা আরও আছে—পালা—পালা! (পলায়ন)

কাসিম। যথার্থই আপনি বীরাঙ্গনা। আপনার উপকার

করবার কথা তুলে আমি ধৃষ্টতা করেছি। বিবি সাহেব! আমায় মাফ করুন।

মতি। এক উপকার করতে পারেন। আমি পিত্রালয় হতে পলায়ন করে অবধি দাঁড়াবার স্থান পাইনি। এক বস্ত্রেই আছি। আমি আপনার কাছে ফকীরীর আচ্ছাদনটী ভিক্ষা করি।

কাসিম। এখনি নাও।

মতি। কে আপনি?

কাসিম। আপনার রূপ-মুগ্ধ -আপনার গুণ-মুগ্ধ। যদি কেউ বাঙলায় নবাবী করতে চায়, সে যেন তোমার ন্যায় শক্তি-শালিনীকে মসনদের অংশভাগিনী করে।

মতি। আপনি মীরকাসিম খাঁ— জিন্নেতমহলের স্বামী।

কাসিম। আপনি কে?

মতি। এস লাহোরী।

লাহোরী। এ মূর্ত্তি আগে দেখাতে কি হয়েছিল বিবি সাহেব! তাহ'লে কি না ছেড়ে পালিয়ে আসি।

কাসিম। একি সমসের!

সম। বুঝতে পারলুম না জনাব!

কাসিম। তুমি আপাততঃ আমার সঙ্গে এসো না।

সম। যথা আজ্ঞা।

কাসিম। কোথায় থাকবে?

সম। মীরণের সঙ্গে।

কাসিম। সেকি! এই যে এরা তোমাকে দেখে গেল!

সম। তাতে কি! যদি মীরণ মারে মরবো। এই রমণী জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিতে পারলে, আর আমি পারবো না।

কাসিম। সে মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে সমর বিজয়িনী হয়ে চলে গেল। তুমি যদি পার, তুমিও বিজয়ী হবে!

সম। তাই বলুন।

[প্রস্থান।

কাসিম। রমণী! যে হও তুমি, আমি তোমায় চিনিনি, কিন্তু তুমি আমায় চেনো। অন্তর্যামিনি! ভগ্নহৃদয়ে অন্ধকারে ডুবতে চলেছিলুম—তুমি ক্ষুদ্র ভেলার ন্যায় আমায় আলোক পরিধির মধ্যে ভাসিয়ে তুললে। যদি এ আলোকেও চলতে না পারি, তাহ'লে আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির-সম্মুখ।

মীরণ ও অনুচর।

অনু। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহম্মদীবেগ আমাদের নেই।

মীরণ। কি হ'লরে!

অনু। আমরা সেই আওরতের সন্ধান পেয়ে, তার পেছন পেছন ছুটেছিলুম।

মীরণ। তারপর?

অনু। তাকে ধ'রেও ছিলুম।

মীরণ। ধরে ছেড়ে দিলি!

অনু। আজ্ঞে হুজুর ছিনিয়ে নিলে।

মীরণ। কেরে!

অনু। মীরকাসিম খাঁ অন্ধকারে গা ঢেকে ছিল—আমরা কেউ টের পাইনি। আওরৎকে ধরে নিয়ে আসছি, এমন সময় সেই অন্ধকার থেকে মহম্মদীবেগকে গুলি মারলে। কে কোথা থেকে মারছে, জানতে না জানতে, লোক চিনতে না চিনতে আমাদের অর্দ্ধেক লোক কাবার হয়ে গেল।

মীরণ। উঃ! বাবাটা কি কাপুরুষ! একে মেরোনা, ওর গায়ে হাত দিয়ো না, তার বাড়ীর দিক মাড়িয়ো না—এমন লোককেও মসনদে বসায়! কি করি! এই বাবাটার হাত থেকে নিস্তার না পেলে আমার চলছে না। চব্বিশ ঘণ্টাই ফিরিঙ্গির ভয়ে ম'ল।

অনু। আপনি না মসনদে বসলে আমরা কিছু করতে পারছি না।

মীরণ। এতদিন কোনকালে মীরকাসিমকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতুম— রামনারাণকে সরিয়ে দিতুম বাবাটার জন্যে কিছু করতে পারলুম না!

অনু। সন্ধান পেলুম, মীরকাসিম খাঁই ফকীর সেজে গুল্‌-ফনকে সরিয়ে দিয়ে গেছে।

মীরণ। আচ্ছা তুই শিগ্‌গির সমসেরকে ডেকে দে।

অনু। বলতে সাহস হচ্ছে না।

মীরণ। সাহস হবে না কেনরে বেটা, বল্‌না। তোদের সাহস বেঁচেও হবে না, ম'রেও হবে না। অমন আওরৎ হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি! পাজী বেটারা আমার হাতে বিবিকে দিয়ে তোরা ম'লিনি কেন, তাহ'লে আমি তোদের ওপর খুসী হ'তে পারতুম—বল্‌।

অনু। আজ্ঞে সমসের খাঁও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মীরণ। সমসের খাঁ!

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। কেন হুজুরালি অধীনকে স্মরণ করছেন!

মীরণ। পাজী! বেইমান! তুমি আমার খেয়ে আমারই বেইমানি কর।

সম। সমস্ত বাঙলাই আপনার যদি বেইমানি করি, তাহ'লে আর কার খেয়ে করব হুজুর।

মীরণ। ও চালাকীর কথা রাখ্।

সম। মোসাহেবী করতে জন্মেছি, শুধু কথা বেচে খাই— চালাকী আপনাআপনি যে আসে!

মীরণ। সে আওরৎকে রাখলি কোথায়?

সম। তাঁকে আমরা রাখিনি—তিনি দয়া ক'রে আমাদের রেখেছিলেন। তিনি আপনার মহম্মদীবেগকে মেরেছেন, দলকে নাস্তানাবুদ করেছেন—আপনার ওই বীরপুরুষ অনুচর আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

মীরণ। কিরে!

অনু। আঁউ আঁউ!

সম। বল্‌না নেমকহারাম! আলিজাহা যদি বাঁচতে চান, সে স্ত্রীলোকের লোভ করবেন না।

মীরণ। কাসেম আলীর সঙ্গে কি করছিলে!

সম। অবাক হয়ে রমণীর বীরত্ব দেখছিলুম।

মীরণ। তুমি বেইমান, তোমাকে আমি খুন করবো।

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। ও সাধুকে কেন মীরণ, আমাকে হত্যা কর।

অনু। এই- এই।

মীরণ। য়্যাঁ--য়্যাঁ—কে আছিস ?

কাসিম। ভয় নেই - হত্যা করতে আসিনি। কিন্তু চীৎকার যদি কর, তা'হলে আত্মপ্রাণ রক্ষারজন্য তোমাকে মেরে ফেলতে হবে। (অনুচরের প্রতি) এই ও হারামজাদ। অস্ত্র ফেলে দে।

অনু। দিচ্ছি।

কাসিম। চুঁয়া খাড়া রও।

অনু। রইছি।

মীরণ। তোমাকে এখানে কে আসতে বললে ?

কাসিম। কোন মানুষে কি আর তোমার কাছে আসতে বলে! বিপাকে পড়ে আসতে হয়। কেন তুমি আমার স্ত্রী পুত্রকে রংপুর থেকে চুরি করে এনেছো।

মীরণ। আমি আনিনি—বাবা এনেছে।

কাসিম। এখনি বাপ্‌কে পত্র দে। যদি আমার স্ত্রী পুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, যদি আমার অর্থ নষ্ট হয়, তাহ'লে তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

মীরণ। আচ্ছা দেবো।

কাসিম। হলফ্ কর্।

মীরণ। তামাদার কসম্।

কাসিম। যাও সমসের, নবাবজাদার সঙ্গে যাও —চিঠি নিয়ে মুরশীদাবাদে গিয়ে আমার স্ত্রী পুত্রের ভার গ্রহণ কর।

[সমসের, মীরণ ও অনুচরের প্রস্থান।

কাসিম। বেইমান যে কথা রাখবে তাতো বোধ হয়না—তবু ভয় মৈত্রে যতটা রক্ষা করতে পারি। আর ভগবান তুমি রক্ষা কর। আমার স্ত্রী আমার পুত্র--তাদের ছাড়া আর কিছু জানতেম না।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

(মীরণ ও সমসেরের প্রবেশ)

মীরণ। তুই কি মনে করেছিস –আমি কথা রাখবো ?

সম। সে অনেকক্ষণ বুঝেছি। মীরকাসিম খাঁ বুদ্ধিহীন, তাই বিশ্বাস করেছে।

মীরণ। তাকে মারবো, তার ছেলেকে মারবো। আর তোকে—(ভান্সিটার্টের প্রবেশ) আইয়ে ভান্সিটার্ট সাহেব আইয়ে। ভাই তোমাকে ফৌজদার করবো কিছু ব'ল না—কিছু ব'ল না !

সম। না জনাব ! বলব কেন ?

ভান্সি। ও মিয়া সা'ব কোন হ্যায় ?

মীরণ। মেরা বহিনকা খসম হ্যায়।

ভান্সি। ও ! কাসিম আলি ?

মীরণ। হাঁ সাব্।

ভান্সি। ওই হ্যায় ?

মীরণ। বড়া হুসিয়ার আদমী হ্যায়, এলেমি হ্যায়।

ভান্সি। হিঁয়া—আপকো পাস কিসিয়াস্তে আয়াথা ?

মীরণ। মেরাসাত বহুত দোস্তি হ্যায়। আপোষমে মুলাকাত করনে আয়াথা।

ভান্সি। আউর ওহি দোসরা মিয়াসা'ব ?

মীরণ। ওভি মেরা দোস্ত হ্যায়।

ভান্সি। তব্ হল্লা কাহে হোথাথা।

সম। উত হামলোককো দস্তুরই হ্যায়—যব কাজিয়া হোতা হ্যায়, তববি হল্লা হোতা হ্যায়, দোস্তি মহবৎমেরি ওহি হল্লা, যব নিদ্ যাতাহ্যায় তববি হল্লা হোতা হ্যায়। হামারা মালেক যো হ্যায়, উতো বড়া জবর, বড়া হুঁসিয়ার আদমি হ্যায়। সব কাম হল্লামে ফতে কর্‌দেতা হ্যায়।

ভান্সি। বহুত আচ্ছা। জেনারেল সাব হুজুরকো সেলাম বোলা। আউর বোলা-আপকো আভি পূর্ণিয়া যানে হোগা। জেনারেল সা'ব আজিমাবাদ যাগা।

মীরণ। আভি?

ভান্সি। আভি—নেহিত সব কাম গড়বড় হো যাগা।

মীরণ। বহুত আচ্ছা।

ভান্সি। সেলাম।

[প্রস্থান।

মীরণ। সেলাম—বল'না ভাই সমসের বল'না!

সম। একি বলবার কথা! হুজুর আমি মুরশিদাবাদ যাই?

মীরণ। হাঁ-আমি বজরা করে দিচ্ছি। আমার ভাগে, আমার বোন। আমি কি মারতে পারি!

চতুর্থ দৃশ্য।

নবাবের কক্ষ।

রাজবল্লভ ও গুরগণ।

রাজ। যতক্ষণ না সাহেব আসে ততক্ষণ কোনও কথা কোয়োনা। কেবল পাঁচটা বাজে গল্পে আবদ্ধ করে রাখ।

গুর্। সাহেব কতদূর ?

রাজ। ঘাটে এসে পৌছুলো বলে - বালুচর অনেকক্ষণ ছাড়িয়েছে।

গুর্। নবাবজাদীকে রাখলেন কোথায় ?

রাজ। আপাততঃ হীরাঝিলে রেখেছি। সাহেবের সঙ্গে নবাবের একটা কথা বার্ত্তা ঠিক হয়ে গেলেই—নিজের বাড়ীতে রাখবো।

গুর্। দেখবেন রাজা, তাদের যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

রাজ। কিছু ভয় নেই। জিন্নেত মহল ও তার ছেলেকে কিছুতেই মীরণের হাতে যেতে দেবো না। আর তোমার এত মেহনত নিস্ফল যাবে না গুরগণ খাঁ। আমি তলেতলে খবর নিয়েছি ভান্সিটার্টই গবর্ণর হবে।

গুর্। এদিকে যে আমিয়ট আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছে।

রাজ। সেটা আহাম্মুক, তাই আস্ফালন ক'রে বেড়ায়। যাক্, যতক্ষণ না সাহেব আসছে ততক্ষণ তাকে কথায় গল্পে আটকে রাখ। মীরকাসিমের সন্ধান গেলে ?

গুর্। কাজটা পাকা ক'রে তুলুন, তারপর একবারেই সন্ধানে বেরুবো।

রাজ। কাজ পাকা হয়ে গেছে, ঠিক জেনে রাখ। মীরকাসিম মসনদ না চায়, তার পুত্রকে বসাব। নবাব আসবার সময় হ'ল—আমি চললুম। যদি নবাব আমার খোঁজ করেন, তাহলে ব'ল আমি দপ্তরখানায় আছি—সাহেবদের সঙ্গে হিসেবের কি কাগজ দেখছি।

[রাজবল্লভের প্রস্থান।

(ভৃত্যগণের স্কন্ধে ভরদিয়া মীরজাফরের প্রবেশ)

মীর। কিহে গুরগণ! আর দেখতে পাই না কেন?

গুর্। হুজুরালি জানেনইত কাপড়ের সন্ধানে গোলামকে বাঙলার নানাস্থানে যেতে হয়।

মীর। সে রকম মলমল আর দেখতে পাইনা কেন গুরগণ!

গুর্। শুধু মলমল কেন জাহাপনা! আর কোন সামগ্রাই দেখতে পাবেন না। বাঙলার সে সকল অপূর্ব্ব শিল্প দেখতে দেখতে লোপ পায়।

মীর। কেন বল দেখি!

গুর্। কোম্পানীর একচেটে ব্যবসা সব থেয়েদিলে। কারিকর সব একটী একটী করে সরে পড়ছে। তারা বলে এসমস্ত সামগ্রী সখের দর। দাদনের বাঁধনে পড়লে এতে মেহনত পোষায় না। দুএকজন ইংরেজ ব্যবসাদার বেশি খাটিয়ে অল্প পয়সা দেয়। না দিতে পারলে অত্যাচার। হুজুরের তরফ থেকে তার কোনও প্রতিকার হয় না। কাজেই তারা একে একে গা ঢাকা দিচ্ছে।

মীর। তা হ'লে দেখছি ব্যবসাগুলো ক্রমে ক্রমে যেতে লাগলো।

গুর্। যেতে লাগলো কি জাহাপনা, একরকম গিয়েছে। কৌন্‌সিলে দরখাস্তত সকল লোকে করতে পারে না। তারা জানে নবাবই রাজা—নবাবই রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু গোস্তাকি মাফহয়, নবাব তার কোনও প্রতিকার করতে পারেন না।

মীর। ওবাবা! ভিমরুলের চাকে কাটী দিয়ে কি, হুলের জ্বালায় ছটফটিয়ে মরবো!

গুর্। তাহ'লে আর দেশের কারিকর বাঁচবে কি করে। অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। যাতে আর তাঁতে না হাত দিতে হয়। আপনার এই মেদিনী-পুরের হুদ্দোয় প্রায় লাকো তুঁতিয়া তুঁতের 'চাষ করতো—রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে—তারা না খেতেপেয়ে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করেছে।

মীর। বেশ করেছে। চুলোয় যাক শিল্প ব্যবসা। এখন-কার সময়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। জাঁহাপনা একজন গোরা।

মীর। আবার কে গোরা!

ভৃত্য। বললে বাঁশিটাট।

মীর। বাঁশিটাট!—যা সেলাম দে! ভ্যালা আপদ্! যাও গুরগণ! এখন যাও।

গুর্। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

মীর। বাঁশিট্যাট—আমিয়ঁ্যাট—হলাওল ক্যারিকোল—ম্যাক গুয়ে—না বেটারা আর টেঁকতে দিলে না।

(রাজবল্লভ ও ভান্সিটার্টের প্রবেশ)

রাজ। জাঁহাপনা ইনি মাষ্টোর ভান্সিটার্ট—কৌন্সিলের মেম্বর হয়ে মান্দ্রাজ থেকে বাঙ্‌লায় এসেছেন।

মীর। বেশ করেছেন—বাঙ্‌লাতেই এখন ভাগলপুরে গরুর অধিষ্ঠান। যত টানবেন তত দুধ।

ভান্সি। নবাব কি বলছেন?

রাজ। বলছেন, পথে আসতে আপনার শরীরটে কিছু দুর্ব্বল হয়ে গেছে—সেইজন্ত ভাগলপুরে গরুর দুধ খেতে বলছেন।

ভান্সি। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হামি পান করবেন।

মীর। খুব করবেন -কণ্ঠায় কণ্ঠায়—আর যেমনি বকুৎটী সরু হবার লক্ষণ হবে অমনি দেশে চলে যাবেন।

ভান্সি। এখন হামি দেশে যাবে না।

মীর। এখন কেন—এখন! কণ্ঠার হাড় মরেনি – আগে বাঙ্‌লার হাড় মাস খাও।

ভান্সি। বাঙ্‌লার হাড় বড় মিঠা আছে।

মীর। এই যে স্বাদ টের পেয়েছো।

ভান্সি। শুনিলাম নবাবের অনেক টাকা কোম্পানীর কাছে দেনা হইয়াছে।

মীর। ওই! ভবি আসল কথাটী ভোলেনারে!—সাহেব! চারদিকের আদায় উসুল বন্ধ।

ভান্সি। একজন ভাল নায়েব নবাব নিযুক্ত করেন না কেন?

মীর। এই করবো সাহেব—ছেলেটা লড়ায়ে গেছে—ফিরে আসুক—তারপর তার সঙ্গে পরামর্শ করে - একটা ব্যবস্থা করবো। আপনাদেরও পরামর্শ নেব।

ভান্সি। বহুত আচ্ছা—সেলাম। হামি চলবে।

মীর। সেলাম।

(ভান্সিটার্টের ও রাজবল্লভের প্রস্থান, রাজবল্লভের পুনঃ প্রবেশ)

ও কি মনে করে এসেছিল ?

রাজ। ক্লাইবের সঙ্গে দেখা ক'রে কলকাতা ফিরছে—তাই পথে জাঁহাপনার সঙ্গে মুলাকাত করে গেল। ক্লাইবের পরে ওই কর্ত্তা হবে।

মীর। কেন আমাটী ?

রাজ। সে বোধ হয় হতে পারলে না।

মীর। ও বাবা, তাহ'লেইত মুস্কিল! ছিল আমের আঁটি হ'ল বাঁশি—এইবারে হাড়ে ভেঁপু বাজে আর কি। তা ওকি বরাবর কলকেতা যাবে ?

রাজ। দিন কয়েক কাসিমবাজারে থাকবে।

মীর। মেয়ে কোথায় ?

রাজ। হীরাঝিলে রেখেছি।

মীর। যে ক'দিন না ও কলকেতায় যায়, সে ক'দিন মেয়েকে তোমার হেঁপাজাতেই রাখো।

রাজ। যো হুকুম।

পঞ্চম দৃশ্য।

গৌড় পথ।

ফকীর ও মীরকাসিম।

ফকীর। কোথায় এসেছো, বুঝতে পেরেছ কি মীরকাসিম?

কাসিম। কখনত এ দেশে আসিনি, কেমন করে বুঝবো প্রভু! এমন ভীষণ জঙ্গলের ভিতরে, এমন অপূর্ব্ব স্থান!

ফকীর। এই সেই গৌড়।

কাসিম। এই সেই গৌড়!

ফকীর। এই নগর একদিন কত সমৃদ্ধিশালী ছিল, ভগ্নাবশেষ দেখে তার অনুমান কর। এখনও গৌড় মরেনি। বাঙ্‌লার নবাবদের শিক্ষাস্বরূপ হয়ে এখনও গৌড় বেঁচে আছে। এখানে বসে যারা বাঙ্‌লার উপর রাজত্ব করেছে, তাদের শক্তির তুলনা ছিল না। তাদের অট্টালিকা এখন বাঘ ভালুকের বাসস্থান।

কাসিম। এই সেই গৌড়! যার ঐশ্বর্য্য কথা এখনও বাঙ্‌লার পল্লীতে পল্লীতে গল্পগাথার পুষ্পস্তবক স্বরূপ বাঙ্গালীর স্মৃতিভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। মুরশিদাবাদের কীর্ত্তিও যার নামকে আবৃত করতে পারেনি, সেই বাঙ্‌লার পূর্ব্ব নবাবগণের কীর্ত্তিভূমি গৌড় নগরী! প্রভূ আপনার কৃপায় আমার এ তীর্থ দর্শন হ'ল।

ফকীর। গৌড় আজ তার বহু শতাব্দীর ব্যাধি মোচনের জন্ম একজন মানুষের অপেক্ষা করছে।

কাসিম। বাঙ্‌লায় কি মানুষ আছে?

ফকীর। নিজের নিকটেই এ প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান কর। এ প্রশ্নের উত্তর অন্যের নিকট প্রাপ্তি অসম্ভব। যে উত্তর দিতে চাইবে, তুমি জানবে সে জানে না। যে জানে সে উত্তর দেবে না।

কাসিম। এ মূর্ত্তি আমি আর দেখতে পারি না —প্রভু এখান থেকে বেরুবার পথ বলে দিন।

ফকীর। কেন, এই যে সম্মুখে গৌড়ের নবাবী আমলের পথ। যতদূর দেখ, কি প্রশস্ত কি সরল! যাবার অভিলাষ করেছ, কিন্তু তুমি নিঃসম্বল। কিছু পাথেয় দেবো অপেক্ষা কর!

কাসিম। এদিকে সমস্ত বাঙলার পূর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভূমি গৌড়ের প্রেতমূর্ত্তি। অন্য দিকে শক্তি-সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ অলস আবেশে নমিতাঙ্গী মুরশিদকুলি খাঁর নগরী। একের প্রলোভনে অন্ধকারময় প্রকৃতির পৃষ্ঠ থেকে, ক্ষুধার্ত্ত মহামারী প্রভঞ্জনের আবেগে ছুটে এসেছিল। অপরের প্রলোভনে, নীল সাগরের বক্রতার অন্তরাল থেকে, পশ্চিম দিক রাক্ষসীর ওই অনন্ত প্রজ্বলিত ক্ষুধা শতলোল রসনায় বাঙলার শ্যাম বনাচ্ছন্ন বেলাভূমিকে স্পর্শ করছে। যতই দেখছি, ততই প্রাণের ব্যাকুলতায় আমি অস্থির হচ্ছি। সম্মুখে স্বদেশ রক্ষারূপ উচ্চাভিলাষের প্রশস্ত পথ মুরশিদাবাদের দিকে পড়ে রয়েছে। আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করে সেই এই পথে অগ্রসর হোক। আমার সম্বল কই! মীরজাফর সিংহাসনে। কূট বুদ্ধি সমস্ত শক্তি ও লোক শক্তি নিয়ে ইংরাজ তাকে ঘেরে রয়েছে। নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে যখন আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই, তখন আমি কি সাহসে মুর্শিদাবাদের পথে পদবিক্ষেপ করতে চলেছি!

কিন্তু গৌড়! তুমি নীরবে ঘনপত্রের অবগুণ্ঠনে ধ্যান-মগ্না যোগিণীর ন্যায় মানুষের অপেক্ষা করছ। হে ঈশ্বর। গৌড়ের কামনা পূরণ কর। তার বন্ধন মুক্তির জন্য বাঙলায় একজন মনুষ্য ভিক্ষা দান কর। আমি অভাগ্য অযোগ্য—শুধু চোখের জল ফেলতে এসেছি—কাজ করতে আসিনি। আমা হ'তে এ মহৎকার্য্য অসম্ভব।

ফকীর। আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করতে পারে না, তার দ্বারা সকল কার্য্যই অসম্ভব। যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙলা জয় করলে, লোকে দেখলে সতেরো। কিন্তু যারা বাঙলা হারালে তারা দেখলে অসংখ্য। যারা পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ করলে, লোকে দেখলে তারা মুষ্টিমেয়, যারা হারলে তারা দেখলে অসংখ্য। আত্মশক্তিতে যদি নির্ভর করতে পার, তাহ'লে অসম্ভব কেন? লোকে দেখবে তুমি একা, কিন্তু শত্রু তোমাকে দেখবে অসংখ্য।

কাসিম। প্রভু! আমি যে নিঃস্বম্বল।

ফকীর। যার কাজ করবে সেই তোমাকে পাথেয় দান করবে। পাথেয় চাও, গ্রহণ করবে এস। অপূর্ব্ব রত্নরাজিপূর্ণ ধন-ভাণ্ডার গৌড় মানুষের জন্য আগলে বসে আছে।

কাসিম। বলেন কি!

ফকীর। দেখবে এস—যতদিন দেবতার কার্য্যে সে অর্থ ব্যয় করবে, ততদিন সে ভাণ্ডার তোমার চক্ষে উন্মুক্ত থাকবে। যে দণ্ডে স্খলিত-পদ হবে, সেই দণ্ডেই আর তাকে দেখতে পাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পদ্মাতীর।

মতি ও লাহোরী।

মতি। ভাই সাহেব! ধন্য তোমার সাহস! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বজরা যে পদ্মায় ভয়ে ভয়ে পাড়ি দেয়। সেই পদ্মায় তুমি ভেলায় চড়ে পার হয়ে এলে।

লাহোরী। মোরা ত পাণির পোকা -কারে পড়লে সাঁতরে পদ্মা পার হই। কিন্তু তোমার ছাতি কি? তুমিত মোর সঙ্গে হাসতে হাসতে পার হয়ে এলে।

মতি। আমার মরণ বাঁচন দুই সমান ব'লে চ'লে এসেছি। কিন্তু এখন পদ্মার কথা মনে করে ভয় হচ্ছে।

লাহোরী। তা হোক, তুমি বাপের বেটী বটে!

মতি। তুমিও বীর বটে।

লাহোরী। তুমি বাপের কাছে কসলৎ শিখেছিলে?

মতি। না!

লাহোরী। তাহ'লে খুব মুলতানি পালোয়ানের কাছে বুঝি কুস্তি শিখেছিলে?

মতি। তাও না।

লাহোরী। তা'হলে কোথায় শিখেছিলে?

মতি। কোথাও না।

লাহোরী। সে কি! তাহ'লে এত হেম্মৎ কি ক'রে হ'ল?

মতি। ক্ষমতা, তোমায় বললে কে?

লাহোরী। তবে কি মহম্মদী তোমার রূপ দেখে দম আটকে গেল ?

মতি। তাই একরকম বলতে হবে বই কি।

লাহোরী। তুমি বলছ কি ! বোটকেরা করছ নাকি ?

মতি। তুমি দেখনাই বা কেন ? এই তুমি, আর এই আমার হাত। কত নরম, সন্তর্পণে না ধরলে মুট করে ভেঙ্গে যাবে। এ হাতকে আমাদের দেশের এলেমি লোকে বলে মৃণাল-বাহু-বল্লী। মৃণাল বোঝত ?

লাহোরী। তা আর সমজ করত্তি পারিনি ! এই ক্যামলের ডাঁটা। খেয়ে ভুট ভাঙ্গিয়ে দিলুম।

মতি। এই—তাহ'লে ঠিক বুঝেছ। উঃ !

লাহোরী। কি হ'ল ?

মতি। তোমার দাড়ির খোঁচায়, প্যাট করে আমার চাঁপার কলি কড়ে আঙ্গুল বিঁধে গেল।

লাহোরী। য়্যা ! এত নরম !

মতি। এত নরম।

লাহোরী। তাহ'লে আমাকে তাজ্জব করে দিলে।

মতি। তুমি ভাই—আমার মান ধর্ম্মের রক্ষক—তোমার সঙ্গে আমি কি তামাসা করতে পারি ভাই সাহেব ! মনের বলই বল—মনের বলের অভাব'হলে, শরীরের বল কোন কাজেরই নয়।

লাহোরী। তাইত ! আমার মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে যে !

মতি। রোজ দেখছ প্রকাণ্ড হাতীর মাথায় একটা ক্ষুদ্র মানুষ চেপে তাকে যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চালিয়ে নিয়ে যায়।

একজন মানুষের মনের জোরে লাখ লাখ প্রচণ্ড বলশালী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। সেই একজনের আদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের মুখে বুক দেয়। আবার সেই একজনের অভাবে তারা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

লাহোরী। হক বলতিছ।

মতি। চোখের ওপর দেখেছ, তোমার প্রভু শুধুহাতে, চোখ রাঙ্গিয়ে হু'হুটো অস্ত্রধারীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিলেন।

লাহোরী। তাওত বটে! হক্ বলতেছ।

মতি। হাজার হুই আড়াই ইংরেজের সেপাই তোমাদের নবাবের চল্লিশ হাজার সৈন্যকে দেখতে দেখতে হারিয়ে দিলে! যদি মরিয়া হয়ে তারা চেপে পড়ত তাহ'লে সে আড়াই হাজার কোথা থাকতো! এতেও বুঝতে পারছ না—মনের বলে মানুষ কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে? মনের বলের অভাবে কোটি কোটী লোকের বাসভূমি হয়েও বাঙলা ভূমি যেন আজ জনশূন্য।

(মীর কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। ঠীক বলেছ, কে তুমি এ বিজন দেশে অসাধারণ মনীষিনী! রমণী? তাইত তুমি—এইত পদ্মার অপর কূলে তোমার শক্তিলীলা দেখে এলুম। এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এখানে কেমন করে এলে!

লাহোরী। আরে বইসো মিয়া বইসো। তসরিফ থো কর।

কাসিম। কি করে এলে সুন্দরী!

লাহোরী। সুন্দরী না বল্লে কি এত্‌বার হবে না মিয়া!

কাসিম। তুমি চুপ করনা বাপু! তোমায় ত আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

লাহোরী। আচ্ছা মিয়া সুন্দরীকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি ততক্ষণ ভ্যালাটা বেঁধে রেখে আসি।

[লাহোরীর প্রস্থান।

মতি। আপনি কি করে এলেন?

কাসিম। আমি কেমন ক'রে এসেছি জানলে তোমার শরীর শিউরে উঠবে। আমি ভেলা করে পদ্মা পার হয়েছি।

মতি। আমরাও মিয়া তাই করে এসেছি।

কাসিম। কি রকম?

মতি। আমরা দুজনে ওকূলে বসে, কেমন ক'রে নদী পার হই ভাবছিলুম, এমন সময় দেখি একটা ভেলা ভাসতে ভাসতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল! জনাব! পার হবার আর কোন উপায় না পেয়ে, আমরা সেই ভেলা চেপেই এপারে চলে এসেছি।

কাসিম। এ তোমার কি বিচিত্র লীলা সুন্দরী!

মতি। কেন মিয়াসাব! আপনি পার হতে পারেন, আর আমরা পারিনা।

কাসিম। তারপর? কোথায় যাবে?

মতি। কোথায় যাবো স্থিরতা নেই?

কাসিম। তাহ'লে তোমরা আমরা সঙ্গে চলনা।

মতি। আপনি কোথায় যাবেন?

কাসিম। আর কোথাও না হয়, অন্ততঃ এ বনের বাইরে যে কোন লোকালয়ে যাই। তিন চার ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নেই। স্থান বাঘ ভালুকে পরিপূর্ণ। তাই তোমাকে অনুরোধ করি, আমার সঙ্গে এস। তোমাকে দেখে কোন ওমরাওয়ের

মেয়ে বলে বোধ হচ্ছে। তুমি নবাবের গৃহ আলোকিত করবার সামগ্রী, পথে পথে ভিখারিণীর মতন বেড়াবার সামগ্রী নও। তাই বলি আত্মহারা হয়ে আপনাকে বিপন্ন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। আমার সঙ্গে যাবার যদি অভিলাষ না থাকে, তাহ'লে কোথাও তোমার যদি কেউ আত্মীয় থাকে বল, তার কাছে রেখে আসি। তুমি নিজে বলেছিলে, আমি বীরের তনয়া। কোন্ বীর তোমার পিতা জানতে পারি কি?

মতি। সে আর জেনে কি হবে জনাব! পিতা নেই।

কাসিম। অপর কোন আত্মীয়?

মতি। না জনাব কেউ নেই।

কাসিম। তাই অনুমান করেই আমি তোমাকে রক্ষা করবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছি। তুমি এ দারুণ দুরবস্থাতেও আনন্দ করছ দেখে, আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছি। এরূপ অবস্থায় পড়লে, আমি বোধ হয়, চিত্তের এরূপ স্থৈর্য্য রাখতে পারতুম না। পদ্মার অপর কূলে তোমাকে এক মূর্ত্তিতে দেখেছি, এখানে দেখছি আর এক মূর্ত্তি। তুমি সিরাজের হত্যার প্রতিশোধ নাও; আবার সময়ান্তরে বনের পাখীর মত, আপনাকে নিয়েও আপনি মত্ত হও। তোমার ভাব আমি বুঝতে পারছি না।

মতি। কখন জীবনে হতাশ হয়েছেন কি?

কাসিম। না সুন্দরী, তা হইনি।

মতি। তাহ'লে আমার মনের স্ফূর্ত্তি আপনি বুঝতে পারিবেন না।

কাসিম। আমি পথে পথে বেড়াচ্ছি, তবু নবাব হবারও আশা রাখি।

মতি। তাই আপনি হন—জিন্নতমহল নবাবমহিষী হবারই উপযুক্ত।

কাসিম। দোহাই প্রহেলিকাময়ী! বল তুমি কে? কি হ'ল! এখানে রমণীর আর্ত্তনাদ কোথা থেকে উঠলো!

নেপথ্যে। শয়তান দরিয়ামে ফেক্ দেতা রে। দরিয়ামে ফেক্ দেতা।

মতি। লাহোরী! কোন রমণীর উপর বুঝি কোন দুরাত্মা অত্যাচার করছে।

(লাহোরীর প্রবেশ)

লাহোরী। কি করতে হবে বল।

মতি। রক্ষা করতে হবে। জনাব! পরিচয় দেবার অবকাশ হয় দেবো—তবে এখন এ অবস্থায় দেবো না—আপনি, কে অভাগিনী বিপদে পড়েছে; পারেন ত তাকে রক্ষা করুন।

কাসিম। এখনি চল।

সপ্তম দৃশ্য।

পদ্মাবক্ষ।

লুৎফ্‌উন্নীসা ও মাঝী।

মাঝী। যা হ'য়ে গেল! উঃ! কি শয়তান, একটুও দয়া হ'ল না। হায় হায়! আর দেখা যায় না, আর দেখা যায় না!

লুৎফ্। মাঝী! মাঝী!

মাঝী। কি বেগম সাহেব!

লুৎফ্! কিসের শব্দ হ'ল? কারা কাতর স্বরে চীৎকার করে উঠলো!

মাঝী। আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই।

লুৎফ্। বলনা বাপ্! আমি বিষাদের কথা, সমস্ত বিভীষিকার কথা, সমস্ত মৃত্যুর কথা শোনবার জন্ম প্রস্তুত হয়ে আছি।

মাঝী। আপনার সঙ্গে যে দুজন বেগম আসছিলেন—

লুৎফ্। আমার শাশুড়ী আমিনা বেগম ও তাঁর ভগিনী ঘাসিটী বেগম। তাদের কি হয়েছে?

মাঝী। বলতে পারছি না যে মা!

লুৎফ্। বুঝেছি, শয়তানরা বুঝি তাঁদের মেরে ফেললে!

মাঝী। ডুবিয়ে মারলে মা! মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে মারলে। ওই তারা ডুবছে উঠছে—ওই হাত তুলছে। ওই তলিয়ে গেল।

লুৎফ্। তাহ'লে আমাকেও ত মারবে?

মাঝী। তাইত দেখতে পচ্ছি বেগম সাহেব! কি হবে!

লুৎফ্। কি হবে—মরতে ত একদিন হবেই বাপ্! তার জন্ম ভয় কি! যে শয়তানেরা নিরীহ অবলা দেখে তাদের হত্যা করছে তাদেরও ত মরতে হবে। শুধু দুচার দিনের বিলম্ব।

মাঝী। মা, লৌকো এদিকে আসছে যে!

লুৎফ্। বুঝেছি, তুমি বাপ্ শীঘ্র অন্যত্র যাও। আমার কাছে থেকো না। বিপদে পড়বে। আমি মরণের জন্ম প্রস্তুত হই, ঈশ্বরের নাম নিই। দাঁড়িয়োনা বাপ্—চলে যাও।

মাঝী। হা আল্লা! এই দেখতে আপনাকে আমি বয়ে নিয়ে এলুম।

লুৎফ্। তোমার অপরাধ কি! তুমি সুখে থাক—চলে যাও—আমি এ অপরিষ্কার বেশ পরিত্যাগ করবো। পবিত্র বস্ত্র গ্রহণ করে ঈশ্বরের নাম নেবো—সুতরাং আমার সময় নষ্ট ক'র না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মীরকাসিম, লাহোরী ও মতির প্রবেশ)

কাসিম। আসা মিছে হ'ল—লাহোরী! বাঁচাতে পারলুম না।

লাহোরী। এখনও একখানা বজরা আছে। ওই—ওই—একজনকেও রক্ষা করা যাক্।

মতি। ঠীক দেখেছো—এখনও একজন বেঁচে আছে—চল—চল—ওদের বজরা আসতে না আসতে উঠে পড়।

(উপাসিকার বেশে লুৎফউন্নীসা)

লুৎফ্। (করজোড়ে) মেয়েটাকে কেবলমাত্র একবার দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। যাক্—মরতে চলেছি আর বাসনা কেন। ঈশ্বর মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। জীবনেই মরণের সমস্ত যাতনা অনুভব করছি, সুতরাং আমার চক্ষে মৃত্যু কি? মরণে সকল জ্বালার নিবৃত্তি, সুতরাং আমার মৃত্যুর ভয় কি? মৃত্যুই আমার চক্ষে শান্তি। তবে এই ভিক্ষা, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার চরণে কত যে অপরাধ করেছি বলতে পারি না। নইলে এই বয়সে আমার এত শাস্তি কেন! দুর্যোগের রাত্রিতে বিজলীর আলোকের মত, এক দণ্ডের জন্য অতুল সুখের মুখ দেখেছিলুম, তারপর সারা দীর্ঘ রজনী কেবল সেই সুখের চিন্তাটুকু সম্বল করে শুধু অন্ধকারে অন্ধকারে কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্ষত বিক্ষত হয়ে হেঁটে আসছি। জনি এ

রজনীর শেষ নেই, এ দুঃখের বিরাম নেই,—জ্বালা জ্বালা—অনন্ত জ্বালা—আলো দেখবার আশা চির অন্ধকারে ডুবে গেছে। দয়াময় কৃপা কর। জীবন দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে এই হৃদয়দাহিনী জ্বালার অবসান কর।

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। বা! বা! এই যে তুমি আগে থাকতেই তইরি হয়ে বসে আছ। তোমার ওপর আমি বড়ই খুসী হয়েছি। হাজার হোক তুমি এক সময় নবাবের বেগম ছিলে ত! নাও শিগ্‌গির নেমাজ সেরে ফেল। তোমাকে ডুবিয়ে, আবার আমায় নবাবজাদার কাছে খবর দিতে যেতে হবে।

লুৎফ্। আমিত প্রস্তুত হয়েই আছি, কি করতে হবে বল।

ঘাতক। বাঁধ বাঁধ।

লুৎফ্। গায়ে হাত দিয়ো না—আমিত মরতে প্রস্তুত।

ঘাতক। বিশ্বাস কি, মেয়েমানুষ—বাঁধ্—বাঁধ্। দাঁড়িয়ে দেখছিস কি শালারা বাঁধ্।

(মীরকাসিম, লাহোরী ও মতি বিবির প্রবেশ)

লুৎফ্। অমর্য্যাদায় মার্‌লি—অমর্য্যাদায় মার্‌লি!

কাসিম। কে মারে! বেগম সাহেব। খোদা আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করছেন।

ঘাতক। বাপ্—ওরে বাপ্‌রে বাপ্।

লাহোরী। মার্ শালাদের মার্—

ঘাতক। মেরে ফেললে। জনাব মেরে ফেললে। (পলায়ন)

(লাহোরীর পশ্চাদ্ধাবন)

মতি। চলে যান বেগম সাহেব। শিগ্‌গির চলে যান।

(মতি বিবির প্রবেশ)

মতি। ধরল না--তিনজনের বেশি ধরল না—যা চেয়েছিলুম ভগবান তাই মিলিয়ে দিয়েছেন—সেই নরপিশাচ মীরণকে দেখতে হলে এরূপ সুবিধে আর পাব না।

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। একি করলে সুন্দরী ?

মতি। কোন ভয় নেই জনাব ! আমার জন্য কোনও ভয়নেই।

কাসিম। তোমায় এমন অবস্থায় রেখে মানুষে কখন কি যেতে পারে !

মতি। আমি থাকলে সবাই বাঁচবে, নইলে কেউ বাঁচবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কাসিম। দোহাই সুন্দরী, আমাকে পাপ-পঙ্কে ডুবিও না।

মতি। কিছু ভয় নেই জনাব ! তবে আমি কে শুনুন—আমি বীরশ্রেষ্ঠ মোহনলালের কন্যা ! আপনি বুদ্ধিমান—এই পরিচয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি সকল অনর্থের মূল, আমার পিতৃঘাতক সেই নরপিশাচ মীরণকে দেখবার অভিলাষ করেছি।

লাহোরী। (নেপথ্যে) আর গহিরী করতে পারিনা—ভেলায় ঠেলা দি।

মতি। চলে যান—চলে যান—আপনাদের খুঁজতে আর না লোক যায়, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

কাসিম। তবে সেলাম !

[প্রস্থান।

মতির গীত।

বঁধুয়ারে পড়েছে মনে।
(তাই) আঁধার গগণে, রেখে দুনয়নে,
আমি চলেছিগো তার অন্বেষণে॥
দুনিয়ার বাঁধা ঘরে, বঁধুয়া আমার ডরে,
গা ঢাকা দিয়েছে, আছে অতি গোপনে॥
(আমি) খুঁজিতে খুঁজিতে চলি নদীতে পড়েছি ঢলি,
ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলি হতাশা আনে।
(তবু) তুফানেতে বুকদিয়ে চলি উজানে॥

(ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওমরা। বাহোয়া—বাহোয়া—মরতে যাচ্ছ বিবি, তবু বাহোয়া—বাহোয়া।

মতি। আমি মরতে যাব কেন মিয়াসাহেব! যারা মরবার তারা মরেছে। আর আপনি যখন আমার বজরায় প্রবেশ করেছেন, তখন আপনিও মরেছেন।

ওমরা। সে কিরকম!

মতি। জানেন আপনি আমি কে?

ওমরা। আপনিত বেগম লুৎফউন্নীশা?

মতি। লুৎফউন্নীশাকে আমি চিনি না।

ওমরা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কে আপনি?

মতি। আমি মুর্শিদাবাদের ভাবি রাণী—আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না। রাগে আমার ভুরুর আকুঞ্চন দেখে বুঝতে পারছেন না। আমার হাতের আংটীটে দেখে বুঝতে পারছেন না। আমাকে নবাবজাদা মীরণের কাছে নিয়ে যাবার নাম ক'রে, বজরায় তুলে এত অমর্য্যাদা!

ওমরা। তাইত একি হ'ল! এ কারে আনতে কারে আনলে। —ওরে মাঝী!

(মাঝীর প্রবেশ)

মাঝী। হুজুর।

ওমরা। ইনি বাবু বেগম সাহেবা, তা আমাকে বলিস্‌নি।

মাঝী। তাইত হুজুর! বড় গোলমাল হয়ে গেছেত হুজুর!

ওমরা। বেরো বেটা পাজী! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করছিলে। (মাঝীর প্রস্থান) গোস্তাকি মাফ্‌কিজিয়ে বেগম সাহেবা! বড়া চুক্‌ হোগিয়া।

মতি। আরে কুচ নেই সাব্—কুছ কসুর নেই—চুক্‌ হোগিয়া তা কেয়া হুয়া। নবাবজাদাকো পাশ হাম্‌কো ভেজ দিজিয়ে!

ওমরা। বড়া বজ্‌রামে আইয়ে—মেহেরবাণী করকে বড়া বজরামে আইয়ে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা কাউন্সিল সভা।

হলওয়েল ও এলিস।

হল। What is Teliagerry?

এলিস। It is a fort that bars the passage into Bengal.

হল। Is it strong enough to ward off Shahalum?

এলিস। It is meroly a wall strengthened with towers, but it answers well enough the purpose in a country where they know nothing of sieges, and hardly anything of artillery.

হল। Where is Carnac?

এলিস। At Teliagerry.

হল। That abominable rogue—Chota Nawab

এলিস। He with Ramnarain is in pursuit of the ex-Fouzdar of Purnia.

হল। Then we are safe to go on with our Nawab-making business?

এলিস। Quite safe.

হল। Start for Patna at once.

এলিস। What am I to do there?

হল। Watch the movements of Miran.

এলিস। All right. Good bye.

হল। Good bye. (এলিসের প্রস্থান) বহুট আচ্ছা-বহুট আচ্ছা! Our only concern, in this damp-dreary-jungly hell, is money. ওহি money যো দেগা, উসকো নবাব করেগা – Let him be a wily rogue—damned Devil রূপি রূপি! রূপেয়াকা ওয়াস্তে আয়া, রূপেয়া লেকে চলা যাগা! রূপি রূপি! The Pagoda tree!—হরকরা! জগৎশেটকো সেলাম দেও।

(ভান্সিটার্টের প্রবেশ)

ভান্সি। Holwell! Have you seen the letter written by Clive to the court of Directors?

হল। No! How could I?

ভান্সি। Here is a copy of it (পত্র প্রদান)

হল। (পত্রপাঠ) "In laying open the state of this Government, I am concerned to mention that the present Nawab is a prince of little capacity"—Oh! "His management has thrown the country into great confusion in the space of a few months;—and might have proved of fatal consequence to himself but for our own attachment to him."—I see Vansiart! this strength of evidence from Clive, is itself sufficient to throw the man over-board.

ভান্সি। Mir Kasim is come.

হল। Convene the council then.

[ভান্সিটার্টের প্রস্থান।

(মাতাব চাঁদের প্রবেশ)

মাতাব। সেলাম সাহেব!

হল। সেলাম শেঠ সাহেব! আপনাকে কিঞ্চিৎ রুগ্ন দেখিতেছি কেন? কোন অসুখ হইয়াছিল কি?

মাতাব। মনের অসুখ সাহেব! অষ্টপ্রহর মন খারাপ থাকলে কি শরীর ভাল থাকে।

হল। আর অসুখ হইবে কেন? মীরজাফরকে আমরা আর রাখিতেছি না।

মাতাব। তাতে আমার লাভ কি সাহেব, আমার টাকাত আর আদায় হ'ল না।

হল। এইত আদায় হবার উপায় হইল। মীরজাফর থাকিতে ত কিছুই পাইতেছেন না।

মাতাব। গেলে কি পাব?

হল। অবশ্য পাইবেন। মীরকাসিম শ্বশুরের সমস্ত দেনা ঘাড়ে করিয়া রাজ্য লইতেছেন।

মাতাব। আপনারা যদি পাইয়ে দেন; তা হ'লেই পাব।

হল। টাকা ত আপনার হাতের মুঠার ভিতর আসিয়াছে

মাতাব। আমি ত দেখতে পাচ্ছিনা সাহেব!

হল। আপনি চক্ষু বুজিয়া থাকিলে আমি কি করিব! তার পর আমার কথাটার কি হইল!

মাতাব। আগে হাতে আসুক সাহেব, তার পর কথা।

হল। আমার এখন বড় want পড়িয়াছে।

মাতাব। বেশত টাকাটা আদায় করে দিয়ে নিন্।

হল। ততদিন দেরি সইবে না।

মাতাব। ঘর থেকে! তা এখন পারবো না সাহেব!

হল। পারবে না বলিলে আমি যে মারা যাই!

মাতাব। মীরকাসিম কি অমনি অমনি গদী পাচ্ছে?

হল। সে এক রকম মোফৎ বলিতে হইবে—হাতে মাখিতে কুলাইবে না।

মাতাব। শুনলুম, আপনি ত প্রায় ছয় লক্ষ পাচ্ছেন।

হল। আমি! আমি কোথায় পাইল—আমি কি আর কর্ত্তা আছি—কর্ত্তা এখন ভান্সিটার্ট। আমি কেবল তিন লক্ষ মাত্র পাইয়াছি। আর দুই লক্ষের অভাব।

মাতাব। দুদিন অপেক্ষা করুন।

হল। না শেঠজী! আমার বড়ই অভাব পড়িয়াছে।

মাতাব। এখন পারছি না।

হল। (কিঞ্চিৎ ক্রোধে) তবে এখানে আসিবার কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল?

মাতাব। কেন টাকার কথা না হলে কি আসতে নেই।

হল। আমাদের এখন অমূল্য সময়—বাজে কথায় নষ্ট করিতে পারি না।

মাতাব। বেশ, আর আসবোনা।

হল। শেঠজী! কোম্পানীর তবিল ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছি—না দিতে পারিলে অপমানিত হইব।

মাতাব। তোমাদের কে মানুষ, কে কোম্পানী কিছুই বুঝতে পারলুম না সাহেব। তোমাদের যে আসে সেইত দেখছি টাকা নেবার বেলায় আড়াই গজ লম্বা হাত বাড়ায়, আর দেবার বেলায় গুড়িয়ে বুরুল খানেক মুলো বার ক'রে বলে কোম্পানীর দেনা আমি দেব কেন? সাহেব তোমাদের ও ব্যাপার বুঝিছি। কাজেই যা দিয়েছি, তার আশা ছেড়েই দিয়েছি। এ বাঙলার ধন, যা একবার কালাপানীর পারে যাচ্ছে, তা আর

ফিরছে না। এ রকম করে অনবরত শুষলে সাগরের রস শুকিয়ে যায়।

হল। বেশ তবে চলিয়া যান।

মাতাব। রাগ করনা সাহেব।

হল! এমন সময় আসিবে যখন কোম্পানীর সাহায্যের জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে।

মাতাব। তাহ'লে বাঁচি সাহেব—কোম্পানীকে চিনি।

হল। দিলে আপনারই ভাল হইত। (নেপথ্যে—Holwell)

মাতাব। আর ভালয় কাজ নেই সাহেব, এখন মানেমানে যাওয়াই মঙ্গল।

হল। তার জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না। সেদিন শীঘ্রই আসিতেছে। Rest assured, you shall be left to Satan to be buffeted.

[প্রস্থান।

(গুরগণের প্রবেশ)

গুর্। দেননি ত শেঠজী!

মাতাব। না!

গুর। কিছুতেই না—ও দেশে যাবে। যাবার সময় যা কিছু পায় হাতড়ে নেবার চেষ্টায় আছে।

মাতাব। আমি কি এমনি বোকা। সাজাদার লড়াইয়ের ফলটা না দেখে টাকা দি।

গুর্। এই—সব টাকা হাতে রাখুন। বড় সমস্যার সময়—মাথা খুঁড়লেও কোন শালাকে এক পয়সা দেবেন না!

মাতাব। তোমার খবর কি?

গুর্। খবর আবার কি, লোকসান। আর যে বাঙলায় স্বাধীন ব্যবসা ক'রে কেউ পয়সা করতে পারবে, এটা মনেও করবেন না। তবে ওদের ল্যাজ ধরে যদি কেউ দু'পয়সা পায়। কিন্তু শেঠজী! দেশের লোকের রক্ত মাথা লোটা পয়সায় যে শালা খোরাক কিনে মুখে দেয়, সে শালা হারাম খায়।

মাতাব। ঠীক বলেছ—শালাদের এক পয়সা দেব না।

[প্রস্থান।

গুর্। শেঠজী! তোমার টাকা এখন আমি কি হাতছাড়া করতে দিতে পারি! আমাকে বাঙলার কাঁটা সাফ্ করতে হবে, তাতে কত টাকা লাগে তার ঠীক কি!

(মীরকাসিম ও ভান্সিটার্টের প্রবেশ)

ভান্সি। আপনার কাছে অর্থ লইতে আমি লজ্জিত হইতেছি।

কাসিম। কিছু লজ্জা নেই সাহেব! যাকে ঘৃণা করি, তাকে যখন টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছি, তখন আপনি আমার হিতৈষী বন্ধু, আপনাকে আমি টাকা দেবোনা কেন।

গুর্। খুব নেবেন—ওতে আপনি দ্বিধা করিবেন না।

ভান্সি। দেখিলাম আমি না লইলে উঁহারা কেউ লইতে সাহস করে না। অথচ আপনার কার্য্য পণ্ড হয়।

কাসিম। আমি এর জন্য আপনার কাছে কি পর্য্যন্ত যে কৃতজ্ঞ হলুম, তা আর কথায় প্রকাশ করতে পারছি না।

ভান্সি। আপনি সুখে রাজ্য করুন, আর দীর্ঘজীবী হউন।

কাসিম। এইটে বলুন সাহেব! যেন প্রজার মঙ্গল সাধন করতে পারি।

ভান্সী। কোম্পানীর সঙ্গে কখন যেন অসদ্ভাব করিতে যাইবেন না।

গুর। তাহ’লে টেঁকবো কেন সাহেব!

কাসিম। অসদ্ভাব করা আপনাদের হাত। আমিত প্রাণ-পণে আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবার চেষ্টা করব। কেননা আমি জানি তাতে আমারও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

ভান্সি। আমি যতদিন থাকিব, ততদিন ত সহজে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হইতে দিব না।

গুর্। তাহ’লে আর বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হবে না।

কাসিম। জ্ঞানতঃ আপনাদের সঙ্গে বেআইনী কাজ করবো না। তবে উন্মত্ত হই ত স্বতন্ত্র কথা।

ভান্সি। আপনার মত বুদ্ধিমান উন্মত্ত হইতে পারে না।

কাসিম। ঈশ্বর না করুন—যদি গ্রহদুর্ব্বিপাকে আপনাদের সঙ্গে বিবাদ হয়, তাহ’লেও জানবেন, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হবে না।

ভান্সি! আপনার সঙ্গে বিবাদ হইবে না। আমি আপনার নাম লইয়া বিলাতে গর্ব্ব করিব। আমি সপ্তাহ পরেই কাসিম বাজার যাইতেছি। মীরণের ফিরিবার আর অপেক্ষা রাখিব না। ক্লাইব সাহেব আমাকে সত্বর এ কার্য্য শেষ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কেননা অর্থাভাবে কোম্পানীর বড়ই ক্ষতি হইতেছে।

কাসিম। টাকা আপনাকে ছয় মাসের মধ্যে ফেলে দেবার আশা করি।

ভান্সি। কিন্তু আপনি আমিয়টের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। সেই আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

ভৃত্যদ্বয়।

১ম ভৃত্য। একি হ'লরে ভাই! এত বয়স হ'ল এমন দুর্য্যোগ ত কখন দেখিনি।

২য় ভৃত্য। তিনদিন ধ'রে সমভাবে মুষলধারে বৃষ্টি। সমস্ত দেশটা যেন একেবারে একটা সাগর হয়ে গেল।

১ম ভৃত্য। অনবরত চিকুর হানছে—গোঁ গোঁ করে ঝড়—কড়কড় করে বাজ—দুনিয়া বুঝি আর রইল না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। কে তোরা ?

১ম ভৃত্য। আজ্ঞে, ছোট তাঁবুর পাহারাদার।

সৈ। জলদি ছোট নবাবের জন্যে বিছানা কর্। তিনি এই তাঁবুতে আসছেন জলদি জলদি—দেরি করিস্নি।

২য় ভৃত্য। বড় তাঁবু কি হ'ল মিয়া!

সৈ। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তিনি আর বসতে পারছেন না। চারদিকদে ঝর্ঝর্ করে জল ঝরছে। তাঁর শয্যা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে। জল্দি —জল্দি—দেরি করিস্নি।

[প্রস্থান।

(মীরণ ও ছত্রধারীর প্রবেশ)

মীরণ। শিগ্গির বাইজীকে, আর গা টেপা ছোঁড়াটাকে ছাতি ধ'রে নিয়ে আয়—(ছত্রধারীর প্রস্থান) কোথায় যাই,

কোথায় গিয়ে নিস্তার পাই। যেখানে যাচ্ছি, সেইখানেই যেন ঘাষিটীবেগম ও আমিনাবেগম আমাকে বাঘিনীর মত তাড়া করে আসছে। উঃ কি ভয়ানক মূর্ত্তি! আমায় দেখছে আর গিলতে আসছে। চোখে চিকুর হানছে—জিবে বাজ ঝরছে। ও বাবা! একি হ'ল! এ আমার কি চোখের ভুল হ'ল। কই, আরত কাউকে দেখতি পাচ্ছিনি! তবে এ দুটোকে দেখতে পাচ্ছি কেন। চোক চেয়ে দেখছি, চোক মুছে দেখছি, চোক বুজে দেখছি। এ তাঁবু থেকে ও তাঁবুতে পালাচ্ছি—কোথাওত দেখবার ভয় এড়াতে পাচ্ছি না! কড়কড় শব্দে বজ্রাঘাত, শনশন শব্দে ঝড়—সঙ্গে সঙ্গে—ওই—ওই - আবার ওই! ওই হাত নাড়ছে ওরে হারামজাদ! খাটিয়া কই—রেজাই কই?

(২য় ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। হুজুর বহু বেগম সাহেবা এসেছেন।

মীরণ। আঃ—যা--যা—আগিয়ে নিয়ে আয়। আঃ বাঁচলুম! শুধু বাইজীর গান শুনে রাত কাটাবো মনে ক'রেছিলুম, তবু একটা আপনার লোক সঙ্গী হলো। যা হ'ক এখন একরকম রাতটা কাটবে।

(মতিবিবির প্রবেশ)

মতি। রাত কি আর তোমার কাটবে মীরণ! তোমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।

মীরণ য়্যাঁ! আমায় মেরো না।

মতি। তোমায় মারবো না—ভয় নেই

মীরণ। য়্যাঁ কে তুমি!

মতি। চিনতে পারছ না! তাহ'লে বুঝছি মৃত্যুর তোমার

আর বিলম্ব নেই। মারবো বলে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব বলে সংকল্প ক'রে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে সে সংকল্প ত্যাগ করলুম!

মীরণ। ওই—ওই—আবার ওই! বিবি! বিবি!—বারণ কর—বারণ কর—না হয় তুমি মার। গেলুম—গেলুম। ওই ঘাসিটী ওই আমিনা।

মতি। এখন দেখছি, যারা তোমার হাতে মরেছে, তুমি তাদের চেয়েও দুর্ভাগ্য। মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সংসার যাতনার অবসান হয়েছে। তারা সেই সমস্ত যাতনা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। আলিবর্দ্দীর অসহায় বৃদ্ধ কন্যা দু'জন, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যে ভীষণ অভিশম্পাৎ তোমার ঘাড়ে ঢেলে গেছে, তা আর নিষ্ফল হচ্ছে না। যখনি আমি শুনেছি, প্রাণের সমস্ত কাতরতা ক্রোধে পরিণত ক'রে, তারা সমস্বরে বলে উঠেছে, 'বিজলি গিরে তেরা উপর রে!' তখনি দেখছি, তোর মুণ্ডপাৎ করবার জন্য আকাশে রাশিরাশি বজ্রশক্তি সঞ্চিত হয়েছে। মীরণ! আমি চল্লুম। রমণী হয়ে ঘাতকের কাজ করতে এসেছিলুম। কোমল হৃদয়ে হিংসার বীজ বপন করেছিলুম - বীজ গাছ হয়েছিল—তার এক শাখায় আহত হয়ে নবাব ঘাতক মহম্মদী প্রাণ দিয়েছে। বাকী ছিলি তুই—কিন্তু তোর অবস্থা দেখে সে গাছ আবার মরে গেল! মীরণ! আমি তোকে দারুণ নিয়তির হাতে সমর্পণ ক'রে ফিরে চল্লুম।

[প্রস্থান।

মীরণ। যেয়োনা—যেয়োনা। তুমি ছিলে বলে তারা আসছিল না। আবার আসছে মারলে--মারলে—রক্ষে কর।

বাপ্—ওকি! মেরোনা! আর দুষ্কর্ম্ম করব না, আর নিরপরাধকে মারবো না। ওই—ওই—কে তুমি! সিরাজ! আমার পিতার অন্নদাতা! নবাব! তোমার মাকে বারণ কর—গোলাম হব—গোলাম হব—গেলুম—গেলুম—মহম্মদীবেগকে ওই বেঁধে কারা আগুনের দাণ্ডা দিয়ে মারছে—আমাকে মারতে আসছে—আগুন আগুন। (পলায়ন। বজ্রধ্বনি)

নেপথ্যে। বিজলী গিরারে, বিজলী গিরা, নবাবজাদাকো পর্ বিজলী গিরা।

(রামনারাণ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

রাম। তাইত! এ যে নবাবজাদার মাথায় বজ্রাঘাত! ওরে জল আন্—জল আন্। তাঁবুর ভেতর আর কোথাও কেউ আছে কি না দেখি!

(সিপাহীগণের প্রস্থান ও মতিবিবিকে লইয়া জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। হুজুর এই স্ত্রীলোকটী অপর কামরায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় ইনি বেঁচেছেন।

রাম। আপনিও নবাবজাদার সঙ্গে এসেছেন?

মতি। না।

রাম। আপনি কি বাইজী?

মতি। না।

রাম। তাহ'লে এখানে কেন?

মতি। জানি না।

রাম। কোথায় আপনার ঘর?

মতি। বলবো না।

রাম। কোথায় যাবেন ?

মতি। জানি না।

রাম। মুরশিদাবাদ যাবেন ?

মতি। না।

রাম। বেশ, আমার সঙ্গে যাবেন ?

মতি। যাবো।

রাম। বেশ, আপাততঃ এঁকে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাও। আর কেউ আছে ?

মতি। আর দু'জন লোক ও কামরায় মরে আছে। আর কোথাও কেউ নেই।

রাম। তুমি যাও—আমি নবাবজাদার দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

নবাবের কক্ষ।

মীরজাফর।

মীর। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—প্রাণেজ্বালা—বুকে জ্বালা। ওরে! —(ভৃত্যের প্রবেশ ; আর এক পেয়ালা দে!

ভৃত্য। এই যে দিলুম জাঁহাপনা আবার কত খাবেন।

মীর। কথা কাটাসনি বেকুব্! আবার দে! (ভৃত্যের মদ্য দান ও প্রস্থান) বাপ্! এর নাম নবাবী! সিরাজকে খুন ক'রে, এই নবাবী লুট করলুম! শেষে মীরণ মরে গেল—টাকা ফুরুলো! কিন্তু রাঙ্গা মুখের মুচকি হাসি এখনও পর্য্যন্ত বন্দ হ'ল

না। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, গোঁগোঁ ঝড়—মাঝখান থেকে কড়াং করে বাজ - উঃ! কলজেটা ভেঙ্গে গেল! কিন্তু কাঁদবার যো নেই! ওই যে চোকের ওপর মুচকি হাসি!—বলে Very sorry—your son, thunder gone – very sorry কিন্তু টাকা! যাক্—দুনিয়ায় ভাঙ ধরেছে। আমি ভেবে আর করব কি! আমি যে মহম্মদ জাফর সেই মহম্মদ জাফর। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে জাফর টিম টিম—আর মীরজাফরের সময়ে তিনি ঝিম্ ঝিম্!

(মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। জাঁহাপনা!

মীর। ওই-কড়কড় কড়াং।

মণি। বলি, ও জাঁহাপনা!

মীর। গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুম্!

মণি। ঝিমুবার ঢের সময় পাবেন! এখন বাঁদীর একটা কথার উত্তর দিন।

মীর। কে তুমি?

মণি। এরই মধ্যে বাঁদীকে চিনতে পাচ্ছেন না!!

মীর। কেও—মণিবেগম! তুমি! এখানে!

মণি। আর কি করি জাঁহাপনা! একমাস আপনার আর দেখা পাইনি! কি অপরাধে যে আমি পরিত্যক্তা তা বলতে পারি না। কাজেই জাঁহাপনাকে দেখতে এসেছি—বাঁদী আমি, আমার আর মান অপমান কি?

মীর। ওরে! বাইরে একজন পাহারা থাক্। তারপর বেগমসাহেব—ভাল আছ?

মণি। ভাল কেমন ক'রে থাকবো ?

মীর। তা কেমন ক'রে বলব ! ভাল থাকবার ভাবনা কি !

মণি। জিন্নতকে রংপুর থেকে আনা হ'ল কেন ?

মীর। ওকে আটকাবার জন্তে আনিয়েছিলুম। দেখনি, তাকে বাড়ীতে না এনে হীরাঝিলে ঠাঁই দিয়েছি।

মণি। তবে আজ সে বাড়ীতে এলো কেন ?

মীর। বটে ! তাতো জানি না।

মণি। আপনি যেমন সরল, তেমনি ছুনিয়াকে সরল দেখেন। ওরা সব বদ-মতলবী। হীরাঝিলেই যদি রেখেছিলেন, তাহ'লে এখানে আজ ছেলেকে নিয়ে কার হুকুমে এলো ! আপনার জামাই বদ-মতলবে তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

মীর। ঠীক বলেছ !

মণি। মীরণের মৃত্যুসংবাদ যেই পেয়েছে, অমনি রাজ্য দখল করতে ছুটে এসেছে। কই জামাই এলো না -- সেত সঙ্গে আসতে পারত—সে কোথায় ?

মীর। তাইত ! ব্যাপারটা কি আমি ত এতক্ষণ বুঝে উঠতে পারিনি ! তুমি ঠীক বুঝেছ—মীরকাসিম এর ভেতর ভেতর আছে।

মণি। আপনি সরল মানুষ, আপনিত ভেতর তলিয়ে বুঝবেন না, আর বাঁদীর কথাও শুনবেন না।

মীর। ঠীক বলেছ ! কে তোমার বোনঝী-জামাই আছে নিয়ে এস --আমি তাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর মেয়েকে এখনি বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দিচ্ছি। (মণিবেগমের প্রস্থান) ওরে ! নবাবজাদীকে আসতে বল্।

(জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

অনু। জাঁহাপনা! রাজপথে কোম্পানীর সেপাই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

মীর। বিড়-বিড়-বিড়-ব্যাড়।

অনু। জাঁহাপনা।

মীর। কি?

অনু। কোম্পানীর সেপাই।

মীর। যেতে বল্, এখানে খোরাক নেই।

অনু। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

(জিন্নত ও বাহারের প্রবেশ)

বাহার। নানা সাহেব! সেলাম!

মীর। এস ভাই সাহেব!

জিন্নত। পিতা কেমন আছেন?

মীর। যখন আছি, তখন আছি।

জিন্নত। আপনাকে দেখে আমি চোকের জল সামলাতে পারছি না। আপনার কি শরীর কি হয়ে গেছে!

মীর। একে রোগ, তার ওপরে পুত্রশোক।

জিন্নত। ভাই ম'রে, আপনার কোমর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

মীর। মেরে গেছে জিন্নত—মেরে গেছে।

জিন্নত। রাজ্য পেয়ে অবধি এক দিনের জন্যও আপনি সুখী হলেন না।

মীর। (স্বগত) হাঁ! এতক্ষণ পরে পথে এস। (প্রকাশ্যে) না মা! রাজ্য পেয়ে আমি সুখী হলুম না!

জিন্নত। এর পূর্ব্বে আপনি সুখে ছিলেন।

মীর। শত গুণে—শত গুণে।

জিন্নত। তা দিন কতক এক জনের হাতে রাজ্য ভার দিয়ে আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন না।

বাহার। তাকি নানা সাহেব পারবেন। ও এমন মজা নয়। দিল্লীকা লাড্ডু - সুখ নেই সুখ নেই, তবু ছাড়বার যো নেই।

মীর। (স্বগত) বা! বা! ছেলেটাকে শুদ্ধু তইরি ক'রে এনেছে! (প্রকাশ্যে) ছাড়তেত ইচ্ছা করছি ভাই, কিন্তু লোক পাই কোথায়?

জিন্নত। তাও বটে! ভাই মারা গিয়ে আপনাকে সব-রকমে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বাহার। 'মাতুল নজমুদ্দৌলাকে দিন না।

মীর। (স্বগত) হুঁ! এর ভেতরে আবার চালাকীটুকু আছে! (প্রকাশ্যে) নজমুদ্দৌলা ছেলে মানুষ—সে কি পারবে!

বাহার। কেন পারবেন না! কি এমন ছেলে মানুষ! ছেলে মানুষ, তাতে কি হয়েছে! চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাদশা আকবর সাম্রাজ্য হাতে করেছিলেন।

মীর। তুমি পার?

বাহার। দিলে পারবো না কেন।

মীর। বেশ, তুমিই নাও।

জিন্নত। না পিতা! রহস্যের কথা নয়। আপনি ভাই নজমুদ্দৌলার হাতে ভার দিন। সে না পারে, আর কেউ বিশ্বস্ত যোগ্য লোককে দিন।

মীর। আর এক বিশ্বস্ত যোগ্য আছে, তোমার স্বামী।

বাহার। বেশ, তাঁকেই দিন।

জিন্নত। না তাতে কথা উঠবে, আপনি পুত্রকেই রাজ্য ভার দিন। দু'চার দিন রাজা রাজবল্লভ কিম্বা অন্য কোন বিজ্ঞ মন্ত্রীর কাছে কাজকর্ম্ম শিখতে দিয়ে, তাকে যোগ্য করে নিন্।

মীর। জিন্নত! মনোভাব গোপন ক'র না। তোমার মতলব আমি বুঝেছি।

জিন্নত। কি মতলব পিতা!

মীর। সে তোমার পুত্রই প্রকাশ করেছে।

জিন্নত। ঈশ্বরের দোহাই—আমরা কোনও মতলব নিয়ে আসিনি পিতা।

বাহার। মতলব! কিসের মতলব জাঁহাপনা! আমরা কি আপনার রাজ্য কেড়ে নেবো?

মীর। রাজ্য কেড়ে নেওয়া তোর বাবার ক্ষমতা নয়।

বাহার। ক্ষমতা আছে কি না আছে, জানলেন কেমন ক'রে নানা সাহেব! তিনিত কখনও আপনার সিংহাসনের লোভ করেন নি।

মীর। আরে কমবখ্ত! লোভ করলেই কি পায়!

বাহার। করলে পান কি না, সেটা আমি ঠীক বলতে পারি না। আপনাকে দেখে ত বোধ হচ্ছে, পিতা কেন—অন্য যে কেউ বুদ্ধিমান, একটু চেষ্টা করলেই পায়।

মীর। বলিস কিরে ছোঁড়া!

জিন্নত। কর কি বাহার! কার কথার উত্তর করছ!

বাহার। ছোঁড়াই হই আর যা হই, স্নেহময়ী মা যখন

আপনার অবস্থা দেখে আপনাকে ভাল কথা বললেন, আর আপনি যখন তাতে মতলব দেখতে পেলেন, তখন আপনার চেয়ে অমার বুদ্ধি আছে মনে করি।

মীর। তবেরে শুয়ার্!

বাহার। নানা সাহেব! অত রুষ্ট হবেন না। আমি সহজে ধর্ষিত হবার বালক নই। আমি মীরকাসিমের পুত্র।

জিন্নত। চুপকর বালক—করকি! কি সর্ব্বনাশ! একি হ'ল! কি কথায় কি দাঁড়ালো।

বাহার। আপনি নবাবের কন্যা, আপনি তাঁর মর্য্যাদা দেখবেন্। আমি আপনার পুত্র, আমি আপনার মর্য্যাদা দেখবো না?

জিন্নত। ঈশ্বরের দোহাই পিতা, আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই ওকথা বলেছি। আমার মনে কোনও কু অভিপ্রায় নেই।

মীর। বেশ, তুমি রংপুরে যাও।

জিন্নত। রংপুরে কোনমুখে যাব? আমি আপনার কথায় চলে এসেছি, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিনি।

মীর। ওসব ছাঁদা কথা রেখে দাও। যদি যথার্থই আমার মঙ্গল চাও, তাহ'লে আজই রংপুরে ফিরে যাও।

জিন্নত। এস বাপ্! এস্থান পরিত্যাগ করি। আমার ঠীক শাস্তিই হয়েছে। স্বামীর মত না গ্রহণ ক'রে, এই অব্যবস্থিত-চিত্ত পিতার নিমন্ত্রণে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসে, আমি বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি।

বাহার। তাহ'লে আমরা কোথায় যাব?

জিন্নত। তুমি তোমার পিতার আশ্রয়ে যাবে। তোমার অপরাধ কি?

বাহার। তাকি হয় মা!

(রাজবল্লভের প্রবেশ

জিন্নত। রাজা!

রাজ। কেন মা।

জিন্নত। আপনার কথায় এখানে এসে বড বিপদে পড়েছি।

রাজ। সেকি মা!

জিন্নত। পিতা আমাকে ঘরে স্থান দিতে চান না।

রাজ। সন্তানের ঘরতো আছে মা! আমি যখন এনেছি, তখন আমারও ত একটা দায়িত্ব আছে। তাই আজ আপনি আমার ঘরে চলুন।

জিন্নত। তারপর?

রাজ। ভয় কি মা! স্বামী আপনার প্রাণহীন নয়। আমি তাঁর হাতে ধ'রে আপনাকে গছিয়ে দেব।

মীর। বিড়-বিড়-বিড়-ব্যাড়। যত লজ্‌ঝড় এসে আমার ঘরে জুঠেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে যে একটু ঝিমুবো, তাও করতে দেবেনা! নিয়ে যাবে নিয়ে যাও। তাতে অত বিড়বিড় কেন?

রাজ। দেখছি নবাব! আপনা হ'তে আর রাজ্য চলেনা।

মীর। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা! আমাহ'তে রাজ্য চলেনা—ষডযন্ত্র! ষড়যন্ত্র। মীরণ। মীরণ!

রাজ। মীরণকে আর কোথায় পাবেন। তার বদলে বাঁশীটাট আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

[রাজবল্লভ, জিন্নত ও বাহারের প্রস্থান।

মীর। বাঁশিটাট কি! বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো নাকি রে! ঘন ঘন বাঁশী বেটাই আসে কেন রে! ও রাজা—রাজা! বাঁশিটাট রামিয়্যাট—আসুক—কত ব্যাটা আসবে আসুক। Yes, no, very well---colt, filly, gander goose--মদ্দা মাগীতে মিল নেই—শালার ভাষা! y is changed into ies. কি শালার মিলরে! Brother মানে ভাই—আর in law হলেই শালা। লা মানেতো আইন. দেখেছো ভাইকে শালা বানাবাব জন্য বেটাদের আইনের সৃষ্টি, আসুক শালার ভাই আসুক।

তকী খাঁ ও সমসের।

সম। একি হ'ল খাঁ সাহেব। সমস্ত রাজপথ যে কোম্পানীর সেপাইয়ে ভ'রে গেল!

তকী। আমিত কিছুই বুঝতে পারছি না। নিমন্ত্রিত হয়ে তারা এসেছে, কি কোনও অসদভিপ্রায়ে এসেছে, নবাবের সঙ্গে দেখা না করলেত বলতে পারছি না। এইযে—এইযে নবাব!

(মীরজাফরের প্রবেশ)

মীর। কে তুমি?

তকী। আজ্ঞে নফর তকী খাঁ।

মীর। তকী খাঁ। শুনলুম কোম্পানীর সেপাই চকের রাস্তায় জড় হয়েছে। কিসের জন্য খবর নিয়েছ কি?

তকী। নফর তা দেখেছে, দেখে বুঝতে পারেনি ব'লে হুজুরের কাছে খবর নিতে এসেছে।

মীর। দেখে কিছু ভাবগতিক বুঝতে পারলে?

তকী। দেখে ভাবগতিক ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। চারিদিকে তেলেঙ্গা। শুনলুম নূতন গবর্ণর কাসিমবাজার থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাই আগে সহরে তিনি শরীররক্ষী সৈন্য পাঠিয়েছেন। একজন ইংরাজ সেনাপতি, নাম শুনলুম—কেলড—সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে সহরে এসেছেন।

মীর। আমাদের তরফের কেউ আছে?

তকী। কই, এদিককার কেউ নেই। তবে শুনলুম—সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি না—আপনার জামাতা গবর্ণরের সঙ্গে আছেন। আপনি কি তাদের নেমন্তন্ন করেছেন?

মীর। শ্মশান দেখলেই শকুনি আপনি আসে, তাদের নিমন্ত্রণ করতে হয় না। তারা আসছে, আমাকে মসনদ থেকে সরিয়ে, তাতে মীরকাসিমকে বসাবে ব'লে।

তকী। রেসালা পাঁয়দলে, আমার তাঁবেতো বিশ হাজার জোয়ান আছে, হুকুম করুন বাধা দিই।

মীর। তাই ভাবছি শুধু শুধু আসবে—আর গালে চড়টা মেরে রাজ্যটা কেড়ে নিয়ে যাবে!

তকী। তাইত নবাবের কাছে কর্ত্তব্য জানতে ছুটে এলুম।

মীর। তাড়িয়ে দিতে পারবে?

তকী। হুকুম ফরমাইয়ে।

মীর। তারপর?

তকী। তারপর যা হয়। ভবিষ্যতের জন্য অত চিন্তা করবার আবশ্যক নেই।

মীর। তা যা বলেছ—ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের মীমাংসা ত এখনি হয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি তলেতলে প্রস্তুত হয়ে থাক।

তকী। যথা আজ্ঞা!

মীর। কিন্তু দেখ, কোন অন্যায় না দেখলে, কিছু বলনা।

তকী। আজ্ঞে তা করবো কেন?

মীর। আর দেখ?—সাজগোজ করতে গেলে যদি টের পায়।

তকী। তা যদি পায়, তাহ'লে উপায় কি!—টের পেলে বুঝে সুঝে তারা হুজুরের সঙ্গে ব্যবহার করবে। (ভেরী) ওই বুঝি জাঁহাপনা, তারা দেউড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। এখন হুকুম দিন।

মীর। হুঁ! তাহলে তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতেই এলো দেখছি।

তকী। এখনও যখন কিছু মীমাংসা ক'রে উঠতে পারছেন না, তখন গ্রেপ্তার করলে বইকি!—হুজুর! হুকুম, হুকুম, হুকুম। তাহ'লে চললুম। আমি দাঁড়িয়ে আপনার লাঞ্ছনা দেখতে পারব না।

সম। সেই ভাল—খাঁ সাহেব! এখন সৈন্যদের দাড়ীটাড়ী আঁচড়াতে আদেশ করুনগে—তারপর গ্রেপ্তারী কার্য্য সমাধা হ'লে, তাজ্জাম বইতে দু'চারজন সেপাইকে পাঠিয়ে দেবেন।

তকী। ছিছি! এমন নবাবের নকুরি নিয়েছিলুম!

[প্রস্থান।

মীর। য়ঁ্যা চলে গেলে, তকীখাঁ—তাইত কি করি! তাহ’লে গ্রেপ্তার ত করলে!

সম। কে আপনাকে গ্রেপ্তার করে জাঁহাপনা?

মীর। য়ঁ্যা কে তুমি—সমসের! সমসের উপায় কি!

সম। প্রকৃষ্ট উপায় পড়ে রয়েছে।

মীর। বল ভাই সমসের, কি উপায় বল।

সম। আপনার সমস্ত নবাবী পরিচ্ছদের মোট করুন। সেই মোট পিঠে চাপিয়ে, তার ওপরে মণিবেগমকে বসিয়ে, ক্লাইব আপনার সুমুখে ঈশ্বরের নাম নিয়ে যে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেছিল, সেইখানা গলায় ঝুলিয়ে, তেলেঙ্গাদের ভেতর দিয়ে আপনি নির্ভয়ে চলে যান। কেউ গায়ে হাত দেবে না। যদি দিতে আসে, অমনি সন্ধিপত্র নেড়ে বলবেন, আমি ক্লাইবের কাছে যাচ্ছি।

মীর। তাইত সমসের, এদের শপথে বিশ্বাস ক’রে কি গর্হিত কাজই করেছি।

সম। নবাব! এখন আর অনুতাপের সময় নেই, প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে আপনার পদপ্রান্তে পতিত সিরাজের সেই করুণ ক্রন্দন স্মরণ করুন। তিনি শুধু নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে, আপনার পদতলে পতিত হননি। আজ আপনি কোথায়? আপনার সেই বিশ্বাসঘাতকের তীব্র মূর্ত্তি একি অন্নহীন কঙ্কালাবশিষ্ট দাসের মূর্ত্তিতে পরিণত হ’ল! আহা আলীবর্দ্দীর প্রাণপাতে প্রতিষ্ঠিত, সিরাজের প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষিত—সে সোনার বাঙলা শুধু আপনি ও আপনার পুত্রের নীচাশয়তায় চিরকালের মতন বিদেশীর হস্তে চলে গেল।

মীর। বুঝতে পারছি সমসের, বুঝতে পারছি। তবে কি জান—ভয়—বড় ভয়। ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এখন বিবাদ করলে পাছে সিরাজউদ্দৌলার দশা হয়। তোমরা জান আমি মেরেছি—কিন্তু আমি জানি—(নেপথ্যে তোপধ্বনি) আর ঈশ্বর তুমি জান, কে মেরেছে!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুরআলি! নূতন গবর্ণর, নবাব নামদারকে সেলাম জানাতে এসেছেন।

মীর। আচ্ছা সেলাম দাও। (ভৃত্যের প্রস্থান)

সম। আপনার কন্যা ও দৌহিত্রকে কোথায় রেখেছেন?

মীর। আমি কাউকে রাখিনি—সবাই আমায় রেখেছে।

সম। তাদের হত্যা করেননি ত!

মীর। না—না—রাজবল্লভ—তার ঘর—

[সমসেরের প্রস্থান।

(ভান্সিটার্টের প্রবেশ)

মীর। যাক্। আর ভেবে কি করব, যে কাজ করেছি, তার ফল এইখান থেকেই যদি ফলে যায়, সেত সুখেরই কথা। আসুক, কোন শালা—কি নেয় নিক্।

ভান্সি। সেলাম নবাব সাহেব!

মীর। আইয়ে গবর্ণর সাহেব—আইয়ে।

ভান্সি। আপনি কেমন আছেন?

মীর। খুব ভাল আছি—আপনাদের সঙ্গে ভালবাসা—খারাপ থাকবার যোকি! বিশেষতঃ আপনাকে দেখে, প্রাণে

দুঃখের ছিটছাট যেখানে যা ছিল, সব একেবারে ফরসা ওরে —ওরে! (ভৃত্যের প্রবেশ) ওরে পাখা কর্—

ভান্সি। থাক্—প্রয়োজন নেই—

মীর। সেকি! বাপ্ এই গুমোট—প্রয়োজন নেই! বরফ কেটে ঘর করে আপনাদের বাস- বরফে ওড়ন বরফে পাড়ন —বরফ কাম্‌ড়েই বারোমাস কেটে যায়—এ গরম সাইবে কেন? পাখা কর্— পাখা কর্।

ভান্সি। আমি কাউন্‌সিল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।

মীর। বেশ করিয়াছেন। কাউন্‌সিল সাহেব বড় ভাল লোক—বিবি কাউনসিলও বড় ভাল লোক। - ওরে! বাবুর্চি-খানায় খবর দে —বিবি কৌনসিল এসেছেন।

ভান্সি। আপনি ভুল করিতেছেন—কৌনসিল একজন সাহেব ন'ন।

মীর। ওরে তবে থাক্! তিনি ভেড়া ছাগল বড় পছন্দ করেন না।

ভান্সি। আমি আপনার কাছে কি জন্য আসিয়াছি শুনুন। আপনার রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়াছে, রীতিমত তহশীল হইতেছে না। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা আজিও শোধ হইল না।

মীর। ছেলেটা হঠাৎ মরে গেল সাহেব!

ভান্সি। ছোট নবাব থাকিতেও ত দিতে পারেন নাই।

মীর। সব চোর সাহেব—বাড়ীর টিকটীকিটে পর্য্যন্ত চোর।

ভান্সি। সেইজন্য কৌনসিল আপনার একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

মীর। বেশ--সে আমিই করব-কৌনসিলকে তার জন্য কষ্ট করতে হবে কেন? আমার তাঁবে লোক আছে।

ভান্সি। কে তিনি?

মীর। আপনারা তাকে চিনবেন না—এর পরে বলব।

ভান্সি। যা'কে আমরা চিনি না—তাকে রাখিলে চলিবে না। আমরা আপনাকে লোক দিচ্ছি, আপনি তাঁকে সহকারী নিযুক্ত করুন। তিনিও আপনার আত্মীয়।

মীর। কে তিনি?

ভান্সি। কাসিম আলি খাঁ!

মীর। সে আমার দুসমন, তাকে আমি রাখবো না।

ভান্সি। আমরা তাঁকেই নিযুক্ত দেখিতে চাই।

মীর। কি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে!

ভান্সি। আপনার ইচ্ছার ত কোনও মর্ম্ম বুঝিতে পারি না।

মীর। তা বুঝতে পারুন আর না পারুন, আমায় যদি নবাবী করতে হয়, তাহ'লে কিছুতেই তাকে আমি সঙ্গে নেবো না।

ভান্সি। তাহ'লে, আপনার নবাবী থাকায় সন্দেহ।

মীর। বেশ, আমার পুত্র নজমুদ্দৌলাকে নিযুক্ত করুন।

ভান্সি। তিনি বালক।

মীর। তাহ'লে বুঝতে পারছি, অসদভিপ্রায়েই আপনি এখানে এসেছেন।

ভান্সি। অসদভিপ্রায় হইলে, এতদূর আসিতাম না।

মীর। সাহেব! পলাশীর দিনটে মনে কর।

ভান্সি। তাতে আপনারইত লাভ হইয়াছে। আপনি সামান্য গোমস্তাগিরির যোগ্য ন'ন—নবাব নাজিম হইয়াছেন।

মীর। তা হয়েছি। কিন্তু আমি সহায় না থাকলে, তোমাদের সকলকেই এতদিন বাঙলার মাটীতে মিশিয়ে থাকতে হ'ত।

ভান্সি। আপনাকে কে সহায় হইতে বলিয়াছিল ?

মীর। বটে!

ভান্সি। আপনার সহায়তার বিশেষ যে দরকার ছিল, তাতো বোধ হয় না। আপনার মতন বিশ্বাসঘাতক বাঙলায় ঢের ছিল, এবং এখনও আছে, আমাদের ভাগ্যে আরও কিছুকাল থাকিবে। তারা একটা পয়সার জন্য তাদের আত্মাকে শয়তানের হাতে তুলিয়া দিতে পারে। Only for a piece of copper they can sell their soul to the Devil. নবাব! আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে আসি নাই।

মীর। আমার পুত্রকে নিযুক্ত করুন।

ভান্সি। তা করিব না।

মীর। বেশ দুদিন ভাবতে সময় দাও।

ভান্সি। আগে নিযুক্ত করুন, পরে ভাবিবার সময় লইবেন।

মীর। আমার ঘরে বসে আমার অপমান করছ সাহেব! ক্লাইব আমার প্রতি কখন এরূপ ব্যবহার করেননি।

ভান্সি। আপনার মনের ভ্রম—আমি কিছু করিনাই।

মীর। যদি নবাব থাকতে হয়, তা'লে তোমার হুকুমে আমি চলতে পারিনা।

ভান্সি। তা'হলে নবাবী রহিল না।

মীর। জানো সাহেব, তুমি কোথায় আছ!

ভান্সি। এক অকর্ম্মণ্য পাগলের সম্মুখে আছি। (বিগলধ্বনি)

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

মীর। এসব কি সাহেব!

ভান্সি। আপনি মসনদ হইতে অপসৃত হইলেন।

মীর। তোমার ইচ্ছাতে, আর এই কটা সেপাইয়ের ভয়ে মীরজাফর সিংহাসন হ'তে অপসৃত হয় না। বিশহাজার সৈন্য আমার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম দিলে তোমারও গবর্ণরী এইখান থেকে সাঙ্গ হয়।

ভান্সি। কে আপনাকে হুকুম দিতে নিষেধ করিতেছে!

মীর। দিলে অনেক আগে দিতুম। তোমরা সন্ধিভঙ্গ করলে, আমি করবনা।

ভান্সি। টাকা না দিয়া আপনি আগেই সন্ধিভঙ্গ করিয়াছেন।

মীর। টাকা কি আর তোমরা দেশে রেখেছ, তা দেব। রাক্ষসের ন্যায় তোমরা দেশের সব শিল্প বাণিজ্য উদরস্থ করলে-- দেশে হাহাকার, অন্নাভাবে সোনার বাঙলা শ্মশান হয়ে গেল -- টাকা দেয় কে?

ভান্সি। Colenel।

(নেপথ্যে) Yes, sir.

ভান্সি। To Calcutta. (নেপথ্যে তোপধ্বনি)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজবল্লভের গৃহ।

রাজবল্লভ ও তকী খাঁ।

রাজ। তকী খাঁ! আপনি কি করবেন?

তকী। কি করব কিছুই যে ঠাওরে উঠতে পাচ্ছিনা রাজা! চিরদিনই আমি মীরকাসিমের শক্রতা করে এসেছি। আপনিত জানেন, মীরকাসিম নবাব সৈন্যের সেনাপতি হবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, শুধু আমার বাধাতেই হতে পারেননি। শ্বশুর ও জামাতায় যে মনোবাদ তার প্রধান কারণই আমি। সুতরাং আমার অবস্থাতো বুঝতে পারছেন।

রাজ। তাতো পারছি বলেই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি করবেন। কালকের দরবারেত তলব এসেছে।

তকী। আপনি কি করবেন?

রাজ। আমার অবস্থা আরও খারাপ। আমি রংপুর থেকে তার স্ত্রীপুত্র চুরি করে এনেছি। তারা এখন আমারই ঘরে। তাতেই বুঝুন আমার অবস্থা কি!

তকী। আত্ম-রক্ষার কোন চেষ্টা করবেন না?

রাজ। না, আর কিছু করবো না। চক্রান্ত ক'রে ক'রে, আমি হয়রান হয়ে গেছি। দেখছি বিধাতার নিয়োগে এক প্রবল শক্তি বাঙলার ভবিষ্যৎকে অল্পে অল্পে আয়ত্ত করছে। আমরা চক্রান্ত ক'রে কেবল নিমিত্তের ভাগী হচ্ছি। সিরাজের সময়ে বাঙলা যেখানে ছিল, মীরজাফরের সময়ে তার অর্দ্ধেক পথ

নেমে গেছে। আবার মীরণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে মীর-জাফরকে সরাবার চক্রান্ত করলুম, বাঙলার স্বাধীনতা আরও সিকি পথ নেমে গেল। বাকী আছে সিকি। মীরকাসিম থাকলে, যদি সেই সিকি টুকুও অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে এখনও অনেকটা সুখে মরতে পারি। সুতরাং যা আমার ঘটে ঘটুক, আমি আর কিছু করতে চাই না।

তকী। আমারও ইচ্ছা তাই। মীরকাসিম নবাব হয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও আমি ইচ্ছা করলে, অন্ততঃ ছ'মাসের জন্য তাঁর সিংহাসনের পায়া আল্‌গা রাখতে পারি। ইংরাজের বিরুদ্ধে ছ'মাস পর্য্যন্ত যোঝবার আমার শক্তি আছে, কিন্তু তার বেশি নেই। কিন্তু রাজা মীরকাসিমকে বাধা দিতে আমার এতটুকুও ইচ্ছা নেই। যখন একজন লোক, সৈন্য-বেষ্টিত মুর্শিদাবাদের বুকে বসে, শক্তিমান আলিবর্দ্দীর সিংহাসন যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে যেতে পারে, তখন সে সিংহাসনের কদর কি! তাতে যে বসে, তার নবাবীর গৌরব কি! সে নবাবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে, অস্ত্রের অপমান করা হয়। কিসমতের দোষে বাঙলায় এসে, আমার অস্ত্র ধরা মিছে হয়ে গেল। কিন্তু রাজা আমি অস্ত্র ধরবার অহঙ্কার রাখি।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! হুজুর— হুঁসিয়ার।

রাজ। কিরে, কি খবর?

ভৃত্য। নবাব নামদার।

রাজ। সে কিরে!

তকী। আর কি, বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। তাই প্রস্তুত হও তকীখাঁ! বাঁধতেই তোমাদের এসেছি। তবে তোমাদের বেঁধে রাখতে পারি সে জোর আমার নেই।

রাজ। নবাব!

কাসিম। মীরকাসিম বলুন। সিরাজউদ্দৌলার পর বাঙলায় আর নবাব নেই।

রাজ। আবার এসেছেন।

কাসিম। আসতে পারেন, যদি রাজা রাজবল্লভ, মহম্মদ তকীখাঁ প্রভৃতি শক্তিমান আমার সঙ্গে, পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হ'য়ে. পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলে, বাঙলার মসনদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হ'ন।

তকী। নবাব! গোলামকে বিশ্বাস করতে পারবেন?

কাসিম। বিশ্বাস অবিশ্বাসে যখন তুল্য ফল, তখন আপনার স্থায় তেজস্বী বীরকে বিশ্বাস করতে দোষ কি!

তকী। এই আমি নবাবের পায় তলোয়া'র রাখলুম।

রাজ। আর এই আমার উষ্ণীষ।

(গুরগণের প্রবেশ)

গুর্। আমি যেতে পারি কি জাঁহাপনা!

কাসিম। এসো।

গুর্। সব ঠীক?

কাসিম। ঠীক্।

গুর্। রাজা! এই আমার পাগড়ী— গ্রহণ করুন। মহম্মদ তকী—এই আমাদের রাখী-বন্ধন। যদি চোখের ওপরও দেখি

পরস্পরের শত্রুতা করছি, তাহলে বুঝবো চোখের ভ্রম। নবাবের পরম হিতৈষী বন্ধু আলি ইব্রাহিম উজীর, রাজা দেওয়ান, আমি গোলন্দাজ, তুমি পাঁয়জাপের সেনানায়ক, রেসেলদার লালসিং— আর আমাদের মাথার উপরে নবাব মীরকাসিম। খোদা! বাঙলা রক্ষা করতে এ ছাড়া অস্ত্র আর আমরা সংগ্রহ করতে পারি না। এখন কেবল তুমি সহায়—তুমি এই অস্ত্রে বজ্রের তীক্ষ্ণতা প্রদান কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজবল্লভের উদ্যান বাটী।

জিন্নত ও বাহার।

বাহার। হাঁ মা, বাবা যে চলে গেলেন?

জিন্নত। তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

বাহার। বোধ হয় ভুলে গেছেন!

জিন্নত। একেবারে স্ত্রীপুত্র ভুল!

বাহার। আমি গিয়ে বাবাকে ধ'রে আনি।

জিন্নত। ধরে আনতে হবে না। তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

বাহার। আর আপনি?

জিন্নত। আমি কলকেতায় পিতার কাছে যাব। তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন, কার্য্যতঃ তাইত হ'ল! পিতাতো ঠিক বুঝলেন যে, আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি। আমি সেইজন্য তাঁর কাছেই পড়ে থাকবো।

বাহার। যদি বিপদ আসে ?

জিন্নত। আসে কি, বিপদ এসেছে! বুঝতে পারছ না বাহার, তাঁর অনুপস্থিতিতে রংপুর থেকে চলে এসেছি—তিনি আমাকে অপরাধী করেছেন।

বাহার। তবে আমি আপনার সঙ্গে যাব।

জিন্নত। নবাব যদি তোমাকেও পরিত্যাগ করেন!

বাহার। এই যে পরিত্যক্ত হলুম মা!

জিন্নত। নবাবীর প্রলোভনটা ত্যাগ করবে ?

বাহার। এইত নবাবী! একজন এসে নানা সাহেবকে বললে 'ওঠ'—নানা সাহেব উঠলো। বাবাকে বললে 'বোস'—বাবা বসলো। ও নবাবী আমি চাই না।

জিন্নত। তবে চল— সমসের!

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। কেন মা!

জিন্নত। আমাদের কোলকেতায় নিয়ে যেতে পারবে ?

সম। নবাব সাহেব, এসেছিলেন যে।

জিন্নত। তিনি আমার কাছে আসেননি।

সম। মা! একি অভিমান করবার সময়!

জিন্নত। তুমি যেতে পারবে কিনা তাই বল।

সম। তাহ'লে চলুন।

(রাজবল্লভের প্রবেশ)

রাজ। এই যে মা নবাব-মহিষী! পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, ক্ষমা কর। এসময় সজ্জিত হয়ে এস,

আপনায় নিয়ে গিয়ে নবাবের শূন্য ঘর পূর্ণ করে আসি। আসুন নবাবজাদা—আপনার গৃহে চলুন।

জিন্নত। নবাব কি নিতে পাঠিয়েছেন?

রাজ। আপনি সে হেমসৌধের ঈশ্বরী, আপনি আপনার ঘরে যাবেন, তোমায় নিমন্ত্রণ করবে কে?

জিন্নত। রংপুরের ক্ষুদ্র সৌধে আমি গৃহস্বামিনী ছিলুম—এখানে আমি কে?

রাজ। একি বলছ মা!

জিন্নত। আপনি বিজ্ঞ পণ্ডিত—আমার পিতৃতুল্য হিতৈষী। আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন?

রাজ। না মা! আর সহজে উত্তর দিতে পারছি না। আমার সঙ্গে তিনি অনেক কথা কয়েছেন, তবু আপনার কথা ক'ননি—আমার বাড়ীতে এসেও তিনি আপনার কথা ক'ননি।

জিন্নত। তবে?

রাজ। মা! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন—আমি নবাবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

জিন্নত। রাজা, আমি পিতার কাছে চললুম।

রাজ। সহসা কোন কার্য্য ক'রনা মা! একটু চিন্তার সময় গ্রহণ কর।

জিন্নত। বহুক্ষণ চিন্তার পর কলকেতা যাওয়াই স্থির করেছি।

রাজ। নিয়ে যাবে কে?

সম। নবাব খাস মহল বেগম সাহেবের ভার আমার ওপর দিয়েছেন। কাজেই আমাকেই সঙ্গে যেতে হবে।

রাজ। নবাব আপনাকে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তলব করেছেন। রাজা রামনারাণের ওপর পরোয়ানা নিয়ে, অদ্য রজনী প্রভাতেই আপনাকে পাটনা রওনা হ'তে হবে।

জিন্নত। রাজা, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না—চললুম। পিতা এখনও বহুদূর যেতে পারেন নি এখনও গেলে তাকে পথে ধরতে পারবো।

রাজ। দোহাই মা! আজ রাত্রের মত অপেক্ষা কর।

জিনত। না রাজা, অনুরোধ করবেন না।

রাজ। আজ আমি আপনাদের ছেড়ে দিতে পারবো না।

বাহার। রাজা, মা আপনার বন্দিনী নন।

(জিন্নত ও বাহারের প্রস্থান)

সম। আমি কি করব রাজা?

রাজ। ও ক্ষুদ্র সংসার কথা চিন্তা করবার সময় এখন আমাদের নয়। বিরাট কার্য্য সম্মুখে পড়ে রয়েছে—আপনি চলে আসুন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমাধি স্থল।

লুৎফ্‌উন্নীসা।

লুৎফ্‌। মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। বাঁচবার আমার আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই জেনে আকুল আগ্রহে ঈশ্বর চরণে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে বসেছিলুম। তবু আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলুম! ছি ছি! আমার হৃদয় এতই দুর্ব্বল!

আমার জন্য আর এক রমণীকে বিপন্ন ক'রে, এই নিরর্থক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলুম! বুঝতে পারছি না অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে।

(গুল্‌ফনের প্রবেশ)

গুল। ওমা, ওই দেখ কারা অন্ধকারে আমাদের বাগানের দিকে আসছে।

লুৎফ্‌। দেখতে পেয়েছি। মেঘের আক্রমণে আকাশ আকুল হয়ে উঠছে। কারা বুঝি বজরা করে কোথায় যাচ্ছিল—ঝড়ের ভয়ে তারা এই বাগানে আশ্রয় নিচ্ছে। এস আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি। সত্যসত্যই যদি বিপন্ন হয়, তাহ'লে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। আর যদি শুধু দেখবার জন্য কোন বিদেশী পথিক এই খোসবাগে প্রবেশ করে, তাহ'লে দেখা দেবার প্রয়োজন কি!

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভৃত্য, মীরজাফর ও মণিবেগমের প্রবেশ)

মীর। আর সব কোথায় গেল?

মণি। তারা আসছে—আগে আপনি আশ্রয় নিন্‌।

মীর। আরে মুস্কিল! ছেলেটা কি ডুবে মারা যাবে?

মণি। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—তারাও চড়ায় বজরা ভিড়িয়েছে।

মীর। চড়ায় ভিড়্‌লে কি বাঁচবে—একেবারে বাগানে আসতে বল।

মণি। বলা হচ্ছে—তারা কেউ বোকা নয়—

মীর। বোকা নয়? বস্‌, তাহ'লে আর ভাবনা নেই, চল। 'ক্লাইবের গাধা' হয়ে আমি যখন ঝড়ে ডুবে মরিনি, তখন তারা

বুদ্ধিমান, তারা ঠীক পথ চিনে আসবে এখন। নাও, এইবারে চল। আহা! সমসের, ভাইরে—বড় উপাধিই দিয়েছিলি—তুই আমাকে ত্যাগ করলি কেন—তোকে পেলে আমি আলিঙ্গন করতুম। 'ক্লাইবের গাধা।' কি মজার কথারে! মণিবেগম—হাত ধরেছ কেন, পুচ্ছ ধর—পুচ্ছ ধর।

মণি। ঝড় উঠলো—আগে চলে আসুন। সুমুখে বাড়ী দেখা যাচ্ছে!

মীর। উঠলো—ভালই হ'ল!—এই অন্ধকার, এই রাত্রি, ভাগীরথীর চর—আমি মুরশিদাবাদের নবাব মীরজাফর! আমাকে খাতির করতে একটা ঝড়ও আসবে না।

মণি। জাঁহাপনা ওত বাড়ী নয়—সমাধি!

মীর। ঠীক হয়েছে! মণিবেগম! ম'লে ভাগাড়—তা'হলে জীবন্তে সমাধির আশ্রয় নিই এস। না না! এ কার সমাধি?

(লুৎফ-উন্নীসার প্রবেশ)

লুৎফ। তোমার প্রভুর—চিনতে পারছ না জাফর খাঁ!

মীর। মণিবেগম! মণি! এ কোথায় এলুম!

লুৎফ। ভয় পাচ্ছ কেন—বিপন্ন গোলামের জন্য তোমার মৃত প্রভু তার হৃদয় উন্মুক্ত করে রেখেছেন। তুমি বেইমান, কিন্তু প্রভু তোমার দয়াবান—এস জাফর, তাঁর হৃদয়ে আশ্রয় নেবে এস।

মীর। দেখছো কি—মণি ফেরো! কি দৃশ্য! মণি ফেরো। আগুন—আগুন, মণি ফেরো।

মণি। কোথায় ফিরবো নবাব! ঝড়ে বালী উড়ছে—নদীতে বান ডেকেছে।

মীর। বেশ হয়েছে! ওখানে আগুন, এখানে জল—মাঝে বালির সমাধি। এস মণি এস।

(জিন্নত ও বাহারের প্রবেশ)

মণি। দোহাই নবাব ফিরবেন না!

লুৎফ। মৃত্যুমুখে ফিরবেন না নবাব!—আমি চলে যাচ্ছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে আশ্রয় নিন্।

মীর। তাইত মা! তোমার এত করুণা!- আমাকে বিপন্ন দেখে, আমার এত অপরাধ তুমি ভুলে গেলে!

লুৎফ। আপনি অপরাধী কেন নবাব—অপরাধী আমার নসীব। আপনি আসুন, আমি স্থান ঠীক করি। তবে আমি অতি দীন। আপনার যোগ্য আসন দিতে পারবো না।

[প্রস্থান।

মীর। হ্যাঁ। একি মণি!—আমায় খুন করলে না—নবাব বলে সম্বোধন করলে, আসন দিলে! মণি! ও মানুষ নয়—শ্মশানভূমি মণি! গণ্ডগোল।

জিন্নত। পিতা! দেখছি আপনি বিপন্ন নিরাশ্রয়—তবু আমি আপনার আশ্রয় নিতে এসেছি।

মীর। কে তুমি? ও মণি! গোয়েন্দা—মীরকাসিমের গোয়েন্দা! যা কিছু সম্বল আছে, সব চুরি করবার জন্য এসেছে। আর এখানে এক লহমার জন্য দাঁড়িয়ো না। এখনি ডাকাত আসবে সব লুটে নেবে।

মণি। না নবাব। আপনার কন্যা। বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। সঙ্গে নিন্ -আশ্রয় দিন।

মীর। দূর, দূর! বেরো—বেরো—গোয়েন্দা বেরো! শ্মশানভূমি গণ্ডগোল।

[মীরজাফর ও মণিবেগমের প্রস্থান।

মণি। দোহাই জাঁহাপনা অধর্ম্ম হবে—ফেলে যাবেন না—ফেলে যাবেন না।

বাহার। এখন কি করবে মা?

জিন্নত। বাহার! আমার সঙ্গে মরতে পারবে?

বাহার। তুমি পারতো আমি পারব না কেন মা!

জিন্নত। তাহ'লে এস বাপ্! মাতা পুত্রে এই ঝড়ের সুযোগে ভাগীরথীর স্রোতে ঝাঁপ দিই।

বাহার। তাই চল। ঈশ্বর! আর আমাদের বাঁচবার কোনও প্রয়োজন নেই।

(লুৎফউন্নীসার প্রবেশ)

লুৎফ। না, বেইমান এ পুণ্যভূমিতে আশ্রয় নিতে সাহস করলে না! তোমরা কে? কেও—কাসিম মহিষী! বঙ্গের রাণী! তুমি পুত্রের হাত ধ'রে, এ বিষম সময়ে এখানে কেন মা!

জিন্নত। এখানে ভাগীরথীগর্ভে আশ্রয় নিতে এসেছি।

লুৎফ। কেন মা! কি দুঃখে?

জিন্নত। দুনিয়াতে আমার স্থান নেই!

লুৎফ। ছি! দুনিয়ার এমন নিন্দে করতে আছে! যে জীব মাটীতে পা দিতে ভয় করে, এমন পাখীটীকে তিনি তরুরূপ হাত বাড়িয়ে স্থান দিয়েছেন। মৎস্যকে স্নেহ সলিলে ভাসিয়ে রেখেছেন। পাগলী! এমন আশ্রয়দাত্রীর নিন্দা করতে আছে! এস মা -সঙ্গে এস। মৃত্যুকে ডেকোনা--তাকে বরণ করতে

লালায়িত হয়োনা। জিন্নত মহল, আমি কি সুখে বেঁচে আছি? দেনা পাওনা কড়ায় গণ্ডায় না চুকিয়ে দিলে মৃত্যুতেও নিস্তার নাই। সে তোমার পাওনা নেবে, কিন্তু দেনার ভার ঘাড়ে করবে না। চলে এসো।

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। এই যে এই যে—জিনেত! কি অভিমানে তুমি আমায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ! তোমায় স্মরণ করিনি, এইজন্য অভিমান! জিনেত! আমি স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করতে সাহস করিনি। আমার পরমহিতৈষী রাজবল্লভের গৃহে তোমরা আছ জেনে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম। আগে বাঙলার রাজশ্রীর গৃহ প্রতিষ্ঠা করি, তখন তোমাদের নিয়ে যাব। শুধু তাই নয়— বেগম সাহেব! আপনার কন্যা?

লুৎফ। গুল্‌ফন্‌!

(গুল্‌ফনের প্রবেশ)

কাসিম। তোমার পুত্রের হস্তে, এই কন্যাকে দিয়ে, আবার যদি সিরাজের সিংহাসন সিরাজের বংশধরের হাতে দিতে পারি, তবেই আমার ব্রত উদ্‌যাপন।

লুৎফ। বোকা মেয়ে, এমন স্বামীর উপর অভিমান ক'রে, তুমি আত্মনাশ করতে চলেছিলে!

কাসিম। নইলে, আজ তোমাদের ঘরে নিয়ে যাব, কাল তোমরা নজমুদ্দৌলা মণিবেগমের মতন দীন প্রজার ন্যায় মুরশিদাবাদের পথে নিক্ষিপ্ত হবে। কোম্পানীর বজরার সঙ্গে শিকলে বাঁধা মীরজাফরের বজরা বিজয়ীর ইচ্ছায় চালিত বন্দীর ন্যায়, ম্লান পতাকায় আপনার দীনতার প্রচার করতে করতে,

ভাগীরথীর বক্ষে ভেসে কলকেতায় চলেছে। সহস্র সহস্র লোক তীরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলে। আমিও ছাদে উঠে তাই দেখলুম! শত চেষ্টাতেও চক্ষু শুষ্ক রাখতে পারলুম না। নবাব হয়েছি, কিন্তু যখন মনে হয়, স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসারী আমি নবাব হয়েছি, তখনি সর্ব্বাঙ্গ আমার শিউরে ওঠে। নাও, অভিমান রেখে চলে এস। যতদিন না তোমাকে নিয়ে যাই, ততদিন এই মায়াময়ীর নিকটে পুত্রকে নিয়ে অবস্থান কর।

জিন্নত। জাঁহাপনা বাঁদীর কসুর মাফ করুন।

লুৎফ। এস মা! দুঃখিনীর আশ্রয়ে এস। গুল্‌ফন্! তোমার ভাবী প্রভুর হাত ধরে নিয়ে চল।

গুল। হাত ধরবো?

কাসিম। ধরবে বইকি, হাত ধরতেইত তোমার হাতে দিলুম মা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজবল্লভ ও গুর্‌গণ।

রাজ। আর কত দেরি খোজা সাহেব?

গুর্‌। হচ্ছে রাজা, হচ্ছে নতুন ধরণের যুদ্ধ শিক্ষা কখন এদেশে এমনটা ছিল না। চপ ক'রে কি শিখতে পারে!

রাজ। শিগ্‌গির শিগ্‌গির সারো।

গুর্‌। ব্যস্ত কেন রাজা!

রাজ। পেয়াদায় ব্যস্ত করায়—এদিকে ছেঁড়ো ছেঁড়ো হয়েছে।

গুর্‌। বলেন কি!

রাজ। দেরী করনা—যত শীঘ্র পার তইয়ার করে নাও। দিনরাত খেটে তইয়ার কর সমরু মাকারকে বল, নবাবের তন্‌খা খেয়ে শুধু কিরিকটি খেললে চলবে না – লড়াই বাধলো!

গুর্‌। কি ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন।

রাজ। যা নিয়ে সিরাজের সঙ্গে ইংরাজের মনান্তর, সেই স্বদেশা—তাই নিয়ে আবার গোলমাল আরম্ভ হ'ল! নবাব প্রজার দুর্দ্দশায় অস্থির হয়েছেন।

গুর্‌। তা হ'লেইত মুস্কিল!

রাজ। মুস্কিল বললেতো চলবে না!

গুর্। কিছুদিন গোলমাল ক'রে চালিয়ে রাখুন—আর অন্ততঃ ছটা মাস আমাকে সময় দিন।

রাজ। চেষ্টা যথেষ্ট করছি।

গুর্। অনুগ্রহ ক'রে কোন রকমে ছ'মাস রক্ষা করুন। ছ'মাস পরে ঠিক্ বলছি রাজা, পৃথিবী-বিজয়ী পলটন তইরি করব। মেদিনীপুরের তুঁতিয়া, বিষ্ণুপুরের মাল, নদের গোড়-গয়লা, বর্দ্ধমানের তেঁতুলে বাগ্‌দী, রাজমহলের শুড়ি, আর বরিশালের পাঠান—এই ছয় পলটন। পাহাড়ের গোড়া ছুঁতে পারলে তারা পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু দু'দিন বিলম্ব, শুধু ছোঁয়ান বাকী।

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। গুরগণ! বিলম্ব কত?

গুর্। হয়ে এলো—এইমাত্র দেওয়ানের সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। জাঁহাপনা আর ছ'মাস কাল গোলমাল ক'রে কাটিয়ে দিন।

কাসিম। তাহ'লে এক লহমা সময়ও অপব্যয় ক'র না।

গুর্। অপব্যয়! দিবারাত্রি লেগে আছি—আহার ত্যাগ—নিদ্রা ত্যাগ—স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখা বন্ধ করেছি। আলিজাঁহা! আর ছটামাস গোলামকে সময় দিন। তারপর দুনিয়া যদি আপনার ঘাড়ে চেপে পড়ে, তাকেও অম্লান-বদনে হাতে ধ'রে আপনি ভাঁটার মতন ঘুরিয়ে দেবেন। আদব জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

কাসিম। রাজা! অসংখ্য নরকঙ্কাল, প্রাণের শুধু একটু আভাস দেখিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজ। ওরা কি আজ ঘুরছে। ওদের দিকে এখন চাইতে গেলে চলবে না।

কাসিম। রাজা! অধীরচিত্ত ব'লে এক সময় আমি সিরাজের নিন্দা করেছিলুম, এখন দেখছি নিন্দা করে মূর্খতা করেছি। আমি যখন প্রজার এ মূর্ত্তি দেখে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না, তখন সিরাজের ন্যায় করুণহৃদয় তরলমতি বালকের পক্ষে এ দৃশ্য দেখে স্থির থাকা অসম্ভব। অথচ নির্ম্মম জগৎ তাকে নিষ্ঠুর অভিধান প্রদান করেছে!

রাজ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যদি যথার্থই নিষ্ঠুর হতেন, তাহ'লে তার সঙ্গে ইংরাজের বিরোধের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। প্রজার দুঃখে বিগলিত হওয়াই তাঁর সর্ব্বনাশের কারণ।

কাসিম। তবু সিরাজের সময়ে প্রজার উপর যে অত্যাচার হ'ত, আমীর সময়ের তুলনায় তাতো কিছুই নয়।

রাজ। তখন শুধু কোম্পানীর নামে ব্যবসা হ'ত! মাল সব এ দেশে সওদা হয়ে বিলেতে রপ্তানি হ'ত। তাতে দেশের লোকের তত ক্ষতি ছিল না। এখন কোম্পানীর চুনোপুঁটী আমলা পর্য্যন্ত ব্যবসা সুরু করেছে। চোরা ব্যবসা—কাজেই তাদের সে সকল জিনিষ বিলেতে পাঠাবার যো নেই। তারা দেশের এক জায়গায় চাষার ওপর অত্যাচার ক'রে কম দামে কেনে, আর এক জায়গায় তাই আবার চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রী করে। কাজেই যে বেচছে সেও যাচ্ছে, যে কিনছে সেও যাচ্ছে। কোম্পানীর দস্তকেইত লোকে ঝালাপালা হয়ে পড়েছিল, এখন আবার জাল দস্তকে দেশ ছেয়ে গেছে। আড়তে যে সব সামগ্রী জমা হবে, তা কোম্পানীকে না দিয়ে আড়তদার

আর কাউকেও বেচতে পারবে না। দস্তক দেখালেই মাল ছেড়ে দিতে হবে। দর দস্তর পরে।

কাসিম। এতে বাধা না দিলে ত দেশ বাঁচবে না! পাপে ক্রমাগত লিপ্ত হয়ে তাদের ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে। রাজা! সময়ের অপেক্ষা করতে করতে দেশ রসাতলে যায়। আর প্রাণের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না—একবার প্রতিবাদ করে লোক পাঠাই।

রাজ। কলহের জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতিবাদ করলে ভাল হয়। ইংরাজ আগে হ'তেই আপনার মনোভাব বুঝেছে—তারাও গোপনে গোপনে বল সঞ্চয় ক'রে রাখছেন

কাসিম। আমি সমস্ত সেনাপতিদের তলব করেছি। আপনি প্রতিবাদের মজমুন প্রস্তুত করুন।

রাজ। গুরগণ যে আপনাকে কি বলে গেল?

কাসিম। আমি সবার কথা না শুনে, এক জনের কথায় বিশ্বাস ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না। ছ'মাস!—ও ত কথা কইতে কইতে কেটে যাবে! এখন থেকে আরম্ভ করলে, এক বছরে মেটে কি না সন্দেহ।

রাজ। যথা আজ্ঞা।

কাসিম। উৎসব আড়ম্বর একেবারে বন্ধ করে দিন। বিলাসিতা তুলে দিন। আর যে সকল অকর্ম্মণ্য শুধু বসে বসে সরকারের মাসোহারা ভোগ করছে, তাদের মাসোহারা বন্ধ করুন। আর সেই সরফরাজের আমলথেকে রংমহলের যেখানে যত বেগম আছে, সবাইকে খোরপোষের মতন কিছু কিছু দিয়ে, বাড়ী থেকে বিদেয় করুন।

রাজ। জাঁহাপনা সেটা আপনি করলেই ভাল হয়।

কাসিম। বেশ, আমিই করবো। প্রজা না খেয়ে মরবে, আর তাদের অন্নে দেহ পুষ্ট করে কেউ যে ঘরে বসে পর নিন্দায়, পাপ চিন্তায় আর চক্রান্তে সময় নষ্ট করবে, তা করতে দেব না।

[রাজবল্লভের প্রস্থান।

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। রাজা রামনারাণের কাছে পরোয়ানা নিয়ে গিছলুম। রাজা তাইতে আপনাকে জানিয়েছে, বাঙলার নবাবী তাল-পাতার ছাউনী—কখন আছে কখন নেই। হয়ত পাটনা থেকে মুঙ্গের পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাকে শুনতে হবে, আর এক জন নবাব বাঙলার মসনদে উপবিষ্ট হয়েছেন। আগে হিসেব নেবার লোক ঠীক হোক, তার কাছে হিসাব দেওয়া যাবে।

কাসিম। এ কথা বলতে তার এত সাহস হ'ল কেন বুঝেছ সমসের ?

সম। খোদাবন্দ আমিয়ট সাহেব তাকে সাহস দিয়েছে। উদ্ধত এলিস এখন পাটনার কুঠীর গোমস্তা। সে নিজেকে জনাবের চেয়েও একজন মাননীয় ব্যক্তি মনে করে, ভান্সিটার্ট সাহেবকেও সে আন্তরিক ঘৃণা করে। ভান্সিটার্ট তার বদলে মাণ্ডয়্যার সাহেবকে পাটনা কুঠীর কর্ত্তা করেছিল, এই তার অপরাধ। সেই এখন রামনারাণের এক রকম শরীর-রক্ষী।

কাসিম। কোনও রকমে রামনারাণকে গ্রেপ্তার করে আনতে পার ?

সম। আপনি হুকুম করলেই পারি।

কাসিম। তাহ'লে এখনি যাও—সে বেইমানকে বেঁধে আন। যদি আনতে পার, তা হ'লে ওই পাটনার ফৌজদারী তোমার।

সম। জাঁহাপনার স্নেহই আমার ফৌজদারী। তাহ'লে এখন থেকেই চললুম! যদি গ্রেপ্তার ক'রে আনতে পারি, তা হ'লে ফিরবো। নইলে নয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামনারাণের বটী।

রামনারাণ ও পারিষদ।

পারি। হুজুর! আমিয়টের কথায় বিশ্বাস ক'রে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেন!

রাম। ভয় কি!

পারি। আজ্ঞে চার দিকে যা দেখছি, তাতে ভয় করতে হয় বইকি! এক এক জন ক'রে সমস্ত জমীদার, সমস্ত ফৌজদার, মামলাতদার—মীরকাসিমের সিংহাসন সুমুখে মাথা নুইয়েছে।

রাম। তাতে কি হয়েছে! ও কদিন থাকবে!

পারি। শুনলুম বাঙলায় হুলস্থূল বেধে গেছে। মীরজাফরের সময়ে যে সব জমীদার খাজনা ফাঁকি দিয়ে বিষয় ভোগ করছিল, তাদের সব বাকী খাজনা মায় সুদের সুদ চুকিয়ে দিতে হয়েছে। যে না দিতে পেরেছে সে বন্দী। নায়েব গোমস্তারা হিসেব দিতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত। এত বড় হিসেবি মীরকাসিম যে কেউ একটী পয়সা ফাঁকি দিতে পারেনি।

রাম। সে আমি জানি, মীরকাসিম অনেক দিন আমায় তাঁকে নায়েবী করেছে।

(এলিসের প্রবেশ)

এলিস। কিছু দিতে হইবে না। আপনাকে আমি কিছুতেই তার কাছে হিসাব দিতে দিব না। ইহাতে আমার জা থাকিল কি যাইল।

পারি। কি ক'রে আপনি মনিবের মর্য্যাদা রাখবেন ?

ইলিস। সে যখন রাখিব, তখন রাখিব। I can't divulge the secret now. তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি। আমিয়ট শীঘ্রই গবর্ণর হইতেছে। আর আমি পাটনার বড় সাহেব হইতেছি।

রাম। কি করে হবে ?

ইলিস। আমিয়ট senior member. ক্লাইব জোর করিয়া ভান্সিটার্টকে গবর্ণর করিয়াছে। আমিয়ট directorএর কোর্টে আপীল করিয়াছে। আপীলে ভান্সিটার্টের গবর্ণরী টেঁকিবে না। আমিয়ট গবর্ণর হইলে, আমার ক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিবে।

(চাপরাশীর প্রবেশ)

চাপ। হুজুর !

এলি। কুছ্ খবর হ্যায় —

চাপ। হুজুর একটা বিলাতী চিঠি হ্যায় —

এলিস। দেও—জলদি দেও। (চিঠি পড়িয়া) Oh God ! I am lost. Damn the council—Damn the directors. Conspiracy—conspiracy ! It smacks of conspiracy.

রাম। কি হ'ল সাহেব! কি হ'ল!

এলিস। সর্ব্বনাশ হইল—Macguire পাটনার বড় সাহেব হইল। আমার সমস্ত ক্ষমতা দুষ্ট ভান্সিটার্ট কাড়িয়া লইল।

পারি। বড়া সাহেবী হয়ে গেল। কেবল লম্ফ ঝম্পই সার হ'ল।

এলিস। No! never. I can't—I won't—give it up! mean time Rajah! I leave you to your kismat.

[এলিসের প্রস্থান।

রাম। হয়েছে—বুঝেছি—তুমি এক কাজ কর—মীরণের তাঁবুতে যে রমণীকে রক্ষা করেছিলুম, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

পারি। কি করলেন হুজুর!

রাম। কিছুই করিনি ভাই! কর্ম্মফল রোধ করা যায় না! যাও, আর বিলম্ব ক'র না। এই পাশের ঘরে তিনি আমার দেখার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন।

[পারিষদের প্রস্থান।

এলিসের চিঠি এলোনাতো সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আসছে, তারও সংবাদ এলো! ভগবান্! সমস্যার মীমাংসা করতে না পেরে, বুঝি রাজদ্রোহীর মৃত্যু আহ্বান করলুম। চোরের মরণ মরতে হল। বীরের মরণ মরতে পেলুম না। (মতি-বিবির প্রবেশ) মোহনলাল পুত্রী সুস্থ হয়েছো!

মতি। হাঁ রাজা, আপনার কৃপায় হয়েছি।

রাম। মাথার আর কোন অসুখ নেই?

মতি। না রাজা, আর কোন অসুখ নেই। শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

রাজা। এখন কি তুমি মুরশিদাবাদ যেতে পারবে?

মতি। আপনি কি আর আমাকে আশ্রয় দিতে চান না?

রাম। সাহস করি না। আমি নিজে বিপন্ন।

মতি। তাই কি আপনি কাতর কণ্ঠে ভগবানকে ডাক ছিলেন?

রাম। তুমি শুনেছ?

মতি। শুনেছি, শুনেই কাতর হয়েছি। রাজা, আপনার কৃপায় আমি দু'দুবার প্রাণ পেলুম। এমন জীবনদাতাকে বিপন্ন জেনে চলে যেতে আমার ইচ্ছা নেই।

রাম। আমি লাহোরীর মুখে তোমার সমস্ত কথা শুনেছি। বিবি। তুমি প্রাতঃস্মরণীয় মোহনলালের কন্যা, রমণী-রত্ন তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু সুন্দরী, বিশেষ কারণে আমি তোমার কামনা পূর্ণ করতে পারলুম না।

মতি। আমার কামনা আপনি বুঝলেন কেমন করে?

রাম। ক্ষুণ্ণ হয়োনা সুন্দরী।

মতি। না, ক্ষুণ্ণ হ'ব কেন। আমি ত আপনার কামনাই বুঝেছিলুম।

রাম। (হাস্য) বটে

মতি। হাসলেন যে রাজা

রাম। এক মুহূর্তের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি তখন প্রাণ নিয়ে অস্থির, আমি তোমাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত।

তোমার মুখ দেখেছি কিনা আমার মনে হয় না! তা যদি হ'ত, তাহ'লে মীরণের শিবিরে তোমাকে দেখে কি আমি চিনতে পারতুম না! আমার কামনা তুমি কি করে বুঝলে?

মতি। আমাকে আংটী দিয়েছিলেন কেন?

রাম। তোমাকে নিঃসম্বল বুঝে দিয়েছিলুম।

মতি। রাজা আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলুম না! আপনার বোঝা উচিত ছিল, আমি বিপন্না হ'লেও দরিদ্রা নই। আমি মোহনলালের কন্যা—ফয়জানের ভ্রাতুষ্পুত্রী—আমার দশ আঙ্গুলে দশ আংটীই আপনার অনুমান করা উচিত ছিল। আর এটাও অনুমান করলে বোধ হয় আপনি অন্যায় করতেন না যে, তাতে বসান যে সব পাথর, তা পাটনার ক্ষুদ্র ফৌজদারের পক্ষে দেখা অসম্ভব।

রাম। গর্ব্বময়ী! বাঙলার নবাবের কাছে যে মাথা হেঁট করতে কাতর হয়ে, আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছি, সেই মস্তক আমি তোমার কাছে অবনত করলুম। এখন কি করবো তুমিই আমাকে বল। আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে—পড়তে আর বিলম্ব নাই।

মতি। কেন রাজা!

রাম। আমি নবাব মীরকাসিমের সঙ্গে শত্রুতা করেছি। আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছি।

মতি। কেন করলেন?

রাম। অভিমান। মীরকাসিম এক সময় আমার অধীন কর্ম্মচারী ছিল, সে আমাকে এক সময় কাজের হিসেব দিয়েছে,

সময় সময় তিরস্কার করেছি,—তার কাছে মাথা হেঁট করে হিসেব দিতে হবে! সেটা পারলুম না।

মতি। যখন ইংরেজ আপনার সহায়, তখন নবাবকে ভয় কি? মুরশিদাবাদের নবাবের কি গৌরব আছে, না ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করতে তার সাহস আছে!

রাম। মীরকাসিম্ মসনদে বসে নূতন মূর্ত্তি দেখিয়েছে। দেখে বোধ হয় আবার বুঝি নবাবীর গৌরব ফিরে এল!

মতি। বলেন কি!

রাম। মীরকাসিম নীরবে শক্তি সঞ্চয় করছে। ইংরাজ তার আচরণ দেখে ভীত হয়েছে। অথচ এমন নীতিকৌশলে, ইংরাজের সঙ্গে এমন মৌখিক সদ্ভাব রেখে নবাব একার্য্য করছে, যে, তারা চোখের ওপর তার আয়োজন দেখেও প্রতিবাদ করতে পারছে না।

মতি। মুরশিদাবাদের মসনদের কি আবার ভাগ্য ফিরল!

রাম। বুঝি ফিরল! মীরকাসিমের শক্তিতে আমার অবিশ্বাস নাই। একবার যদি সে পায়ে ভরদিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে সে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

মতি। তারপর?

রাম। তারপর ও রণরঙ্গিণীর নৃত্যে বাঙলা টলমল করবে! সকল বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য সর্ব্বস্ব সঙ্গে নিয়ে এই সময়ে মীরকাসিমের সহায় হয়।

মতি। এ জেনেও আপনি শত্রুতা করলেন! আপনারওত নবাবের সহায় হওয়া কর্ত্তব্য!

রাম। অবশ্য কর্ত্তব্য! বাঙলার এ দুঃসময়ে সকলেরই পরস্প-

রের নীচ স্বার্থ দ্বেষ ঈর্ষা পরিত্যাগ ক'রে, নবাবের সহায় হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি বিপন্ন। অদৃষ্টের বশে আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যে, আমি জেনে শুনেও দেশের কাজ করতে পারলুম না! আমি একদিকে যোগ দিলে স্বদেশদ্রোহী, অন্যদিকে যোগ দিলে কৃতঘ্ন। ইংরাজ আমাকে মুরশিদাবাদে, অপমান লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রছে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর! নবাবের পরোয়ানা নিয়ে একজন ওমরাও দেউড়ীতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে অনেক সেপাই।

রাম। বাধা দিয়ো না - তাঁকে আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান) সুন্দরী! তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এইখান থেকেই বুঝি শেষ হ'ল।

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। সেলাম রাজা! নবাব সরকারে হাজির হ'তে আপনার ওপর পরোয়ানা হয়েছে। একি বিবি সাহেব! আপনি এখানে?

মতি। রাজার অপরাধ কি মীরজা সাহেব?

সম। অপরাধ রাজা জানেন, আর নবাব জানেন—আমি নফর, হুকুম তামিল করতে এসেছি। আসুন রাজা।

রাম। চলুন।

সম। জমাদার! রাজার বাড়ী আটক কর। বাইরে থেকে লোক যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে—ভিতর থেকেও লোক যেন বাইরে যেতে না পারে। বিবি সাহেব! যদি এস্থান থেকে মুক্ত হ'তে চান। তাহ'লে এখনি আমার সঙ্গে আসুন। নইলে আর বেরুতে পারবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য।

ড্রইং রুম।

ভান্সিটার্ট ও নহবৎ রায়।

নহবৎ। রক্ষা করুন সাহেব! আপনি না রক্ষা করলে সব যায়।

ভান্সি। যাহাতে নবাবের সঙ্গে আমাদের বিবাদ না হয়, তার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

নহবৎ। চেষ্টা কি, বিবাদ বন্ধ যেমন করে হ'ক করে দিতেই হবে।

ভান্সি। আমি নবাবের সঙ্গে কথা কহিয়া যা বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধই আমি দেখিতে পাই না। দিবারাত্রি প্রজার হাহাকারের মধ্যে বসে কোন রাজা কখন কি রাজ্য করিতে পারে! তা দয়াবান মীরকাসিম কেমন করিয়া পারিবেন। আমার কাছে প্রজার কথা তুলিতেই তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তাহার পর আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি সমস্ত দোষ আমাদের।

নহবৎ। আপনাদের ইংরাজ গমস্তারা রাজসাহীতে যে অত্যাচার করছে সাহেব, তা মনে করলে কান্না পায়। দেশের মহাজনেরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে! প্রজারা গ্রাম ত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। জমীদারেরা শশব্যস্ত—নবাবের কর্ম্মচারীরা তার কোনও প্রতিকার করতে পারে না।

ভান্সি। অর্থের প্রলোভনে ইহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু নবাবের অনিষ্ট করিতেছে না—

কোম্পানীরও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে। শুধু আমি আর হেষ্টিংস এরূপ বেআইনী ব্যবসায়ের বিরোধী। যাই হ'ক—যাহাতে নির্ব্বিবাদে এ গোলমালের মীমাংসা হয়, আমি যেমন করিয়া পারি তার ব্যবস্থা করিব।

(আমিয়ট ও হের প্রবেশ)

ভান্সি। I say Mr Amyatt! I am sorry to say, we are entirely to blame for this regrettable transaction and Nawab is perfectly justified in putting a stop to this illegal trade.

আমি। The justification does not depend upon the wilfulness of a whimsical irresponsible autocrat. It requires proof.

ভান্সি। There are ample proofs. I have received private intelligence, that a party of sepoys who were sent to Sylhet by the gentlemen at Dacca, on account of some private dispute, fixed upon and killed one of the principal people of the place and afterwards made the Zemindar prisoner. কোম্পানীর সিপাহী এক ভদ্রলোককে হত্যা করিয়াছে—এক জমীদারকে বাঁধিয়া আনিয়াছে।

নহবৎ। তাদের অপরাধ তারা খোরাকীর চাল কোম্পানীকে বিক্রী করেনি।

ভান্সি। If this shameful oppressive system be not checked, the respectable class of native merchants will be ruined, whole districts will be impoverished, the entire native trade will be disorganized.

নহবৎ। হবে কি সাহেব! মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—ব্যবসা একেবারে গেছে।

আমি। What do you intend to do ?

ভান্সি। For my own part, I think that the honour and dignity of our nation will be best maintained by scrupulous and careful restraint of the *dustuck.*

আমি। তা হইতে পারে না।

নহবৎ। হইতে পারে না বললে চলবে না সাহেব! হতেই হবে।

আমি। তোমার হুকুমে হইবে।

নহবৎ। আমার হুকুম কেন সাহেব—নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করেছেন, পাছে কেউ দস্তক জাল করে, এই জন্ম যিনি কোম্পানীর নাম করে ব্যবসা করবেন, তাকে মুচলিকা লিখে দিতে হবে।

আমি। মুচলিকা দিতে হইবে! মুচলিকা! আমরা কি Criminal—নবাবের ঘরে সিঁদ দিতে চলিয়াছি?

নহবৎ। আইনের মত কাজ করুন—তাহ'লে দিতে হবে কেন?

আমি। আইন তোমার মনিব বাবাকে শিখলাতে হোবে না। আইন আমরাই এদেশে আনিয়াছি।

নহবৎ। সাহেব! একি পাগলকে আপনি ডেকে আনলেন।

ভান্সি। Please be more polite Mr. Amyatt! (একটু ভদ্র ভাবে কথা কও)।

আমি। It is your weakness, that has given this

gentoo such a saucy tongue. They are fit for halters Not for a Governor's drawing room. (উহারা ফাঁসিতে ঝুলিবার যোগ্য)।

ভান্সি। ভাল, আমি মীমাংসা করিতেছি। এক দস্তক দুইবার না যাহাতে চলিতে পারে, আর যাহাতে কেহ দস্তক জাল না করিতে পারে, তার ব্যবস্থা করিব।

সকলে। No! Never! (কখন না)।

আমি। We won't allow you to do this. (কিছুতেই তোমাকে করিতে দিব না)।

ভান্সি। You are forgetting yourself Mr. Amyatt! This is sheer impertinence. (এ বড়ই বেয়াদবী)।

আমি। Every honest man should speak out, when sir Governor plays the traitor. (গবর্ণর যখন বিশ্বাস ঘাতক, তখন সৎলোকে কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে)।

ভান্সি। Take care sir! You should remember that sir Governor has the power to turn any impertinent member out. (আমি বেয়াদব মেম্বরকে তাড়াইবার ক্ষমতা রাখি)।

(জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

আমি। I challenge you to duel. Here I am. (আও)

ভান্সি। কেয়া খবর ?

কর্ম্ম। সর্ব্বনাশ হয়েছে সাহেব! নবাব পরোয়ানা বার করেছেন, যে কোন কারবারী স্বদেশীই হ'ক, আর বিদেশীই হ'ক, ইংরাজই হোক কি বাঙ্গালীই হোক কাউকেই আর

মাসুল দিতে হবে না। খবর পেয়েই দেশী মহাজনের গুণ্ডা পাটনার বাজারের সমস্ত কোম্পানীর মাল গুদোম থেকে ফেলে দিয়েছে। এলিস সাহেব কতকগুলো সেপাই নিয়ে বাধা দিতে গিছলেন। নবাবের ফৌজ তাইতে চড়াও হয়ে, এলিস সাহেবের সমস্ত সেপাইকে মেরে ফেলে তাকে কয়েদ ক'রে নিয়ে গেছে।

সকলে। Down with Mir. Kasim, down with the ungrateful wretch Kill him, hang him. (মীরকাসিমকো খুন কর, ফাঁসি দাও)।

মহবৎ। এ কখন হ'তে পারে না সাহেব! কখন নবাবের দোষ নয়—যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, নিশ্চয় সে এলিসের দোষে ঘটেছে।

হে। ইস্‌কো আটক কর।

ভান্সি। Wait wait and let me know the fact. (ব্যাপার জানিতে দাও)।

সকলে। Damn your fact. Let's go back to good old মীরজাফর। (নেহি—বুড়ামীরজাফরকা পাশ চলো)।

[ভান্সিটার্টকে টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জগৎশেঠের বাটী।

রায়দুর্ল্লভ মাতাবচাঁদ ওমরাওগণ।

রায়। ভারি গোলমাল বেধেছে! নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ বাধ্‌লো! আর রক্ষা হয় না। আর কেন শেঠজী, এই বেলা প্রস্তুত হোন্‌।

মাতাব। এত ভালবাসা টপ কোরে চোটে গেল?

রায়। কোম্পানীর টাকা নিয়েত ভালবাসা?, টেঁকে ঠোক্কর পড়লেই ভালবাসা চোটে গেল; কোম্পানীর সেই আলীবর্দ্দীর আমল থেকে বিনা মাশুলে ব্যবসা, মীরকাসিম তাতে মাশুল বসাতে চায়।

মাতাব। ওরা কি ঘাঁড় হেঁট করবার পাত্র! মাশুল ওরা কখনো দেবে না।

রায়। ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে মিটমাট কর্‌তে গেছলো, মীমাংসা হলো না বোলে ফিরে চ'ল্‌লো। সাহেব ক'ল্‌কেতাতেও ফির্‌বে আর অম্‌নি যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠ্‌বে।

মাতাব। যুদ্ধের ভেরী টাকা না হ'লে কি আর বাজে? ইংরেজ নবাব দুজনেই আমার কাছে টাকা চেয়েছেন, আমি এখন কাকে টাকা দেব তা ঠিক কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

রায়। ইংরেজকে দেবেন, ও আবার ঠিক করাকরি কি?

মাতা। কি জানেন, মীরকাসিমতো আর মসনদ থেকে সরেনি।

(২য় ওমরাও ও আমিয়টের প্রবেশ)

২য় ওম। শুনুন শেঠজী! আবার কি বিপদ হয়েছে শুনুন!

সকলে। কি হয়েছে?

আমি। আমার প্রিয়বন্ধু রামনারাণকে নবাব ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

রায়। শুনলেন শেঠজী! এ শুনেও কি আপনি চুপ করে বসে থাকতে চান। যার ঘরে পয়সা আছে, তারই জানবেন দফা রফা।

মাতাব। তাকে রক্ষা করবে কি করে সাহেব?

আমি। এখন তো রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই, এখন নবাবের সঙ্গে আমাদের সন্ধি রহিয়াছে। রামনারাণ নবাবের অফিসার, তাঁহাকে নবাব যদি শাসন করে তাহাতে আমাদের ইনটারফিয়ার করিবার যো নাই। যত দিন সন্ধি থাকিবে তত দিন পারিব না. আপনারা লড়াই বাধাইয়া দিন, আমি তাহার উদ্ধার করিতেছি।

রায়। তা হ'লে তাকে উদ্ধার করতে পারবে?

আমি। Oh! I cannot adequately express in words how deeply I feel for him. রাজাকে রক্ষা করিতে যদি আমাকে hell (নরকে) এ যাইতে হয়, I am ready to go to hell. (আমি নরকে যাইতে প্রস্তুত)।

মাতাব। আচ্ছা সাহেব! তোমরা মীরকাসিমবধের উদ্যোগ কর, আমি টাকা দেবো।

রায়। বস্! এখন ভগবানের নাম ক'রে ঝগড়া বাধাবার পন্থা দেখি সাহেব!

(হের প্রবেশ)

হে। I say Amyatt! (আমিয়ট!)

আমি। What news! (কি খবর? Don't mind the Rajas, go on.

রায়। কি হয়েছে সাহেব বল না, আমরা তোমাদেরই।

হে। মীরকাসিমের সঙ্গে বিবাদ বাধিল।

সকলে। বাধল!

আমি। Is it a fact? Or are you reading a chapter from a fairy tale?

হে। Aye as good a fact as this Raja's pigtale— মীরকাসিম আমাদের কারবারে ঘা মারিতে উদ্যত হইয়াছে। Mir Kasim is going to strike a blow at our trade.

রায়। কারবারে ঘা! যা নিয়ে কোম্পানী!

হে। বোলতা, হামলোক কোম্পানীকা নাম সে জাল দস্তক লেকে কারবার করতা হায়।

আমি। D—d liar—downright lie, most mischievous libel. (ঝুটবাৎ)।

রায়। আরে বাপ্‌রে বাপ্! আপনারা খৃষ্টান—জর্ডনের জলে গঙ্গা স্নান। আরে বাপ্‌রে বাপ্।

হে। আপনারা মাফ করিবেন—আমিয়ট সাহেবকে আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। You shall have to write to Ellis at once, to be ready for any emergency.

রায়। তাই কর সাহেব! শিগ্‌গির কর। হাজার বেগম খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওমরাওদের আফিম

খাবার পয়সা জুটছে না। হরি হরি—বাইজীদের সোণার বরণ কালি হয়ে গেছে।

২য়, ৩য়। হরির লোট দাও রাজা! হরির লোট দাও।

পঞ্চম দৃশ্য।

কালীকাতা মীরজাফরের বাটী।

মীরজাফর ও মণিবেগম।

মণি। দোহাই নবাব! আর নবাবীর নাম মুখে আনবেন না। সর্ব্বশরীর আপনার ব্যাধি গ্রস্ত। তবু যতদিন এখানে আছেন, যে ক'টাদিন বেঁচে আছেন, অনেকটা সুখে আছেন। নবাবীর কথা আর তুলবেন না।

মীর। আমি মুখে আনছিনা মণি—আনছ তুমি। তার চেয়ে বল গাধামী, ভাঁড়ামী—গোলামী—শালামী—হা আল্লা! একবার যার লোভে এই ব্যাধি, আবার তাই! এখনো তোমার ভালবাসায়, অবিশ্রাম শুশ্রূষায় দেহটা বজায় রেখেছি। মণি! এইবারে বুঝি ঝরে। এখানে আমি জাফর তুমি মণি—আমি দুঃখী, তুমি দুঃখিনী—সেখানে আমি নবাব তুমি বেগম--মাঝ-খানে উজীর মুন্সী, বক্সী, হাব্সী—তারা সব টানাটানি ক'রে, দেবে আমার গলায় ফাঁসী।

মণি। মীরকাসিম নবাব থাকতে আপনি কেমন ক'রে নবাব হবেন?

মীর। হব কি হয়েছি, তারা আমাকে নিয়ে যেতে তঞ্জাম

পাঠাচ্ছে। ওই এলো! আর কেন মণি! সরে যাও- আড়ালে থাক (নেপথ্যে—কোলাহল) আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখ।

(ভৃত্যগণ সহ রায়দুর্ল্লভের প্রবেশ)

রায়। এই যে জাহাপনা আছেন। করেছেন কি! পোষাক পরুন—পোষাক পরুন। তো বেটারা দেখেছিস্ কি!–তোল্ তোল্—সব বজরায় নিয়ে তোল।

মীর। এ দিনে ডাকাতি কেন রাজা রায়দুর্ল্লভ।

রায়। শিগ্‌গির পোষাক পরুন –বেগম সাহেবকে তইরি হ'তে বলুন—বজরা একেবারে পাখা মেলিয়ে মুর্‌শিদাবাদ যাবার জন্য উল্‌কোমুখী হয়েছে। সাহেবেরা সব বজরায় উঠেছে। পাঁচহাজার সেপাইএর পল্টন বেরিয়ে গেছে। দেরী করবেন না, জাঁহাপনা তইরি হ'ন।

মীর। বকরিদে এবারে কি উট পাওয়া যাচ্ছে না; গাধা জবাই করবে? তাই কি আমাকে নিয়ে চলেছ? (জনৈক ভৃত্যের গুড়গুড়ি ধারণ) এই এই –নল ছাড়্ বেটা –ছাড়্।

রায়। নে নে টেনে নে - একেবারে বজরায় টানবেন।

মীর। কেন, কি করতে যাব?

রায়। এখন আর বলবার সময় নেই।

মীর। না বললে আমি যাচ্ছিনা রাজা! মীরকাসিম নবাব থাকতে আমি নবাব হব কি করে!

রায়। মীরকাসিম নবাবী থেকে বরখাস্ত হ'ল।

মীর। কি অপরাধে?

রায়। অপরাধ কি তার একটা—কত বলব! প্রথম অপরাধ, তার বেইমানী– যাদের কৃপায় তার মসনদ, তাদেরই

সর্ব্বনাশ করবার তার চেষ্টা। তার পর কত লোকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে- কত লোককে বন্দী করেছে। উৎসব আমোদ, লোকের স্ফূর্ত্তি সব নষ্ট করে দিয়েছে! গিয়ে দেখবেন মুরশিদাবাদের ছাতে ছাতে হাজার হাজার যে কাকের আড্ডা ছিল, এখন একটাও নেই।

মীর। বটে - বটে!

রায়। কোথাথেকে থাকবে—সে মাইফেল নেই—পথে স্তূপাকারে আর সে পোলাও কালিয়া পড়তে পায় না।

(মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। তাহ'লেত কুকুরও নেই রাজা!

রায়। কেও বেগম সাহেব! সেলাম। না মা! মুরশিদাবাদের কুকুর কুলও নির্ম্মূল হয়েছে।

মণি। তাহ'লে কাদের নিয়ে নবাব মুরশিদাবাদে থাকবেন?

রায়। কুকুর নিয়ে থাকবেন কি মা!

মণি। যারা আগে নবাবকে দেখলে, দূরে থেকে ল্যাজ নাড়তো। এখন যারা নবাব মীরজাফরের নাম শুনলেই ঘেউ ঘেউ করে—সেই সকল কুকুর। যারা অসৎপরামর্শে প্ররোচনায় বুদ্ধিহীন এই ব্যক্তিকে পাপপঙ্কে ডুবিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, আবার একদিনেই তাঁকে, তাঁর স্ত্রীপুত্রকে বিষম দুর্য্যোগে মুরশিদাবাদের পথে ছেড়েদিয়ে, মনের স্ফূর্ত্তিতে যে যার ঘরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে—তারা মুরশিদাবাদে না থাকলে নবাব সেখানে থাকতে পারবেন কেন?

রায়। তারা বুঝতে পারেনি মা! এতদিন পরে বুঝেছে, বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করছে।

মণি। একেবারে যদি তার মনুষ্যত্বের লেশমাত্র না থাকে, তবেই নবাব মুরশিদাবাদের মসনদে ফিরে বসতে যাবে। আপনি যান রাজা নবাব যাবেন না।

মীর। না, না—আমি যাব না।

মণি। আপনি কেন মীরকাসিমের শত্রু রাজা? তিনি ত আপনাকে মর্য্যাদাই দিয়েছেন!

রায়। মর্য্যাদা দিয়েছেন, আমার সর্ব্বনাশ করেছেন! মর্য্যাদা নিয়ে কি ধুয়ে খাব! এই ছুদিনের ভেতর মীরকাসিম, আমার লাখো টাকা লোকসান করে দিয়েছেন।

মণি। কি করে দিলেন?

রায়। আমি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে বেনামীতে ভূষি মালের কারবার করছিলুম। কোম্পানীর কারবারে মাস্থল লাগতো না। দেশী মহাজনদের কিন্তু মাস্থল দিতে হ'ত। জাঁহাপনাই তা করে দিয়েছিলেন। কাজেই দেশী মহাজন আমাদের সঙ্গে পাল্লাদিতে পারতো না। এই জাঁহাপনার কৃপাতেই আমাদের ছু'পয়সা পাওনা হ'ত। মীরকাসিম তা খেয়ে দিয়েছেন। পরোয়ানা দিয়ে, কি কোম্পানী কি সাধারণ প্রজার—সবার মাস্থল তুলে দিয়েছেন।

মণি। নির্লজ্জ হিন্দু! জীবহত্যার নামে নাসিকাকুঞ্চিত কর, আর এই কসাইয়ের ব্যবসায়ে দেশের দরিদ্রের গলায় ছুরী বসাতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা কর না!

রায়। তাইত! তাইত!

মণি। রাজা! স্বার্থের মোহে যে ডালে বসে আছেন, তার মূলোচ্ছেদ করবেন না। আমি সামান্য নারী, আমারও যা বুদ্ধি

আছে, তাওকি আপনাদের নাই। নবাবের হারেমে বসে যে মীরকাসিমকে আমি চিনতে পারিনি, আজ এই দূরে দরিদ্রের জীর্ণাবাসে বসে, তোমাদের কালিমাময় মূর্ত্তির পার্শ্বথেকে সেই মহাপুরুষের গৌরবময় মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কাতর হয়েছো? এই নাও, আমার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত সম্পত্তি নিয়ে, আর তোমার মতন সমস্ত বুদ্ধিমান হতভাগ্যকে নিয়ে, মীরকাসিমের সহায় হও।

রায়। তাইত! তাইত! বুঝতে পারিনিত মা! তাইত কি করলুম!

মীর। যাও রাজা, ইংরেজদের গিয়ে বল, আমি নবাব হ'ব না।

(ভান্সিটার্ট আমিয়ট ও হের প্রবেশ)

রায়। সরে যান বেগম সাহেব! সরে যান!

মণি। এখন আবার মর্যাদা কেন? যখন সকলে এক দিন ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে মুরশিদাবাদের পথে দাঁড় করিয়েছিলে, তখন আমার মর্যাদার কথা তোমার মনে ছিল না!

আমি। কি হইয়াছে--কি হইয়াছে--এখনও বিলম্ব হইতেছে কেন?

ভান্সি। নবাব! আমিই আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলাম, আবার আমিই আপনাকে মসনদে বসাইতে আসিয়াছি। Now Mr. Amyatt, carefully escort the prince to the Budgrow. The treaty will be concluded there.

আমি। All right

ভান্সি। Ah me! I solemnly promised to Mir.

Kasim to remain his staunchest friend for life and yet by circumstances, over which I have no control, I am now compelled to be one of his direst enemies.

[প্রস্থান।

আমি। আইয়ে নবাব সা'ব – মসনদ লেনে চলিয়ে।

মীর। ম্যাঞ্চ নেহ যাগা!

হে। আলবৎ জানে হোগা!

আমি। ও বাৎ আপকো কোন শুনে গা!

মীর। ম্যাঞ্চ কভি নেহি যাগা!

আমি। নবাব নেই হোগা তো, তব গুলি করে গা -- আপকো নবাব করনেকো কাউন্সিল কা হুকুম হ্যায় হুকুম কোন রদ করে গা।

হে। উঠিয়ে জলদি উঠিয়ে।

হে। We are not going to stand such nonsense. আগাড়ি আপ্ চলিয়ে আউর সব পিছাড়ি যাগা।

[মীরজাফরকে উত্তোলন।

আমি। রাজা আপনি নবাবকে লইয়া বজরায় যান। আমি ও হে মুঙ্গেরে চলিলাম। ও দিকে মীরকাসিমের সঙ্গে মিছামিছি মীমাংসার কথা কহিতে সময় লইতে থাকিব। এ দিকে লড়াইয়ের সরঞ্জাম ঠিক হইয়া যাইবে।

রায়। চলিয়ে জাঁহাপনা চলিয়ে, ভবিষ্যত মে যা অদৃষ্টে হ্যায় হোনে দিজিয়ে।

মীর। ও মণি সঙ্গে এস—সঙ্গে এস।

মণি। আপনি যান জাঁহাপনা আমি যাব না। ঈশ্বর!

প্রাসাদে ঐশ্বর্য্যের মোহে অন্ধ ছিলুম, অবস্থার বিপর্য্যয়ে আমার চক্ষু ফুটেছে। এই সব স্বদেশদ্রোহী হতভাগ্যের প্রাণই মরণের দুর্জ্জয় ব্যাধি। মৃত্যুই এদের প্রাণ! আর মীরকাসিম! দেখতে পাচ্ছি, সিংহাসনের পার্শ্বে পবিত্র প্রাণ নিয়ে তুমি সন্ন্যাসীর বেশে দাঁড়িয়ে আছ—আর শত দিক থেকে কোটী আর্ত্ত তোমার সেই কারুণ্য-প্রীতিপূর্ণ মলিন কান্তি নিরীক্ষণ করতে করতে, ঈশ্বরের কাছে তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছে। আমিও তাদের মত আর্ত্ত! ঈশ্বর! সেই কোটী আর্ত্তনাদের সঙ্গে এই দীন রমণীর ক্ষীণকণ্ঠ মিশিয়ে দিলুম, সেটা গ্রহণ ক'র। মীরকাসিমের প্রাণে সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণ তুমি সেই বিশাল প্রাণকে রক্ষা কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মুঙ্গের রাজপ্রাসাদ।

মীরকাসিম।

কাসিম। ঈশ্বর! অর্দ্ধনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ ক'রে কুলপ্লাবিনী নদীতে পাড়ি দিতে চলেছি। অর্দ্ধমগ্ন সহায়হীন নিরীহ প্রজার জীবন থাকতে থাকতে তাকে কূলে তুলতে হ'লে আর অপেক্ষা করতে পারি না। নৌকা আমার, কিন্তু দয়াময়, কাণ্ডারী তুমি। তুমি এই অর্দ্ধমগ্ন জাতিকে রক্ষা না করলে, আমার মত ক্ষুদ্র জীবের তা সাধ্য নয়। কি শেঠজী! ঘন ঘন কলকেতায় যাচ্ছেন যে!

(মাতাব সিংহের প্রবেশ)

মাতাব। আজ্ঞে জাঁহাপনা! ঘন ঘন নয়—বার দুই গিছলুম। অনেক টাকা কোম্পানীর কাছে প'ড়ে, তাগাদা ক'রে ক'রে হার মেনে গেছি। লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে কিছু হ'ল না ব'লে নিজে গিয়েছিলুম।

কাসিম। মোগল আপনাকে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়ে চির দিন আপনার গৌরব রক্ষা ক'রে এসেছিল। ফিরিঙ্গী টুপি খুলে মাথা হেঁট করে আপনার দেউড়ীতে প্রবেশ করতো! সেই নবাবেরও মাননীয় জগৎশেঠের কি এই পরিণাম! সিরাজকে অপদস্থ করবার দুদিন পরেই বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীরকে মনোবেদনা জানাতে হেঁটমুণ্ডে সেই ফিরিঙ্গীর দ্বারে উপস্থিত হ'তে হ'ল!

মাতাব। জাঁহাপনা! আগে বুঝতে পারিনি!

কাসিম। এখনই বা বুঝতে পারছেন কই! নির্ব্বোধদের বোঝাতে না পেরে, দেশ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখে, আমি কিঞ্চিৎ বাহ্য কঠোরতা অবলম্বন করেছিলুম। কিন্তু আমার প্রীতি আপনারা কেউ অনুভব করতে পারলেন না; তাই আপনারা আমার প্রীতির সিংহাসনের পার্শ্বে বসে আবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছেন।

মাতাব। দোহাই জাঁহাপনা! গোলাম ষড়যন্ত্র করতে কলকেতায় যায়নি।

কাসিম। ষড়য ক'রে ক্ষতি কার? আমার বড় বেশি ক্ষতি নয় জগৎশেঠ! আমি আমার পূর্ব্বাবস্থা অনুমাত্রও বিস্মৃত

হইনি। আমি আমার ভবিষ্যৎ আগে থাকতেই কল্পনায় এঁকে, মসনদে ব'সেও সেই অবস্থার যোগ্য ভাবে দিন যাপন করছি। ক্ষতি আপনার—যেহেতু আপনি পূর্ব্বাবস্থা ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন, মরুভূমি তুল্য মাড়োয়ার থেকে ছোলা খেয়ে বাঙলায় এসে, আপনারা এই মোগলেরই কল্যাণে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। আপনি নিজের ও বংশধরদের সে অপূর্ব্ব গৌরব নষ্ট করতে চলেছেন। ক্ষতি আপনার, আর আপনার ন্যায় জলাতঙ্ক রোগীর মত আত্মদেহদংশী কতকগুলো বাঙালী রাজার। তারা স্বার্থপর হ'লেও আমার তত দুঃখ ছিল না। কেন না স্বার্থের জন্য মানুষে সব করতে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্যেরা বুদ্ধিমানের অহঙ্কার নিয়ে নিজের গলায় ছুরি মারে, তাদের মতন অপকৃষ্ট জীব বুঝি শয়তানও কখন কল্পনায় আনতে পারেনি।

মাতাব। আপনার অনিষ্ট চিন্তা করিনি, এ কথা বলতে পারি না। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, আর করবো না জাঁহাপনা!

কাসিম। আগে হ'লে বিশ্বাস করতে পারতুম, কিন্তু এখন আর পারি না। আপনি যখন প্রজা-ধ্বংশকর ব্যবসায়ে ইংরেজকে টাকা ধার দিতে পারেন, তখন আর আমি আপনার কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারছি না। যে জৈন প্রাণীহত্যার ভয়ে রাত্রে কখন আহার করে না, ঘরে আলো জ্বালে না, সে যখন দরিদ্র প্রজার রক্ত-নিষিক্ত অর্থে নিজের খোরাকের ব্যবস্থা করতে পারে, সে হলফ করলেও আমি তার কথা মূল্যহীন মনে করি। অনিষ্ট করবার আর বাকি কি রেখেছেন জানি না। আপনাদের সহায়তায় প্রশ্রয় পেয়েই ইংরেজ নিরীহ পাটনার

অধিবাসীর রক্তে গঙ্গার জল রঞ্জিত করেছে। সিভ্যালিয়র, টেক্‌সিরা প্রভৃতি ইংরাজ গমস্তার অত্যাচারে রাজসাহী ঢাকা, সিলেট জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছে। প্রজা সব গৃহত্যাগী— অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট হয়ে বৃক্ষতলে জীবন বিসর্জ্জন করছে। সুতরাং বিশ্বাস ক'রে আপনাদের আর আমি ছাড়তে পারছি না। শেঠজী! আপনাকে আমি মুঙ্গেরে নজরবন্দী রাখলুম। যদি যুদ্ধ বাধে তা হ'লে আপনাকেই জবাব দিহি করতে হবে। সমসের! (সমসেরের প্রবেশ) গুলবাগের প্রাসাদে শেঠজীর বাসস্থানের বন্দোবস্ত কর। আমার ন্যায় মর্য্যাদায় রাখবে, যেন তার বিন্দুমাত্রও ক্রুটী না হয়।

সম। জাঁহাপনা! কলকেতার কৌন্‌সিল, আমিয়ট ও হে সাহেবকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। তারা বাইরের কামরায় অবস্থান করছেন।

কাসিম। চোপদারকে শুধু আমিয়টকে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলে দাও।

(সমসের ও মাতাবের প্রস্থান।

ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী আমার সর্ব্বনাশের সমস্ত ষড়যন্ত্র ক'রে—এখন শুধু সময় নেবার জন্য আমার চোকে ধুলো দিতে এসেছে। আমার দূতকে কলকেতায় আবদ্ধ রেখেছে মনে করেছে সে না এলে আমি কলকেতার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারবো না। কিন্তু ইংরাজ জানেনা, বাঙ্গালী যদি স্বদেশবৎসল বিশ্বাসী হয়, তাহ'লে তারা শয়তানের মনের কথা টেনে বার করতে পারে। আমিয়টের আসবার পূর্ব্বেই নহবৎরায় আমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিয়েছে।

(আমিয়টের প্রবেশ)

আমি। গবর্ণর সাহেব আমাদিগকে নবাব সাহেবের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন।

কাসিম। কিজন্য বলুন।

আমি। আপনার সঙ্গে বিবাদ করি, আমাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নয়।

কাসিম। তাহ'লে বিবাদের মূল কারণ হলুম আমি।

আমি। এলিসের আচরণে আমরা বড়ই দুঃখিত।

কাসিম। আমি কিন্তু সুখী। সে আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছে। আপনাদের প্রকৃত চিত্র আমার সুমুখে ধরেছে। এদিকে আমার সঙ্গে মীমাংসার কথা হচ্ছে, আর ওদিকে গোপনে গোপনে আমার সর্ব্বনাশের আয়োজন করছেন। এলিস দু'দিন পরে পাটনা আক্রমণ করলে আমাকে যে অন্ধকার দেখতে হ'ত সাহেব!

আমি। আমরা তাহাকে ওরূপ আদেশ করি নাই।

কাসিম। বেশ, এখন আপনাদের কি অভিপ্রায় বলুন।

আমি। আপনাদের শেষ ইস্তাহার withdraw করুন। একেবারে সকলের মাসুল তুলিয়া দিলে, আমরা আর এদেশে ব্যবসা করিতে পারিব না।

কাসিম। যখন একবার ইস্তাহার জারি ক'রে ফেলেছি, তখন আর হয় না। আমি দু'বৎসর দেখবো বলেছি, দুবৎসর দেখবো।

আমি। তাহ'লে আমরা মারা যাই।

কাসিম। সেটা আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল সাহেব!

আমি অপেক্ষা ক'রে ক'রে হয়রাণ হয়েছি। যখন দেখলুম, তোমাদের গোমস্তার অত্যাচারের দমন হওয়া দূরে থাক্, দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'তে লাগলো, যখন দেখলুম প্রজা আর বাঁচে না, তখন নিরুপায়ে আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে। এখন যদি ইস্তাহার তুলে নি, তাহ'লে দেশে আমার এখনও যা কিছু প্রতিপত্তি আছে, তাও আর থাকবে না।

আমি। আমরা কি তা হইলে সর্ব্বস্বান্তই হইব! জাঁহাপনা। একটা মীমাংসা করিয়া আমাদের সুখী করুন।

কাসিম। মীমাংসা কি ঠীকই করতে এসেছ সাহেব!

আমি। জাঁহাপনার বিশ্বাস না করিবার কারণ?

কাসিম। দেখে শুনে কেমন ক'রে বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, আপনি মীমাংসার কথায় আমাকে ভুলিয়ে রাখতে এসেছেন।

আমি। আমরা পাশ্চাত্য—আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবেন না।

কাসিম। তবে মীরজাফর মুরশিদাবাদের দিকে আসছে কেন?

আমি। কে বলিল?

কাসিম। এক বজরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসছিলে কেন?

আমি। Oh! no sinster motive—done nothing disloyal to your excellency.

কাসিম। আমার দূত নহবৎ রায়কে আবদ্ধ করেছো কেন?

আমি। আমরা দেখিতেছি, আপনি কেবল আমাদের

অবিশ্বাস করিতেছেন। ইহাতে উভয়েরই অমঙ্গল হইবে নবাব!

কাসিম। অমঙ্গল যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে। তোমাদের ওপর বিশ্বাস ক'রেই আমি সর্ব্বনাশ করেছি।

আমি। বেশ, আমাকে ও হেকে মুঙ্গের ত্যাগ করতে অনুমতি দিন।

কাসিম। বেশ. মীমাংসা করা যথার্থই যদি তোমাদের প্রাণের কথা হয়, আমি এখনও মীমাংসা করতে প্রস্তুত আছি। তাহ'লে সাহেব তোমাকে আমি কলকেতা ফিরতে অনুমতি দিলুম। এই ইস্তাহারে যদি তোমাদের ক্ষতি হয়, আমি রাজকোষ থেকে তা পূরণ করবো। যাও তুমি কাউন্সিলে আমার কথা জ্ঞাপন কর।

আমি। আর হে?

কাসিম। নহবৎরায়ের ফেরার জামীন স্বরূপ তাকে মুঙ্গেরে আবদ্ধ রাখলুম।

সপ্তম দৃশ্য।

উদ্যান।

গুলফন ও বাহার।

গুল। হাঁ বাহার, একটা ফুল তুলে তোমার হাতে দেবো?

বাহার। এইত আমার হাতে একটী ফুল রয়েছে।

গুল। কই!

বাহার। এই যে।

গুল। কই ভাই, আমিত দেখতে পাচ্ছি না।

বাহার। তবে তুমি কাণা! এমন ফুল আমার হাতে—এ ফুল দেখে সমস্ত বাগানের ফুল মলিন হয়ে গেল, তুমি তা দেখতে পেলে না!

গুল। ও! তুমি আমাকে বলছ!

বাহার। কেন তুমি কি ফুল নও?

গুল। তাহ'লে তুমিও ত একটী ফুল।

বাহার। আমি ফুল নই, গুল! আমি ফুলদানি। আমার হৃদয়রসে যদি তোমায় নির্ম্মল প্রফুল্ল ঢলঢলে রাখতে পারি, তবেই আমার গৌরব। তখনই আমার নাম বাহার - নইলে নয়।

গুল। তুমি যখন মুরশিদাবাদের মসনদে বসবে, তখন আমি আঁচল ভরে ফুল নিয়ে তোমার গা ফুলে সাজিয়ে দেব।

বাহার। তুমি যদি সে সময় আমার পাশে বস, তাহ'লে আমি ফুলের ভারে ডুবে থাকবো! গুল্! এসনা দেখি ফুলের ওপর ফুল সাজালে কেমন দেখায়।

গুল। ফুলের ওপর ফুল সাজালে ত তোড়া হয়।

বাহার। তাতো হয়, কিন্তু সে তোড়া নড়েও না চড়েও না। কেউ হাতে ক’রে না নিয়ে গেলে, সে তোড়া যেখানকার সেখানে পড়ে থাকে। আর তোমার গায়ে ফুল সাজালে, তুমি যে চলতি ফুলের তোড়া।

গুল। তুমিও আমাকে হাতে ধ’রে না নিয়ে গেলে আমি চলতে পারি না।

বাহার। এস তবে তোমাকে হাতে ধ’রে নিয়ে বেড়াই।

গীত।

বাহার। ফুল ঢোলেছে মোহন ফুলের গায়।
ফুলে ফুলে বাঁধন খুলে গড়িয়ে পড়ে ফুলের পায়॥
গুল। যখন আমি তোমার কাছে রই, তখন ফুলের মতন হই,
তোমার অদর্শনে ক্ষুণ্ণ মনে আমার নয়ন দুটী মুদে যায়॥
বাহার। এস ফুল বাঁধনে বেঁধে, আমার ভর দিয়ে কাঁধে ;
গুল। তবেই আমার খুল্‌বে বাহার, বাহার যদি আমায় চায়॥

(জিন্নতের প্রবেশ)

জিন্নত। বাহার দেখতো বাপ্‌! বাগানে কোথা থেকে এক বজরা এসে ভিড়লো! পতাকা দেখে বোধ হচ্ছে বজরা নবাবের।

বাহার। তা’হ’লে পিতাই আসছেন—এতদিনে মুঙ্গেরের দুর্গ সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই তিনি আমাদের নিতে এসেছেন।

জিন্নত। আগে দেখে এসো। না দেখে এত উল্লাস করা ভাল নয়। যদি না হয়, বেশি বিলম্ব ক’র না—(বাহারের প্রস্থান) রাত্রি হয়ে এলো। এস গুলফন! কাছে এস। (স্বগতঃ) তাঁর সুবিধার জন্য তাঁকে সর্ব্বদা আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলি, কিন্তু সে সব মুখের কথা। মনের কথাত নয়।

নইলে তাঁকে দেখবার জন্য প্রাণ এত ধড়ফড় করে কেন?—কেও, বাহার!

(আমিয়ট ও ওমরাওয়ের প্রবেশ)

একি! এ কে! ইংরেজ! ইংরেজ কাউকেও না ব'লে এ বাগানে প্রবেশ করলে! কে বেয়াদব ওমরাও সঙ্গে, সেও কি নিষেধ করতে পারলে না! গুলফন্! এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে নিষেধ ক'রে এসতো!

গুল। আমার ভয় করছে।

জিন্নত। তাহ'লে চলে এস—দেখতে পাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

আমি। হে কে মুঙ্গেরে রাখিয়া আসিয়াছি। তার সঙ্গে কথা হইতে হইতে আমি কাশিমবাজার সুদৃঢ় করিয়া ফেলিব। এক বজরা বন্দুক, সেইমত গুলি বারুদ কাশিমবাজারে আসিতেছে। একবার আনিয়া ফেলিতে পারিলেই, হেকে গোপনে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব। যেমন হে মুঙ্গের ছাড়িবে, অমনি আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। মীরজাফরকে একবার মুরশিদাবাদে আনিতে পারিলেই কাম ফতে করিয়া দিব। আপনারা সব প্রস্তুত থাকুন।

ওম। আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি। মুরশিদাবাদে আপনারা যেই পৌছিবেন, অমনি আমরা আপনাদের সহর ছেড়ে দেব।

আমি। এলিস বন্দী হইয়া আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। যেমন করিয়া পারি তাহাকে আমার উদ্ধার

করিতেই হইবে। যেমন করিয়া পারি প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

ওম। সহর ছেড়ে দিলে যদি প্রতিশোধ হয়, তাহ'লে এখনি সাহেব আমরা সহর ছেড়ে দিচ্ছি।

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। মুরশিদাবাদে নবাবের কি এমন কেউ আপনার নেই যে, এই বিশ্বাসঘাতক ওমরাওকে গ্রেপ্তার করে!

ওম। সাহেব! সাহেব! আমি এইবারে গেলুম!

আমি। কেন যাইবেন - আপনার ভয় কি! তুমি কে?

বাহার। আমি যে হই তুমি কে! কেন তুমি চোরের মতন এ বাগানে প্রবেশ করেছ? এ বাগানে বেগমেরা থাকেন তা জান!

আমি। থাকলেই বা, আমি কি বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি।

বাহার। (ওমরাওএর প্রতি) বেইমান! পিতা আসুন, এ অপমানের জবাবদিহি তোমায় করতে হবে।

ওম। দোহাই হুজুরালি, তামাসা—তামাসা। সাহেব! বজরায় যাও—বজরায় যাও।

[প্রস্থান

আমি। আপনি কে?

বাহার। আমি নবাব নাজিম নাসির উল্‌মুলুক মীরমহম্মদ কাসিম আলিখাঁর পুত্র।

আমি। তা হইলেই ঠীক হইয়াছে। ঈশ্বর এলিসের উদ্ধা-রের উপায় করিয়াছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

বাহার। কোথায় ?

আমি। কলিকাতা।

বাহার। কেন ?

আমি। আমার বড়ই প্রয়োজন আছে।

বাহার। আমি যাব না।

আমি। আমি সেখানে আপনাকে নবাবের মত রাখিব।

বাহার। ম্যাঞ নেহি যাওঙ্গে।

আমি। আলবৎ জানে হোগা।

বাহার। কেঁও।

আমি। হামারা হুকুম।

বাহার। কভি নেহি যাঞঙ্গে।

আমি। তব জবরদস্তিসে জানে হোগা।

বাহার। কেয়া বেয়াদব। (জুতা খুলিতে গিয়া 'আমিয়ট কর্ত্তৃক ধৃত।)

আমি। আপনার কিছু ভয় নেই। আমি কলিকাতায় আপনাকে নবাবের মত রাখিব। আপনার পিতা আমার এক বন্ধুকে আটক করিয়াছেন। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য আমি আপনার সাহায্য লইতেছি।

বাহার। আমার সাহায্য ! আমি ম'লেও পিতাকে বলবো না, আমার পরিবর্ত্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিতে।

আমি। আচ্ছা ! এখনত চল, সে কথা পরে হইবে।

(মতিবিবির প্রবেশ)

মতি। (টিপিটিপি পশ্চাতে আসিয়া) ছেড়ে দাও সাহেব ! ছেড়ে দাও ! ! যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত ছেড়ে দাও !

আমি। এ তুমি কে আবার বিধুমুখী আসিলে!

মতি। এই তোমার মেনিচোকী ঠানদিদির পিসি। দাও, ছেড়ে দাও।

আমি। তোমার কথায়!

মতি। তা এখানে কে তোমার হরির খুড়ো আছে যে, তোমাকে হুকুম করবে।

আমি। আমি বুঝলো না।

মতি। বুঝলো না! তবেত আমাকে একেবারে কাহিল করলো! ছেড়ে দাও।

আমি। আমার কাছে পিস্তল আছে জানো।

মতি। আর পকেটে হাত দিতে দিতে, এই খানা তোমার পেটের ভেতর ঢুকে যেতে পারে তা জান!

আমি। আমি হারি মানিলাম।

মতি। দাও, বালককে ছেড়ে দাও।

আমি। এই দিলাম।

মতি। (আমিয়টের পকেটে হস্ত প্রদানের উদ্যোগ, ছোরা তুলিয়া)

মতি। যাও বালক চলে যাও।

বাহার। মাঈ সেলাম!

মতি। সেলাম। সাহেব! এইবারে আমাকে গুলি কর।

আমি। শুধু গুলি নয় বিবি! এ গুলি বারুদ—আর এই গুলি বারুদের আধার আপনার পায়ের কাছে রক্ষা করিলাম।

"Bring forth men-children only! for thy undaunted mettle should compose nothing but males."

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমরু, গুরগণ, তকী, রাজবল্লভ।

সমরু। কাউন্‌সিল মীরজাফরকে পুনরায় নবাব স্বীকার করিয়াছেন।

গুর। তাতো করবেই, জানা কথা। নবাব তখন আমার কথা শুনলেন না। আমি আর ছমাস সহ্য করে থাকতে বলেছিলুম। ওরা দুনিয়া জয় করতে ক্ষুদ্র দ্বীপ ত্যাগ করেছে, ওরা তইরি হতে সময় দেবে কেন?

সমরু। তইরি হইতে বাকি কি!

গুর্। বাকি সব। মুরশিদাবাদ অরক্ষিত, মুঙ্গের দুর্গ এখনও অসম্পূর্ণ। Adams একজন দক্ষ সেনাপতি।

সমরু। মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত কি আর Adamsকে আসিতে হইবে। কাটোয়ার কাছে আসিতে না আসিতে তাকে শেষ করিব।

গুর্। বেশ, তাহ'লে আপনারা এগিয়ে যান। তকী খাঁ! আপনি কাটোয়ার ভার নিন্। আপনি ও মার্কার গিরিয়ায় থাকুন। আর আমি থাকি উধুয়ানালায়।

সমরু। গিরিয়ায় Adams আসিতে পারিবে তবেত আমার প্রয়োজন হইবে। আপনি উধুয়াতেও থাকুন, গিরিয়াতেও থাকুন। আমি জঙ্গলে গিয়া শীকার করিতে থাকি।

গুর্। রাগ ক'র না সাহেব! ঈশ্বর না করুন, যদি কাটোয়ায় আমরা ইংরেজকে আটকাতে না পারি।

সমরু। কেন পারিব না—আলবৎ পারিব।

তকী। খোজা সাহেব! বেশত ওঁকেই আপনি কাটোয়া সৈন্যের ভার দিন। আমি ওঁর অধীন হয়ে সেখানে সৈন্য চালনা করবো।

গুর্। না, বন্দোবস্ত ঠীক করে ফেলেছি। এখন আর পরিবর্ত্তন করতে পারি না। আর বিলম্ব করবেন না। আপনাকে আমি পৃষ্ঠ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেম।

সমরু। (স্বগত) তবে তুমি ঘরে বসিয়া লড়াই কর।

[সমরু ও তকীর প্রস্থান।

রাজ। এত আশঙ্কা করছ কেন, খোজা সাহেব! সৈন্য শিক্ষা কি এখনও অসম্পূর্ণ?

গুর্। অসম্পূর্ণ ঠীক বলতে পারি না। তবে এখনও একটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধে যদি আমাদের সৈন্য একবার জেতে, তাহ'লে কলকেতা পর্য্যন্ত না পৌছিলে কেউ তাদের গতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু যদি প্রথম যুদ্ধে হারে, তাহ'লে তারা কি করবে বলতে পারি না।

রাজ। তবে!

গুর্। এখনকার যুদ্ধের নীতি হচ্ছে, পরাভবে আত্মসংযম। যে সৈন্য হেরে ধীরে পশ্চাদপদ হয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েনা, সেই সৈন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সেনাপতি যুদ্ধে পরাজিত হয়েও, সুকৌশলে সৈন্যকে চালিত করেন, তিনিই সমরকুশল বীর।

রাজ। তবে!

গুর্। আমাদের সৈন্য যুদ্ধে একবার জয়ী হ'লে। সে কলকেতায় না পৌঁছে আর ফিরবে না। কিন্তু যদি হারে, তাহলে'ই বিষম সমস্যার কথা।

রাজ। ও বাবা! তবে!

গুর্। আগে থাকতে আর অমঙ্গল চিন্তার প্রয়োজন নেই। বড়ই দুর্ভাগ্য আর কিছুদিন সময় পেলুম না! তাহ'লে যুদ্ধে হারলেও কি করে শত্রুকে হারাতে হয়, তাই শিখিয়ে দিতুম।

রাজ। তাহলে'ত দেখছি, একবার হারলে ইংরেজ আমাদের মুঙ্গের পর্য্যন্ত ঠেলে আনবে!

গুর্। রাজা! তাই আমি আশঙ্কা করছি। তবে যতটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারি করি। আদাব।

[প্রস্থান।

(বাহারকে লইয়া মীরকাশিমের প্রবেশ)

রাজ। কি করলেন জাঁহাপনা! আর দু'টো দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না!

কাসিম। রাজা! আর এ রকম কথা কইবেন না। তাহ'লে আপনার বিজ্ঞতার ওপর সন্দেহ হবে। আপনি কি আজও এ ফিরিঙ্গীদের চিনতে পারলেন না! এরা ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে আমার সাহায্যের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছে! তার ব্যয় ভার বহন করতে আমারই কাছে এত দিন অর্থ নিয়েছে। সেই অর্থে প্রতিপালিত সৈন্য দিয়ে তারা বিনা কারণে আমার প্রজার রক্তে আজিমাবাদ সহর প্লাবিত করে ফেললে। এতেও তাদের বুঝতে পারলেন না রাজা! তারপর আমার সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব বজায় রেখে আমার এই পুত্রকে অপহরণ করতে উদ্যত!

রাজ। যা বলছেন তা সত্য—তবে কিনা—তবে কিনা।

কাসিম। যদি ভীত হ'ন রাজা, তাহলে আমার আশ্রয় ত্যাগ করুন।

রাজ। আমি শুধু ভীত নই রাজা—ভীত আপনার সেনাপতি গুর্‌গণ। তিনি বলেন সৈন্য শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হলনা

কাসিম। এখনও যদি না হয়, তাহ'লে আমার অদৃষ্ট। আমার কেন তোমাদের। ফিরিঙ্গীর চরণরেণুতে এরপর তোমাদের উদর পুষ্ট করতে হবে।

রাজ। যদি একবার আমাদের পলটন হারে, তা'হলে ইংরেজ মুঙ্গেরে এলেও কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

কাসিম। আসে মুঙ্গের যাবে। যাও, যুদ্ধের প্রারম্ভে এখন অশুভ কথা কইবেন না।

[রাজবল্লভের প্রস্থান।

কিন্তু তা যদি যায়, তাহ'লে কোনও বেইমানকে আর বাঙলার খোরাক খেতে দেবো না। এতে আমি দুনিয়ার শয়তান বলেই গণ্য হই, আর নরকেই আমার স্থান হ'ক। যাও বাহার! তোমার জননীর সঙ্গে দুর্গমধ্যে অবস্থান কর।

বাহার। পিতা! আমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করুন না।

কাসিম। আমার দুর্ভাগ্য আজও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওনি।

কাসিম। না, আর সহ্য ক'রে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে গেলে, সব যায়। ঔষধ আনতে আনতে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহ'লে যে চিকিৎসক রোগ প্রশমনের অন্য উপায় অবলম্বন না ক'রে, শুধু ঔষধের প্রতীক্ষায় বসে থাকে সে নরঘাতী।

সমসের ও রাজা রামনারায়ণের প্রবেশ)

কি রাজা হিসেব দিতে হবে না ব'লে, আপনি আমিয়টের আশ্রয় নিয়েছিলেন না!

রাম। হিসেব দিচ্ছি, একথা বললে কে?

কাসিম। না দিলে যথ সর্ব্বস্ব সরকারে বাজেয়'প্ত হবে।

রাম। তাও ভাল। তা ব'লে তুচ্ছ অর্থের জন্য আমি উপকারীকে বিস্মৃত হতে পারি না।

কাসিম। উপকারী কে?

রাম। আমিয়ট। মীরণের হাতে মৃত্যু ও মৃত্যুর অধিক অপমান লাঞ্ছনা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

কাসিম। আমিয়ট আপনাকে রক্ষা করেছে, আপনি ঠিক জানেন?

রাম। আবার কে!

কাসিম। ফিরিঙ্গীর প্রসাদী প্রাণ নিয়ে দুনিয়ায় থাকতে আপনার প্রবৃত্তি হ'ল!

রাম। যখন নিয়েছি, তখন অকৃতজ্ঞ হ'তে পারিনি।

কাসিম। আপনি হিন্দু হয়েও তুচ্ছ প্রাণের জন্য বিদেশীর কাছে ভিক্ষা নিতে লজ্জাবোধ করেন নি, কিন্তু একজন মুসলমানের তা দেখে লজ্জা বোধ হয়েছিল। তাই সে ব্যক্তি আপনার প্রাণকে ফিরিঙ্গীর প্রসাদী হতে দেয়নি। রাজা আমিয়ট আপনাকে রক্ষা করেনি।

রাম। য়্যাঁ ফকীর! কে তিনি? কোথা তিনি?

সম। তিনি আপনার সম্মুখে।

রাম! নবাব! আমাকে হত্যা করুন।

কাসিম। আপনি মুক্তিলাভ ক'রে রাজ্যের সহায়তা কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন।

রাম। আর কিছুদিন আগে জানলে পারতুম। এখন আমি ঈশ্বরের শপথ নিয়ে আমিয়টের সহায় হ'তে প্রতিজ্ঞা করেছি।

কাসিম। তাহ'লে আপনি—

(মতিবিবির প্রবেশ)

বাহার। পিতা! ইনিই আমাকে রক্ষা করেছেন।

কাসিম। কেও, মোহনলাল পুত্রী—তুমি! বীরনন্দিনী! সমস্ত দেবত্বটা তোমার ওই ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ রেখেছ কেন? সে মহত্বের একটু একটু অংশ এই সকল মাতৃঘাতীদের প্রদান কর। শ্যামল বরণা আবার মুগ্ধমুখে জগতের শোভা সম্বর্দ্ধন করুন।

মতি। জাঁহাপনা! আপনার পুত্রকে রক্ষা করায় আমার কিছু স্বার্থ আছে।

কাসিম। কি স্বার্থ! রাজ্য?

মতি। না জাঁহাপনা রাজ্য চাই না। ব্যধিগ্রস্তের দীর্ঘ-জীবন নিয়ে রোজ রোজ অসুধ জোগায় কে! আমি এই বন্দীর মুক্তি চাই।

কাসিম। (মৌনভাবে অবস্থিতি) না বিবি সাহেব! তুমি রাজ্য নাও। নিয়ে, নিজে যদি ইচ্ছা কর ত বন্দীকে মুক্তি দাও।

রাম। এই নটী কন্যার কাছে প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে আমায় বেচে থাকতে হবে। জাঁহাপনা আমাকে শাস্তি দিন।

কাসিম। কে কার কন্যা, কে কার পুত্র কার্য্য দেখলে তার বিচার হয়। যে সমস্ত নরাধম, অভিমানে, স্বার্থে, অম্লান

বদনে নিজের জন্মভূমিকে বিধর্ম্মীর ব্যভিচারে বিলিয়ে দেয়, তারা এই নটী কন্যার কাছে জাতি ভিক্ষা করুক। সমসের! রাজাকে মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ রাখ। রাজা! শীঘ্রই সেখানে আপনাকে আর কয়টী রাজপুত্র সঙ্গী দিচ্ছি। সেইখানে বসে তাদের সঙ্গে জন্মভূমির রক্তলেখায় আপনারা বিধর্ম্মীর পায়ে দাসখত লিখে জাতিগর্ব্বের মীমাংসা করুন। (সমসের ও রামনারায়ণের প্রস্থান) মোহনলাল পুত্রী! আমি এক দিন এই রাজাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিলুম, আজ তাকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করছি। ওর দিকে চাইলে চক্ষে জল আসে। তুমিও আর চেয়ো না। যদি চাও,- তৎপূর্ব্বে ধ্যানস্থা হয়ে তোমার অত্যাচারিত দেবতা পিতার মুখ নিরীক্ষণ কর। জেনে রেখো তুমি আমি তাঁর শিষ্য।

মতি। না জাঁহাপনা আর চাইবো না। আমার পিতা বাঙ্গালী না হয়েও বাঙলার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলার অন্নে আমার দেহ পরিপুষ্ট, তবে বলি শুনুন, এই রাজা রামনারায়ণ কর্ত্তৃক আমি দু'বার মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তার প্রাণ আমি জাঁহাপনার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলুম।

কাসিম। শুধু কৃতজ্ঞতা কেন বিবি সাহেব—বল প্রেম।

মতি। প্রেম। তাই যদি হয়, নটী কন্যার প্রেম কতটুকু! তার রূপের বিনিময়ে কোহিনুর কেনা যায়, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র কাচ খণ্ডও তার প্রেমের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। তখন তার সঙ্গে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে ওজন করতে যাব কেন? তাহ'লে চললুম জাঁহাপনা—সেলাম। [প্রস্থান।

(ফকীরের প্রবেশ)

ফকীর। কাসিম আলি! রাজাকে শাস্তি দিলেত কাজ অসম্পূর্ণ রাখলে কেন ?

কাসিম। বিনা প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে পারলুম না।

ফকীর। তাই কি ? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর।

কাসিম। বিশ্বাস আমার তাই।

ফকীর। তাহ'লে আমি তোমাকে বলছি, নির্ম্মাণমোহ হয়ে যদি কার্য্যানুরোধে তোমাকে নরঘাতীও হ'তে হয়, তাহ'লে সে সকল পাপের ভার আমি গ্রহণ করছি। ভুলে যেয়োনা কাসিমআলি, তুমি বিশাল বাঙলার হৃদয়। সুতরাং বাঙলার জীবন রাখতে, তার এক অঙ্গের সাহায্যে যদি অন্য অঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক বিস্ফোটকের অপসারণ কর, বাঙলাই তার জন্য দায়ী। অর্থ, বলপ্রয়োগে গ্রহণ করেছ ব'লে মনে মনে তুমি এক দণ্ডের জন্যও অনুতাপ ক'র না। তুমি জেনে রাখ, সে সব গৌড়ের অর্থ। আজও পর্য্যন্ত বঙ্গভূমি কোন বিদেশীর কাছে এক কপর্দ্দকও ভিক্ষা করেনি। মীরকাসিম! শুভাশুভক্ষণের সন্ধি-স্থলে এসে আমি তোমার সঙ্গে শেষ দেখা দেখতে এলুম। এই আমার শেষ উপদেশ গ্রহণ কর। মানুষ নিজের কাছে না হারলে, কেউ তাকে হারাতে পারে না। দুদিন নিড়েন না দিলে বাঙলার চিরউর্ব্বর শ্যামপ্রান্তর বিশ্বাস-ঘাতকের বনে পরিণত হয়। সূর্য্যের মুখ আর দেখা যায় না। নিজের জন্য কিছু ক'র না, মায়ামুগ্ধ হয়ো না- পেছনপানে চেয়ো না।

[প্রস্থান।

কাসিম। এস বাহার! আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমার কাছে থেকে ফকীরের কটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

(গুরগণের প্রবেশ)

গুর্। জাঁহাপনা! ইংরাজ মীরজাফরের নাম নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমিয়টকে ধরতে হুকুম করে ছিলেন—আমিয়ট তাইতে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে গুলি ছোঁড়ে। তাইতে লড়াই বাধে। তাতে আমিয়ট হত হয়েছে। অন্য সকলে বন্দী।

কাসিম। বেশ হয়েছে, শীঘ্র কাশিমবাজার অধিকার কর। আর সকল ওমরাওকে যত শীঘ্র পার বন্দী কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

নেপথ্যে রণবাদ্য ও তোপধ্বনি।

(এডাম্‌স্ সুবাদার ও সৈন্যগণ)

এডাম। Lord! Even incessant fire could not check the advance of that indomitable foe. Oh! all is over! the day is lost. Retreat, retreat!

সুবা। পেছিয়োনা সাহেব পেছিয়োনা। দেখতে পাচ্ছ না, একা তকীখাঁ লড়াই করছে? আর সব সেনানায়ক দূরে সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তকীর সঙ্গে যোগ দেয় নি। পেছিয়োনা পেছিয়োনা, খানিক দাঁড়াও। প্রথমেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, তকীখাঁর দুর্দ্ধর্ষ রোহিলা পলটন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বেশি ক্ষণ যুঝতে পারবে না- দাঁড়াও—দাঁড়াও।

এডাম। যা আছে, তারই যে বেগ রোধ করিতে পারিতেছি না।

সুবা। একটু দাঁড়াও জাঁদরেল সাব।

এডাম। নেহি নেহি—আমার ও গোরা পল্‌টন শেষ হইয়াছে। কি লইয়া যুদ্ধ করি। Fall back.

সুবা। নেহি। হামলোগ ফিরনে নেহি আয়া—আপকো নেহি জানে দেগা। (এডাম্‌স্‌কে ধরিয়া সৈন্যগণের প্রতি) No fall back. নালাকা আওলামে খাড়া রও।

সকলের প্রস্থান।

(তকীখাঁ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্য। হুজুর! আপনার শরীর পাঁচস্থানে আহত হয়েছে। ঘাড়ে গুলি ঢুকে পিঠদে বেরিয়ে গেছে। সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ছুটে যাচ্ছে। দেখে আমি শক্তি শূন্য হয়ে পড়ছি। আপনি কি প্রাণ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন বুঝতে পারছিনা।

তকী। কিছুনা, তোমার চোকের ভ্রম। আর একটু এগুতে পারলেই যুদ্ধজয়। মরিত শত্রুর ময়দানে যুদ্ধজয় ক'রে নবাবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মরি। গুরগণ কামান দিলেনা, নবাবের সমস্ত সৈন্য থাকতেও, লোকাভাবে আমার সাধের রোহিলা আর মালের পলটন, আগেই কামানের মুখে পাঠিয়ে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি। বিশ্বাস ঘাতক অন্যান্য সেনানী দূরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ও বেইমানদের সঙ্গে আর মিশবোনা। চল চল—আগে চল। কিন্তু কই, আরত ইংরাজ সেনাকে দেখতে পাচ্ছিনা—ওই—ওই—বহুদূরে পিছিয়ে পড়েছে। চল চল—আগে চল। (রণ কোলাহল ও মতি বিবির প্রবেশ)

মতি। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—ফিরিঙ্গীর পলটন নালার ভেতরে লুকিয়ে আছে। খবরদার খবরদার—এগিয়োনা বীর এগিয়োনা। বেইমানের ওপর অভিমানে আত্মপ্রাণ নাশ ক'রে নবাবের সর্ব্বনাশ করোনা।

তকী। আর হয় না। এগুলেও মৃত্যু—পেছুলেও মৃত্যু। এস ভাই সব, "দীন দীন" রবে নবাবের শেষ শত্রু সংহার করি।

(গোলা লাগিয়া তকীখাঁর মৃত্যু)

মতি। যা—সব শেষ হয়ে গেল! প্রভুভক্ত বীর! তোমার সঙ্গে মীরকাসিমের আশাদীপ জন্মের মতন নিবে গেল। আয় বিশ্বাসঘাতক আয়—আর বেইমানি করিস্‌নি, আয়। এখনও যোগ দিলে যুদ্ধ জয়—আয়। আমার পিতার যে ভাগ্য ঘটেনি। ঈর্ষান্বিত তকী আজ সে-ভাগ্য অধিকার করেছে। আয় বেইমান এখনও আয়—তকীখাঁর দেব দেহের চারিধারে নিজের নিজের দেহ প্রাচীর দিয়ে, নবাবের মানের দুর্গ নির্ম্মাণ কর্। (সুবেদার ও এডাম্‌সের পুনঃ প্রবেশ) ওঠ তকী, ওঠ বীর! দেবতার সঙ্গই কি তোমার এত প্রিয় হ'ল! চেয়ে দেখ দুর্ভিক্ষ কবলিত কঙ্কালসার বাঙলার সাতকোটী শিশু তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে। আর তকী!—দেবতার পিপাসায় অরুণ রশ্মি মিলিয়ে গেল!

এডাম। সম্মানের সহিত এই বীর সেনাপতিকে কবর দাও। এরূপ বীর—সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির গৌরব স্বরূপ। একশো সিপাই আর বারোজন সার্জেণ্টকে ইহার সমাধির স্থানে দাঁড়াইয়া Salute করিতে আদেশ কর।

সুবা। যো হুকুম।

এডাম। I salute thee brave general! Had you been at my back, I could have conquered the whole world! woe to the nation that loses such a gallant soldier.

তৃতীয় দৃশ্য।

নবাববাটী কক্ষ।

লুৎফউন্নিসা ও জিন্নত।

জিন্নত। আমারই দুর্ভাগ্যে নবাবের সাধেচ্ছা বুঝি পূর্ণ হ'ল না।

লুৎফ। এখনও অমঙ্গল চিন্তার সময় আসেনি। শুনলুম নবাব উধুয়ানালায় যে রকমের সৈন্য সমাবেশ করেছেন, তাতে আমাদের জয়ের আশা এখনও বিলুপ্ত হয়নি। নবাব নিজে বলেছেন, কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হ'লেও উধুয়ানালায় তাদের সমূলে নির্ম্মূল করবো। যদি উধুয়ানালাতেও ইংরাজ জয়ী হয়, তাহ'লে বুঝবো, এই বাঙলা—বাঙলা কেন—এই হিন্দুস্থান দেশবাসীর হাতে থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়।

জিন্নত। বুঝি তাই নয়। নইলে যুদ্ধে জয়ী হয়েও আমরা হেরে যাচ্ছি কেন। একজন প্রভুভক্তের পাশে পাঁচজন ক'রে বিশ্বাসঘাতক।

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। জিন্নত! তকীর সঙ্গে কাটোয়া হারিয়েছি—বদরুদ্দীনের সঙ্গে গিরিয়া হারালুম!

জিন্নত। হা ঈশ্বর . একি করলে!

লুৎফ। বলুন নবাব আপনার চোখের ভ্রম।

কাসিম। আ! তা যদি বলতে পারতুম—হে ঈশ্বর! আত্ম-বলি দিয়ে এখনি তোমার সম্মান রক্ষা করতুম। ভ্রম নয় বেগম সাহেব! জাজ্জ্বল্যমান সত্য। উৎকৃষ্ট কামান, উৎকৃষ্ট বারুদ, উৎকৃষ্ট বন্দুক। শক্তিমান সব সেনাপতি, বিশ্ব—বিজয়ক্ষম সৈন্য। শত্রু পর্য্যন্ত তাদের বীরত্বে চমৎকৃত হয়ে গেছে—এ সব থাকতে, গিরিয়া প্রান্তরে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত হ'তে হ'ল। উধুয়ানালায় যুদ্ধ জয়ের যে আশা ছিল, এই গিরিয়ার পরাভবেই তা মিটে গেল।

লুৎফ। কেন জাঁহাপনা, এইত আপনি বলেছিলেন—কাটোয়া গিরিয়াতে হার হ'লেও উধুয়ানালায় ইংরাজকে আমাদের কাছে হারতেই হবে।

কাসিম। যুদ্ধ হ'লে, এই গিরিয়াতেই ইংরেজের ধ্বংস সাধন হয়ে যেত। সুরক্ষিত উধুয়ায় আর সৈন্য সমাবেশ পর্য্যন্ত করতে হ'তনা।

জিন্নত। কি হ'ল জাঁহাপনা।

কাসিম। কি হ'ল! কি তোমাকে বলব জিন্নত মহল! আমি যেখানে সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ করেছিলুম, সেখানে সৈন্য রাখলে একজন ইংরাজকেও কলকেতায় ফিরতে হ'ত না।

জিন্নত। কেন তবে সেখানে সৈন্য রইল না?

কাসিম। কেন? যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে যাদের উদর পূরণ ক'রে, আমি নবাব হয়েও ভিখারীর বেশ ধ'রে আছি, তাদের কাছে সংবাদ নাও, কেন? বাঁশলি নালার কাছে সুতী বলে একটা স্থানে প্রথমে আমাদের সেনার ছাউনি করতে বলেছিলুম।

সেইখানে থেকে ইংরেজের রসদ লুটতে আদেশ দিয়েছিলুম। সেই রসদ লোটবার সমস্ত সুবিধে পেয়েও তারা ছেড়ে দিলে! যাক্ তাতেও দুঃখ ছিল না—বিশ্বাসঘাতকেরা যদি যুদ্ধ না ক'রে চুপ করে গিরিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতো, তাহ'লেও আমাদের পরাজিত হ'তে হ'ত না। বদরুদ্দীনের রণকৌশলে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্টের বারো-আনা সৈন্য বাঁশলির জলে ডুবে মল। মীরনসিবের আক্রমণে লেফ্‌টেনান্ট গ্লেন ম'ল—আর তার অর্দ্ধেক সৈন্য মাটীতে দেহ রক্ষা করলে। এই সময় আরাটুন্ যদি একবার তার সঙ্গে যোগ দিত—

লুৎফ্। সে যোগ দিলে না?

কাসিম। সে যোগ দিলে না—মাকার যুদ্ধ করলে না। হা ঈশ্বর! প্রভুভক্ত মুসলমান থাকতে কেন আমি বিধর্ম্মীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলুম।

জিন্নত। এখনও তাদের হাত থেকে কর্ত্তৃত্ব কেড়ে নিন্ না।

কাসিম। এখন! এখন আমার সরা সম্ভব, তবু তাদের সরানো অসম্ভব। ঈশ্বর অমনি অমনি যদি এখনও তাদের মতি ফিরিয়ে দেন ত গিরিয়া যুদ্ধে জয় করেও ইংরাজ আমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু হায়! তাকি আমার ভাগ্যে হবে, আর কি তাদের মতি ফিরবে।

লুৎফ্। ঈশ্বর! বেছে বেছে কি অভাগ্য বাঙলাতেই এত বিশ্বাসঘাতক পাঠাতে হয়।

কাসিম। সুদৃঢ় দুর্গ থাকতেও উধুয়ানালায় আমার জয়ের আশা নেই। তাই আমি তোমাদের কি বলতে এসেছি শোন। বেগম সাহেব! আপান আপনার কন্যাকে নিয়ে, আপনার

স্বামীর সমাধি উদ্যানেই ফিরে যান আর জিন্নত মহল। তুমি পুত্রকে নিয়ে এই মুঙ্গের দুর্গেই অবস্থান কর। মীরজাফরের কন্যা ব'লে ইংরাজ তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে।

জিন্নত। আর আপনি ?

কাসিম। আমি একবার অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য গ্রহণ করতে তার কাছে যাব।

জিন্নত। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কাসিম। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাই, সে অবস্থা এখনও আমার আসেনি। আসে সঙ্গে নেবো। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও তোপধ্বনি) ওই বুঝি উধুয়ানালায় যুদ্ধ বাধলো। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না, চললুম।

[প্রস্থান।

লুৎফ। হে ঈশ্বর! বিশ্বাসঘাতকের মত পরিবর্ত্তন কর— বাঙলার নবাবকে রক্ষা কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

গুরগণ।

গুর্। কাটোয়া গেল, মুরশিদাবাদ গেল, দুর্ভেদ্য গিরিয়া তাও গেল। এক আশা উধুয়ানালায়। অভেদ্য উধুয়ানালা— তা যদি যায়, তাহ'লে মীরকাসিমের নবাবীও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল! (পত্র বাহির) না এখন নয়, বুঝতে পারছি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভাই, আমার মঙ্গলের জন্যই এই শঙ্কট সময়ে

আমাকে পত্র লিখেছে। না জানি ভাই কি প্রলোভন সুমুখে উপস্থিত করেছে। না থাক্! এ পত্র পাঠের এখনও সময় হয়নি। পত্র—কি লিখেছে! কেন লিখেছে!—না থাক!—কিন্তু নবাব আমাকেও অবিশ্বাস করে! ধর্ম্মতঃ বলতে গেলে, আমার একান্ত চেষ্টাতেই তার নবাবী।—সে নবাব আমাকে অবিশ্বাস ক'রে মুঙ্গেরে আটকে রাখলে—যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে দিলে না! গোলন্দাজের সেনাপতি হলুম, কিন্তু গোলার খেলা দেখতে গেলুম না! রাজার এত অবিশ্বাসে রাজ্য চলে না। যে কাজে হাত দেব, সে কাজ যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন না হয়, তাহ'লেই হলুম বিশ্বাসঘাতক!—কি লিখেছে! ইস্।—নগদ পাঁচলাখ আর দুলাখ আয়ের জমাদারী। মাথা গুলিয়ে গেল! এই যে খোজা পিক্রুর সুই। সে ত মিথ্যা লেখেনি ভাইত আমাকে প্রবঞ্চনা করেনি। না, থাক্—আর পড়বো না উধুয়ানালা অটুট থাকলে দেবে কে! একি! হঠাৎ পূর্ব্বদিক এমন লাল ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কেন?

(সৈন্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! সর্ব্বনাশ! উধুয়ানালাতেও আমাদের হার হয়ে গেছে।

গুর্। বলিস্ কি রে!

সৈন্য। শুধু হার নয়, নবাব সৈন্যের একেবারে অর্দ্ধেক শেষ হয়ে গেছে। বাদবাকী প্রাণ নিয়ে মুঙ্গেরে আশ্রয় নিতে ছুটে আসছে। সব একেবারে ছত্রভঙ্গ।

গুর্। কি করে গেল!

সৈন্য। সে দুঃখ আর লজ্জার কথা জানতে চাইবেন না।

গুর্‌। কোন সেনাপতি কি বিশ্বাসঘাতকতা করলে!

সৈন্য। বোকামী আর বিশ্বাসঘাতকতা দুয়ে জড়িয়ে উধুয়ানালা শত্রুর হাতে চলে গেছে। তিন দিন ধ'রে ইংরেজ উধুয়ার কেল্লায় তোপ দেগে কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। সুমুখে প্রকাণ্ড খাল, পাশে প্রকাণ্ড জলা—কোন দিকে কোনও সুবিধে করতে না পেরে হতাশ হয়ে ইংরেজ তোপ তুলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

গুর্‌। তাহ'লে এ সর্ব্বনাশ কিসে হ'ল!

সৈন্য। ঈশ্বরের মার—কি বলব হুজুর! দেবতারা বাঙলা ফিরিঙ্গীর হাতে তুলে দিচ্ছেন, মানুষে কি করবে হুজুর!—ইংরেজ সেনাকে ফিরতে দেখে, কেল্লার লোক উল্লাসে মেতে গেল। সমস্ত দিন নাচ গান আমোদে কাটিয়ে সকলেই রাত্রিকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পাঁচিলের পাহারাদার, তাঁবুর সেপাই, ঘোড়সওয়ার, গোলন্দাজ, জমাদার, হাবিলদার, বক্সী—সকলেই ঘুমে অচেতন। এমন সময় এক জন কে তা জানি না—শুনলুম সে ইংরেজ পলটনের পলাতক, সেই চুপি চুপি কেল্লা থেকে বেরিয়ে, ফিরতিমুখ ইংরেজ সেনাপতিকে খবর দিলে! নালার একজায়গায় অল্প জল ছিল, সে লোকটা তলে তলে সে খবরও রেখেছিল। সেই খান দিয়ে ইংরাজ কেল্লায় ঢুকলো। ঘুমন্ত পাহারাদার গুলোকে তারা পাঁচিলের ওপরেই মেরে ফেললে। আমাদের সেপাই জাগতে না জাগতে কেল্লা দখল হয়ে গেল!

গুর্‌। তাহ'লে উধুয়ানালায় একেবারে লড়াই হ'ল না।

সৈন্য। হ'ল—আপনা আপনির ভেতরই হ'ল! ফিরিঙ্গীকে আর সে কষ্ট ভোগ করতে হ'ল না। আমাদের সেপাই জেগে

উঠে কি করবে ঠিক না করতে পেরে, পালাতে আরম্ভ করলে। তাদের ফেরাবার জন্যে আমাদের সেনাপতিরাই, মুখ আটকে গুলি মারতে সুরু করলে, তাইতেই পোনেরো হাজার সৈন্য শেষ হয়ে গেল! মারকার আরাটুন যুদ্ধ করেন নি।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

গুর্। ইংরাজও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তা হ'লে আর রক্ষা হয় না! তুমি এক কাজ করতে পার- আমার ভাই খোজা পিক্রু ইংরেজ পলটনের সঙ্গে আছে, একখানা চিঠি দিচ্ছি, কোনও রকমে তার হাতে দিয়ে আসতে পার?

সৈন্য। কেমন করে দেবো হুজুর?

গুর্। সেটা তোমায় ঠীক করে নিতে হবে। কিন্তু দিতে পারলে, পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার।

সৈন্য। তবে দিন।

গুর্। শিগ্‌গির তাঁবুথেকে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে এস। (সৈন্যের প্রস্থান) এখনও মনটা কেমন কেমন করছে! কিন্তু কি করি! এদিকেও অবিশ্বাসী ওদিকেও অবিশ্বাসী। অবিশ্বাস করে নবাব গেল! আমি তার সঙ্গে যাই কেন? (পত্র পাঠ। সর্ব্বনাশ! নবাব! (আগন্তুক সৈন্যকে ইঙ্গিতে আসিতে নিষেধ ও পত্র গোপন)।

(মীরকাসিমের প্রবেশ

কাসিম। ফেরাচ্ছ কেন গুরগণ! কি উত্তর দেবে আমি দেখতে পাই না!

গুর্। য়্যাঁ! য়্যাঁ! দোহাই জাঁহাপনা, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

কাসিম। তুমি কেন—বিশ্বাসঘাতক আমি। ঈশ্বর আমাকে বাঙলার প্রাণের ঘরের চাবী দিয়েছিলেন, আমি সেই চাবী তোমাদের মত লোকের হাতে দিয়ে নিজে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি। আমার স্বধর্ম্মীদের ওপর ভার না দিয়ে তোমার আর তোমার আত্মীয় মার্কার আরাটুনের হাতে আমার জীবন সমর্পণ করেছিলুম। তারা তোমার ভাইয়ের চিঠি পেয়ে উধুয়ানালা শত্রুর হাতে ধরে দিলে—আর তুমি পত্র পেয়ে আমার মুঙ্গের ফিরিঙ্গীকে দান করতে চলেছ।

গুর্। ঈশ্বরের দোহাই! আমার সে উদ্দেশ্য নেই জাঁহাপনা!

কাসিম। পত্র পাওনি?

গুর্। আজ্ঞে—আজ্ঞে—পেয়েছি। তাতে আমার অপরাধ নেই।

কাসিম। তবে সে পত্র আমাকে দেখালে না কেন?

গুর্। আজ্ঞে! দেখাব মনে করেছিলুম।

কাসিম। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে করছ -আর এদিকে ফিরিঙ্গী আমার কেল্লার অন্দরে ঢুকে পড়েছে। বিশ্বাসঘাতক কাপ্‌ড়া ওয়ালা! তোমাকে না আমি রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছি, এতেও তোমার নীচতার দমন হ'ল না! তুমি ভাইয়ের বেইমানী গোপন করতে আমার সর্ব্বনাশ করলে! কোই হ্যায়! (রক্ষিগণের প্রবেশ) এই বেইমানকো কোতল কর।

গুর্। দোহাই নবাব! দোহাই নবাব! হত্যা করবেন না আমি নিরপরাধ—আল্লার দোহাই।

(সমসেরের প্রবেশ)

কাসিম। জল্‌দি লে যাও, কোতল কর। সমসের! আমার ভৃত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধ জয় করে উন্মত্ত ফিরিঙ্গী আমার রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে সাহস করেছে। তুমি তাদের সংবাদ দাও—আর এক পদ যদি অগ্রসর হয়, তাহ'লে পাটনার সমস্ত বন্দীকে আমি হত্যা করবো।

[প্রস্থান।

সম। দোহাই জাঁহাপনা! আত্মহারা হবেন না। এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য মনেও আনবেন না। হা ঈশ্বর! বিশ্বাসঘাতকদের উৎপীড়নে বাঙলার স্থিরচিত্ত নবাব আজ জ্ঞানশূন্য! এত আয়োজন বৃথা হ'ল! এত অর্থ, এত লোক, এত বুদ্ধি—সব অন্ধকারে মিশিয়ে গেল! দোহাই নবাব! উন্মত্তের মত ছুটবেন না। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু—মানরক্ষা করুন, নবাব মানরক্ষা করুন।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

নেপথ্যে। পালাও—পালাও। ইংরেজ সহরের ফটক ভেঙ্গে ফেলেছে।

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। গোলার মুখে প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায় কেল্লা। ভাই সকল কেল্লার আশ্রয় গ্রহণ কর। যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কেল্লার দখল দিয়ো না। হা ঈশ্বর! ভাগীরথীর দানে যে উপায়ে এই সুন্দর বঙ্গভূমির দেহ সৃষ্টি করেছিলে--সেই উপায়—সেই একমাত্র উপায়—হিমালয় শিখর হ'তে, প্রবল বন্যার সঙ্গে এক বিশাল প্রাণ প্রেরণ কর—নইলে বাঙলা থাকে না। ক্ষুধার্ত্ত সর্প নিরীহ ভেকের পা থেকে আরম্ভ করে গলা পর্য্যন্ত মুখে পূরেছে। তার আর্ত্তনাদের শক্তি পর্য্যন্ত হ্রাস হয়ে এল। এইবারে মুণ্ড গ্রাসের সময়. এইবারেই সব নীরব! আর নবাবের রক্ষা নাই—বাঙ্গালীর পৃথক অস্তিত্ব নবাবের সঙ্গে বিলুপ্ত হয়!

(নেপথ্যে রণকোলাহল। সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্য। কি গোলা! পালা পালা।

সম। ওরে নবাব কোথা?

সৈন্য। জানি না---পালা পালা।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

সম। সর্ব্বনাশ করলে, নবাব বুঝি ধরা পড়লো!

(মীরকাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। পালাচ্ছ—পালাচ্ছ—বিশ্বাস ঘাতক।

সম। নবাব! আমি। বিশ্বাসঘাতক বোধ হয়ে থাকেত এখনি হত্যা করুন।

কাসিম। কে তুমি?

সম। স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করে দেখুন আমি কে। সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত্তেই হত্যা করুন। আপনার পরিণাম দেখে, আর এক দণ্ডও বাঁচতে আমার প্রবৃত্তি নেই। মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি করে আপনার আশ্রয় নিয়েছিলুম। আপনি গেলে ছুনিয়ায় আমার স্থান নেই।

কাসিম। কে তুমি—সমসের! শুনলে, শুনলে! আরাবী কি করলে শুনলে। বিনাযুদ্ধে ইংরেজকে সহর ছেঁড়ে দিলে। এখন আবার আমারই দু'হাজার সেপাই নিয়ে আমাকেই গ্রেপ্তার করতে আসছে।

সম। ও সব শুনে শুনে আমার কাণ জ্বলে গেল! আর শুনতে পারি না। জাঁহাপনা, আমায় হত্যা করুন!

কাসিম। হবে হবে, ব্যস্ত কেন—সময় আসছে—শুধু তুমি কেন? তুমি আমি, বাঙলার সেই—সেই অস্থিচর্ম্মসার—জীবন্ত প্রেতের আকার—সব—সব চললো—প্রবল উজান বানে বাঙলার সোনার প্রাণ জন্মের মতন ডুবে গেল।

সম। চলে আসুন নবাব! প্রবল বেগে ইংরাজ বাহিনী কেল্লার অভিমুখে ছুটে আসছে।

কাসিম। আসুক না! আর কি সে বিশ্বাসঘাতক আছে! পথ দেখাবে কে, ঘর দেখাবে কে—আপনার বিলাস ঘরের

পালঙ্ক দেখাবে কে ? সমসের আমিত চললুম—কিন্তু বাঙলায় আর বিশ্বাসঘাতকের বীজ না থাকে, তার উপায় ক'রে চললুম।

সম। কি করলেন ?

কাসিম। কি করলুম! জগৎশেঠ আর তার সেই সব সহ-চর—তাদের ডাক—বল যাচ্ছ কোথায় - করছ কি ? দুটো নবাবী খেয়েছ -তৃতীয় মুখে তুলেছিলে- : মীরকাসিম বড় শয়-তান—মুখের অন্ন কেড়ে নিলে! -

সম। কি করেছেন নবাব! তাদের সব হত্যা করেছেন ?

কাসিম। (হাস্য) কে বললে! হত্যা ' তারা আত্মহত্যা ক'রে নরকে যাচ্ছিল—আমি কোরবানী ক'রে তাদের স্বর্গে পাঠিয়েছি।

সম। কি করলেন নবাব ? বাঙলার নবাবী করতে এসে, শেষে ঘাতক হ'লেন!

কাসিম। এখনও হয়েছে কি! কিছু রাখবো না। আমার পারঘাটের সিঁড়ি তইরি করতে এক একটী বেইমানের ঘৃতপুষ্ট দেহ চাই। আমি কঙ্কালে পা দিয়ে পদকে বিক্ষত করতে পারবো না। দেখতে পাচ্ছনা সমসের! ওই ওই!—লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল—ওই করজোড়ে আবেদন করছে - বলছে নবাব! যদি প্রজার দুঃখ দূর করতে পারলে না, ত নবাবী নিয়েছিলে কেন! আমাদের শিল্প গেছে, ব্যবসা গেছে—চাষ গেছে, বাস গেছে—দুনিয়ায় দাঁড়াই এমন স্থান নেই। আমাদের ফেলে চলে যাচ্চ - কোথায় যাচ্ছ ? আমরা আগে শুই তবে যাও--আমাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাও।

সম। দোহাই নবাব! এ দারুণ শঙ্কটে আত্মহারা হবেননা।

কাসিম। সরে যা নর কঙ্কাল! সরে যা! দুর্ভিক্ষের শোষণে কোটরগত নয়ন—চর্ম্মাচ্ছাদিত আবরণ। ভেতরে উত্তপ্ত—জ্বলন্ত—অঙ্গারমূর্ত্তি কঙ্কাল—ক্ষুধার জ্বালাভরা উদর—আর প্রাণের জ্বালা জড়ান হৃৎপিণ্ড—সরে যা—পা আমার জ্বলে যাবে—পুড়ে যাবে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সম। দোহাই নবাব! কোলাহল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে।

কাসিম। আরে যা—কোলাহল! শৃগালের কোলাহল শোনে কে? আমি পারে চলেছি—রক্ত নদীর তীরে—রক্তাক্ত পঙ্কে পা দিতে আমার সুবিধে হচ্ছে না! আমি ওই নশ্বর দেহের সিঁড়ি চাই।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সম। দোহাই নবাব উন্মত্ত হবেন না—এখনি বন্দী হতে হবে।

নেপথ্যে। জনাব জনাব! পালিয়ে আসুন। এই মুহূর্ত্তেই নগর ত্যাগ করুন, নইলে বন্দী হবেন।

সম। নবাব আপনি ধরা দিতে চান দিন—বেগম সাহেবের মান রাখুন।

কাসিম। কেল্লার নীচেই বজরা বাঁধা—ভাই সমসের তুমি যাও—তুমি রোটাসের কেল্লায় নিয়ে তাদের রক্ষা কর।

সম। আর আপনি?

কাসিম। যাও উত্তর ক'র না – যতক্ষণ উত্তর করবে, ততক্ষণ দুটো দাঁড় বেশি ফেলতে পারবে।

[সমসেরের প্রস্থান]

(সেনানীর প্রবেশ

১ম সেনানী। জাঁহাপনা!

কাসিম। বেইমান ফিরিঙ্গী বন্দাগুলোকে খুন করতে পারবে?

১ম সেনানী। না জাঁহাপনা, তা পারবো না।

কাসিম। তুমি?

২য় সেনানী। না জাঁহাপনা।

কাসিম। তুমি?

৩য় সেনানী। না জাঁহাপনা।

১ম সেনানী। আমরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যুদ্ধ করতে এসেছি, খুন করতে আসিনি। তাদের হাতে অস্ত্র দিন আমরা লড়াই করতে প্রস্তুত আছি।

কাসিম। তবে যাও।

(সেনানীগণের প্রস্থান)

(সমরুর প্রবেশ)

সমরু। নবাব আর রক্ষা হইল না। আপনার নিজের সৈন্য আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। বড় আক্ষেপ! বৃথা আপনার চাকরী করিলাম—আপনার বেইমান চাকরের জন্য জয়ের লড়াইগুলা সব হারিয়া মরিলাম—শোধ লইতে পারিলাম না।

কাসিম। শোধ নেবে সাহেব?

সমরু। আর কেমন করিয়া লইব! আর কি আমার শক্তি আছে।

(সমসেরের প্রবেশ)

সম। জাঁহাপনা! কোথায় আপনার স্ত্রী! আরাব আলী তাদের দুর্গের সঙ্গে শত্রুর হাতে সমর্পণ করেছে। শূন্য পালকি পড়ে আছে—বাঁদীরে সব কাঁদছে।

কাসিম। সমরু সমরু—কেল্লা কতক্ষণ রাখতে পার।

সমরু। কেউ বেইমান যদি পথ না দেখায়, তা হ'লে যতদিন খোরাক থাকিবে ততদিন পারি!

সম। সংবাদ পেলুম সমস্ত রসদ চুরি গেছে! যা প'ড়ে আছে তাতে বড় জোর আপনার পলটনের এক দিনের খোরাক হতে পারে।

সমরু। তবে একদিনই পারি— (নেপথ্যে কোলাহল)

কাসিম। তার ভেতর যা বলব, তা করতে পার।

সমরু। খুব পারিব?

কাসিম। তা হ'লে পাটনায় ফিরিঙ্গী বন্দীদের হত্যা কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

সম। না—মতিচ্ছন্ন নবাব—শয়তানী কাণ্ড—আর নয়। কোথায় যাব? তাইত! মীরজাফরকে ছেড়েছি—আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়েছি—ফিরিঙ্গীর শত্রুতা করেছি। অর্থ-প্রলোভন রাখিনি—যাছিল, তাও মুঙ্গেরের যুদ্ধে হারিয়েছি। কোথায় যাব! কেন? কোথা থেকে এসেছি যখন জানি না, তখন কোথায় যাব তার ভাবনা কি!

[প্রস্থান।

(এডাম্‌স্ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

এডাম্‌স্। On on comrades! Save our beloved friends. রক্ষা কর ভাই সব, আমাদের বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ]

মতিবিবি।

মতি। কে আছ? মতিহীন নবাবকে রক্ষা কর! উঃ! পাপিষ্ঠ সমরু কি করলি! হিন্দু পারলে না—মুসলমান পারলে না কৃশ্চান হয়ে কৃশ্চানের রক্ত পান করলি! আহা! কি হ'ল। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বন্দীরা প্রভাতে উঠে চা খাচ্ছে—এমন সময় তাদের হত্যা করলি! ছেলে মারলি- মেয়ে মারলি! প্রভাতের উল্লাসিত কমল, সূর্য্যোদয়ে শুকিয়ে গেল!—গেল! গেল! সব গেল! দেবতারা হতভাগ্য নবাবের সহায় ছিল—তারাও গেল! এস মৃত্যু! এস সর্ব্বসংহারী চিরবিস্মৃতিদাতা এস—আর এদেশে মুহূর্ত্ত বাসে সুখ নেই।

(রামনারায়ণের প্রবেশ)

রাম। উঃ কি নিষ্ঠুর হত্যা! কোথায় যাই—কোথায় লুকিয়ে রক্ষা পাই—কে তুমি—কে তুমি? তোমার ঘরে যদি স্থান থাকে— আমাকে লুকিয়ে রাখো বাঁচাও।

মতি। কেও—রাজা!

রাম। হ্যাঁ—তুমি—তুমি!—রক্ষা কর বিবি সাহেব! তোমার কাছে একদিন প্রাণ নিতে ঘৃণা করেছিলুম! কিন্তু মৃত্যুর এ বিভীষিকা তখন চক্ষে দেখিনি, তাই বুঝতে পারিনি। এখন আমাকে ক্ষমা করে রক্ষা কর।

মতি। আর বেঁচে কি হবে রাজা! যখন বাঙলার সব গেল, তখন ফিরিঙ্গীর দাসত্ব করতে, আপনার আর বেঁচে লাভ কি? রাজা! বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করুন।

রাম। এখন পারবো না, এখন পারবো না—বাঁচাও।

মতি। আমি পারিবো না।

রাম। প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমাকে রাণী করবো।

মতি। আমি আপনার রাণী হ'তে চাই না। বান্দার আবার রাণী কি?

রাম। রক্ষা করলে না।

মতি। আমি বিদেশিনী স্ত্রীলোক—আমি কেমন ক'রে রক্ষা করব। আসুন এক সঙ্গে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করে মরি।

রাম। মরি, বাইরে মরব। এখানে পারবো না।

মতি। বাইরেই কি আপনার মরতে সাহস হবে? এই কারা আসছে—এইবেলা আসুন—লড়ায়ে ম'রে দাসত্বের হাত থেকে মুক্তিলাভ করি।

রাম। ওই সমরু আসছে। আমি তোমাকে দু'দুবার বাঁচিয়েছি। মোহনলাল পুত্রী! যদি তোমার ধর্ম্ম জ্ঞান থাকে, তাহ'লে সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমার উপকার স্মরণ কর।

মতি। তবে এস কাপুরুষ! সঙ্গে এস। নারীর বেশ ধর, কেল্লার ভেতর দিয়ে অন্দর মহলের পথ। চলে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জনৈক ইংরাজবন্দী ও ভৃত্যের প্রবেশ)

বন্দী। চল—চল—জলদি চল! Oh horror! help! help! oh God! save me from the grasp of a veritable devil. There! there! some one is being saved by a lady!

[উভয়ের প্রস্থান।

(সমরুর প্রবেশ)

সমরু। এই পথ দে গেছে। খোঁজ কর। খোঁজ কর।

নেপথ্যে। পালাও—পালাও—হুঁসিয়ার। ফিরিঙ্গী কেল্লায় ঢুকেছে।

সমরু। সে কি! কেমন করিয়া ঢুকিল।

নেপথ্যে। বেইমানে কেল্লার গুপ্তপথ প্রকাশ করে দিয়েছে।

সমরু। তবে আর কি! এইবারে সুজাউদ্দৌলার পলটনে যোগদান করি। নবাবেরও শেষ হইল—আমারও বাঙলার চাকরী হইয়া গেল। চল নবাবের তল্লাস কর।

(প্রহরীকে লইয়া, এডাম্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

প্রহরী। দোহাই হুজুর! আমি নই।

সৈন্য। চোপরাও শালা!—হুজুর! এই দুসমন সাহেবকে খুন করেছে।

এডাম। মারো শালাকো মারো—সঙ্গীন দিয়া খুঁচিয়া মারো।

প্রহরী। দোহাই সাহেব মেরোনা—আমি তোমার সাহেবকে বার ক'রে দিয়েছিলুম—যেমন ফটক থেকে বেরিয়েছে, অমনি এক আওরাৎ তাকে খুন করেছে। দোহাই সাহেব মেরোনা, তুমি খবর নাও— তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি তার হাতে অস্ত্র দিয়েছিলুম—কিন্তু তবু বিবি তাকে মেরে ফেললে।)

এডাম। এক আওরাৎ ইংরাজ পলটনের সঙ্গে এতক্ষণ ফটক লইয়া লড়াই করলো! মারো—শালাকো—'

প্রহরী। দোহাই—দোহাই—

(মতিবিবির প্রবেশ)

মতি। মেরোনা সাহেব, ওকে মেবোনা—অপরাধী আমি। আমি পথ আগলেছি।

এডাম। কেন এমন কার্য্য করিলে?

মতি। কেন করলুম। তস্কর। গৃহস্থের ঘরে ডাকাতী করতে ঢুকছো কেউ সেখানে নেই দেখে, রমণী হয়েও আমি বাধা দিয়েছি। কেন- ডাকাতকে আবার কে কৈফিয়ৎ দেয়।

এডাম। তোমাকেও মরিতে হইবে।

মতি। মরবার জন্যইত ফিরে এসেছি সাহেব। এই নিরপরাধকে ছেড়ে দাও—আমাকে হত্যা কর। আমি এক হতভাগ্যকে রক্ষা করবার জন্য নবাবের বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। গুপ্তদ্বার খুলে দিয়েছি। কিন্তু যাকে রক্ষা করতে গেলুম, সে বাচলো না। তোমাদের গুলিতে মরে গেল। সাহেবকে মেরেছি—শোধ নাও।

এডাম। তবে তুমি বীরের কার্য্য করিয়াছ -সেইজন্য

বীরের দণ্ডে মার্সাল বিচারে তোমায় হত্যা করিব। না, লইয়া যাও।

মতি। ভগবান! আমার রক্তে মীরকাসিমের পাপ মোচন কর! উন্মত্ত হয়ে নবাব কি করেছে নিজেই জানে না। মা বঙ্গভূমি! এই দীন কন্যার রক্তে শীতলা হও মা, শীতলা হও।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বনপ্রান্ত।

মীর কাসিম।

কাসিম। কোন বেইমান বলে আমি গেছি! আমি গেছি! এখনও আমি ইচ্ছা করলে ফিরিঙ্গীদের দুনিয়া ছাড়া করে দিতে পারি। আমার কি হয়েছে কি গেছে! লাখো সৈন্য ইচ্ছে করলে, কালই আমি আবার তইরি করে ফেলতে পারি। কাল কাল—দুদিনের বিলম্ব নয়—আজ সব লোকে মনে করছে, মীরকাসিম ফকীর—কিন্তু কালই আবার লোককে দেখাতে পারি—মীরকাসিমের প্রবল শক্তি অন্ধকারে লুক্কায়িত বন্যার ন্যায় চোখের পালট ফেলতে না ফেলতে, সমস্ত বাঙলা আচ্ছন্ন করেছে। এক মুঠো ফিরিঙ্গী গঙ্গাসাগরে ভেসে গেছে। পারি, কিন্তু সে শক্তি আর দেখাব না। কেন? কেন, আমি নিজেকে বলতেই ভয় পাই। বাঙলার শত্রু নিষ্কাসন বড় কঠিন কথা নয়। কিন্তু বাঙলার বেইমান বাঙলার, বিশ্বাসঘাতক—যারা বাঙলার অন্ন খেয়ে শরীরে বল ক'রে, হাতে ছুরি ধ'রে,

' ছুরি বাঙলার বুকে আঘাত করে, তাদের তাড়ান আমার স৲্য নয়। আমার কেন দুনিয়ার এমন কে শক্তিমান আছে ত৲নি না - যে মাতৃভূমির বুকের এই বিস্ফোটকগুলো অপসারণ করতে পারে। তাদের ভয়ে আজ মীরকাসিম—বাঙলা হ'তে দূরে - লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে, বাঘ ভালুকের সঙ্গী হবার জন্য বনপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

(সমরু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সমরু। আমাকে খুন করতে লাগিয়ে দিয়ে, আপনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন !

কাসিম। কি চাও সমরু ?

সমরু। কি চাও! বা! বেশ মনিবত আছ! ফরাসীর ছেলিয়াকে ড্যাম নিগার বাঙ্গালী করিয়া, বেগম নিকা দিয়া, জাতি মারিয়া—আমার স্বজাতি কৃশ্চান—স্ত্রীলোক বালক হত্যা করাইয়া, এখন কি চাও !

কাসিম। আমি অপরাধীদের হত্যা করতে বলেছিলুম. বালক স্ত্রীলোকদের ত মারতে বলিনি।

সমরু। তুমি না বললে, আমার কি দায় পড়িয়াছিল। লও—হতভাগ্যের সব কাড়িয়া লাও।

(মীরকাসিমের রত্ন লুণ্ঠন)

কাসিম। জোর ক'রনা—জোর ক'রনা দিচ্ছি। আমার কাছে যা আছে দিচ্ছি।

১ম সৈন্য। আমরাই নিচ্ছি—

সমরু। আর দিবার কষ্ট করিতে হবে না।

কাসিম। ছাড়্ ছাড়্ - শয়তান—ছাড়্— অপমান করিস্-নি - হা আল্লা ! একটাকেও প্রভুভক্ত দেখে মরতে পারলুম না।

[মীরকাসিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সমরু। যাক্ ফকীরীর আবরণ নিয়ে যে নবাবী গ্রহণ করেছিলুম—সেই নবাবী এতদিন পরে ফকীরী আমাকে ফিরিয়ে দিলে। গৌড়! তোমার অর্থ অপব্যয় করতে আর আমার সাহস নাই। যদি অপেক্ষা করবার হয়, অপেক্ষা কর। আমি পারলুম না! বড় আক্ষেপ, বেইমানের কুটীল চেষ্টায় আমার সমস্ত আয়োজন বৃথা হ'ল। পারলুম না !—পারলুম না।

(ফকীরের প্রবেশ)

ফকীর। কে বলে পারলে না মীরকাসিম। অগণ্য শান্ত পথিকের শান্তিপ্রদ বিশাল বট—অঙ্কুরেই সহস্র শাখা বিস্তার ক'রে ক্রোশব্যাপী স্থান অধিকার করে না। তুমিই সেই বিশাল বটের অঙ্কুর—সময়ের দোষে ঊষরে নিক্ষিপ্ত হয়, বৃদ্ধির আকুল আগ্রহে, বিপথে চলে গিয়েছ তোমার গতি কোন মুখে অনুভব করতে পারনি। মীরকাসিম ! শিশু রমণীর অযথা হত্যায় তুমি শক্তিহীন হয়ে পড়েছো। নাও -চলে এস - এইবারে সম্মুখে সূক্ষ্ম ক্ষুরধার পথ। নাও, হাত ধর—দেখ—শুধু বঙ্গ নয়, শুধু হিন্দুস্থান নয়—সমগ্র জগতের রাজধানী —মানব জীবনের কেন্দ্র-শক্তি কোন প্রাণময়ী তরঙ্গিণীতীরে অবস্থিত। তোমার বঙ্গ-জননী মাকে এইস্থান থেকেই অভিবাদন কর।

কাসিম। ওকি ! ওকি ! ফুল মালা হস্তে জয়শ্রীরূপিণী ও কে দাঁড়িয়ে গুরুদেব !

(বঙ্গনারী পূজিত বঙ্গমাতার আবির্ভাব)

ফকীর। তোমার চিরপরিচিত—নিরীক্ষণ কর—

কাসিম। একি মা! আত্মত্যাগে আমার সমস্ত পাপরাশি পুণ্য-পুষ্পে পরিণত ক'রে, কার পদপ্রান্তে উপহার দিতে তুমি আজ উদ্যত করা সমস্ত বঙ্গবাসীকে আশীর্ব্বাদ করছ!

ফকীর। মা আমার ত্যাগরূপিণী—বঙ্গকুল-ললনার প্রতিনিধি।

কাসিম। ঢুলুঢুলু নয়নে নিদ্রার অধিকার দিয়োনা মা! জাগো! জাগো! সন্তান জাগাও—জগতে আশার সঞ্চার কর।

সম্পূর্ণ।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম।

মীরজাফর	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র।
মীরণ	শ্রীকালীপদ দাস।
মীরকাসিম	শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
বাহার	শ্রীমতী অম্বুবসুন্দরী
মহম্মদ তকী খাঁ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু।
সমসের খাঁ	শ্রীহীরালাল দত্ত।
আদেম শা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
রাজা রাজবল্লভ	শ্রীননীলাল দত্ত
রাজা রামনারায়ণ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
রাজা মোহনলাল	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রাজা রায়দুর্লভ	শ্রীকৃষ্ণলাল দাস।
মহাতাবচন্দ জগৎ শেঠ	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
মিষ্টার ভ্যান্সিটার্ট	শ্রীঅক্ষয়কালী কমার।
„ হলওয়েল	শ্রীমনোহরলাল দে।
„ আমিয়ট	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
„ এলিশ	শ্রীসত্যচরণ দে।
„ কে	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ এডামস	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ সমরু	শ্রীকালীপদ দাস।
গুরগণ খাঁ	শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।
মহম্মদী বেগ	শ্রীশশীভূষণ ঘোষ।
লাহোরী বেগ	শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
লুৎফউন্নিসা	শ্রীমতী বসন্তকুমারী।
গুলশন্ ..	শ্রীমতী বেদানাসুন্দরী।
মণিবেগম	শ্রীমতী মৃণালিনী।
জিন্নৎমহল ..	শ্রীমতী সরযূবালা।
মতি বিবি ...	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।